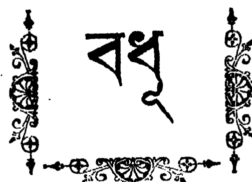


বধূ

উপন্যাস

শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার

প্রণীত

বরেন্দ্র লাইব্রেরী

২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সন ১৩৩৩ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রকাশক

শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ

২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আইডিয়াল প্রেস

প্রিণ্টার—বি, এন, ঘোষ,

৬৬, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহার

শ্রীমতী সুরুচিবালা রায়

করকমলেষু।

আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত
হীরার কণ্ঠী ১৷৷০ প্রীতির নিদর্শন ২৲
দিশেহারা ২৲ আলোকে আঁধারে ১৷৷০
স্বপ্ন-পরিণীতা ১৷৷০ হাতের নোয়া ২৲
স্নেহাশীষ ২৲

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
পরাধীনা ১৷৷০ অনাদৃতা ১৷০
বিসর্জ্জন ১৷৷০

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত
সতীলক্ষ্মী ২৲ কমলার অদৃষ্ট ১৷৷০
স্বর্ণ প্রতিমা ১৷৷০

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত
স্বর্ণ কুটীর ১৷৷০

৺ধীরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত
লক্ষ্মীলাভ ১৷০

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত
বিন্দুর বিয়ে ১৷৷০ সুখের মিলন ১৷৷০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত
পসরা ১৷০

যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত
সতীর স্বর্গ ১৷০ ধর্ম্মপত্নী ৩৲
মিলন ১৲ বিয়ের ক'নে ১৷৷০
সতী-রাণী ১৲ মুস্কিল আসান ১৷৷০
সঙ্গিনী ১৲ রংবাহার (নাটক) ।৵০

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত
হরপার্ব্বতী ১৷৷০ কুলদেবী ১৷৷০

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত
স্বয়ম্বরা ১৷৷০

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রণীত
ভাগ্যবতী ১৷৷০

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
কমলিনী ১৷০

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র প্রণীত
সোণার কমল ১৷৷০

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত প্রণীত
প্রীতি ১৷০

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত
ফিরে পাওনা ১৷৷০

শ্রীরাখালদাস কাব্যানন্দ প্রণীত
শঙ্করাচার্য্য ২৷৷০

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত
মনের দাগ ২৲ স্নেহের দান ২৲
ভোরের আলো ১৷৷০ শান্তি ১৷০
আশার আলো ১৷৷০
একালের মেয়ে ১৷৷০
কেরাণীর মাসকাবার ১৷৷০

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত
বিকাশ ও ব্যথা ১৷৷০
পরিণয় পারে ১৷০

বধূ

এক

"যার বে' তার হুঁস্ নেই, পাড়া পড়সীর ঘুম নেই" বলিয়া হাসি-মুখে একটি কিশোরী অন্য এক কিশোরীকে ঠেলিয়া তুলিতে ছিল।

প্রভাত সূর্য্যের স্নিগ্ধ মধুর রৌদ্ররেখাগুলি জানালার ফাঁকে ফাঁকে ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। ঘরে আর কেহই ছিল না।

কমলা পাশ ফিরিতে ফিরিতে বলিল—কেন ভাই, বেল, জ্বালাতন করছিস্?

বেল কমলার পাশে বসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—জ্বালাতন বৈ-কি! সকাল হতেই শুয়ে শুয়ে ভাবছ, কখন সন্ধ্যেটা হয়!

কমলা বলিল—দাঁড়া ভাই বেলফুল। মনের ভেতরটা একবার খুঁজে দেখি ভাবনাটাকে যদি পাই।—কমলা চিন্তা করিবার ভাণ করিল।

বেল তাহার চিবুকটি ধরিয়া বলিল—রাত্রে ঘুম হ'য়েছেল ত বেল?

কমলা ম্লানমুখে বলিল—না ভাই, একটুও হয় নি, সত্যি বল্‌ছি! আচ্ছা কেন বল্‌ত ভাই বেল?

বেল পরম বিজ্ঞের মতই বলিল—অমন হয়, অমন হয়। আরো কত হ'বে, দেখিস্ তখন।

কমলা বালিশটি একটু উঁচু করিয়া বাম হাতের উপর কপোলটি রাখিয়া উৎসুকের সহিত বলিল—তোর হ'য়েছিল, বেল, সত্যি কথা বলিস ভাই? বলিয়া সে ডানহাতটি দিয়া তাহার গলার হারটি নাড়িতে লাগিল।

বেল গম্ভীরমুখে বলিল—ও-মা! হয় নি আবার! তিনরাত্রি ঘুম ছিল না।

কমলার মনে হইল, সে রহস্য করিতেছে। বলিল—কতদিনে আবার সারল?

কি সারল?

ঐ-যে রোগটি।

ও-হ্, তাই বল। হ্যাঁ হাঁ ঠিক বটে। কবিরা ওকে রোগই বলে বটে। তা ভাই, বেল, তোমার কি রকমটি হয়েছে, বল শুনি। তোমার বেল্-বাবুকে ঐ নিয়ে একটা গল্প লিখ্‌তেও বলতে পারি।

এইখানে বলা আবশ্যক, আমাদের এই বেল, ওরফে শ্রীমতি মেঘমালা বসু (বাল্যকালে ইনি 'দাসীই' বলিতেন, তাঁহার স্বামী বুঝাইয়া দিয়াছেন পৃথিবীতে কেহ কাহার দাস বা দাসী নহে) খাস্ কলিকাতার সুকবি শ্রীযুক্ত সুজয়েন্দ্র নাথ বসুর সহিত দুই বৎসর পূর্বে পরিণীতা হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামীর রচিত পাঁচখানি কবিতার বই-ও (ছাপা) আছে।

কমলা হাসিমুখে বলিল—তাই বলিস্ লিখ্‌তে।

বেল বলিল—কি-রকম হ'ল, বল-আগে !

কমলা বলিল—এখনি হ'ল কি বল্! এই ত মোটে স্থরু। সে যাক্, খাবার খেয়েছিস্ ?

আমি খেয়েছি। তা চ', চা খেয়ে ছাদে বসে, বুঝলি—দুজনে গল্প হ'বে।

কমলা বলিল—একটু চা দিবি ভাই ?

বেল বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—সত্যি ত ভাই বেল, আজ যে তোমার খেতেই নেই।

দেখ্ আমি সব জানি তবু কিন্তু আগে বিয়ে করিনি—বলিতে বলিতে কমলা খাট হইতে নামিয়া পড়িল। বেলকে টানিতে টানিতে বলিল—চল, নীচে যাই। সানাই-টা বেশ লাগ্ছে, না-ভাই-বেল ?

বেল বলিল—তাই না-কি রে ! এখনই ?

কমলা বলিল—তোর কি লাগেনি ?

লাগেনি ! উঃ সে-কি বিষম-ই লেগেছিল ! একেবারে যেন কি একরকম। শুধু সানাই ! সেদিনের সেই থর-জোষ্টির রোদটা কি মিষ্টি হ'য়েই উঠেছিল রে—যেন মধু।

এই সময়ে কমলার মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—স্নান করবি, কমলা ? ভূঁদি—

বেল বলিয়া উঠিল—না, মামী, বিয়ে বাড়ীতে তুমি ভূঁদী ভূঁদি কর' না বল্ছি, হ্যাঁ। মামী যেন-কি !

কমলা নতমুখে দাঁড়াইয়াছিল, বলিল—মা, একটু চাও খেতে পাব না !

কমলার মা বলিলেন—না মা, আজ ত খেতে নেই। ও ভূদী, আ পোড়া কপাল আমার মনের মুখে! তা ছাই, বলবই-বা কি?

বেল বলিল—কেন মালা বল্‌বে; সবাই যা বলে।

তাহার ইচ্ছা নহে যে তাহার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা কদর্য্য ভুঁদী নামটা দিন রাত্রি না শোনে। অভ্যস্ত হইয়া পড়িতে পারে।

আচ্ছা বাবু, মালাই বল্‌ছি, ও মালা, নে মা ওকে নিয়ে স্নান করে নে। দেরী করিস নে; যত সকালে গায়ে হলুদ দিয়ে দিতে পারবি, বাছা-আমার মুখে একটু জল দিতে পারবে! বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। গলাধরাধরি করিয়া সখী দুইটি একমিনিট দাঁড়াইল। কেহ কোন কথা কহিল না। একবার চোখোচোখী হইল। চোখে হাসি উচ্ছ্বল হইয়া উঠিল; অথবা দুঃখে ম্লান হইয়া গেল, ঠিক কি হইল জানি না; দুজনেই চক্ষু মুদ্রিত করিল।

বলিল—চল্, যাই।

বেল্ চলিতে চলিতে দাঁড়াইল। এ-দিক ও-দিক চাহিয়া বলিল বেল্ (আবার সেই চাহনী) আজই ভাই শেষ……

না, বেল, শেষ নয় ভাই, শেষ নয় ভাই; তোর এ বেলকে তুই সারা জীবন পাবি—বলিয়া কমলার হাতটি ধরিয়া বাহির হইয়া গেল।

দুই

এইখানে পরিচয় দেওয়াটা আবশ্যক মনে করি। হুগলীর পুলটা ঠিক যেখানে শেষ হইয়াছে, মহাসনের ইমামবাড়ীটা তা'র পাশেই বহুকাল হইতে দাঁড়াইয়া আছে। কত দেশবিদেশ হইতে কত লোক ইংরেজের এই পুলটা আর মুসলমানদের এই ইমামবাড়ীটা দেখিতে আসে। বড় রাস্তার ধারে একটি বৃহৎ বটগাছের নীচেই একটি শ্যাওড়া গাছের মত মোহিনী বাবুর ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহটি অবস্থিত, ইমামবাড়ীর গির্জায় প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মি লোকচক্ষুকে এক দৃষ্টিতেই এত বিহ্বল করিয়া দেয় যে এই ভাঙ্গাচোরা, বালি-খসা, ইটকাঠ বেরুণো বাড়ীটা আর কার' নজরেই পড়ে না। অথচ সুখের পাশে দুঃখের, ধনীর কাছে নির্ধনের, স্বাস্থ্যবান লোকের পাশেই রোগী থাকিলে দর্শকের চক্ষুকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে কি-না জানি না, তা'র একটা করুণ ভাব যে আছে তা' অস্বীকার করিবার যো নেই।

মোহিনী বাবু সামান্য গৃহস্থ—কমলা তাঁহার একমাত্র কন্যা; অন্য পুত্রসন্তানাদি নাই। বাঙ্গালীর ঘরে তের বছরের মেয়ে থাকিলে পিতামাতার মনের সুস্থতা থাকে কি-না, তা বোধ হয় জানিতে আর কারু বাকী নাই। আবার যদি তাঁদের ক্যাসবাক্স বেশ ভারী না-হয়, অবস্থাটি কল্পনা করিতেও বাঙ্গালীমাত্রেরই ভয় হয়।

কমলার না-হয় বরাত ভাল। মোহিনী বাবুকে বেশী খোঁজাখুঁজি করিতে হয় নাই, একেবারেই মনোমত ঘর-বর আসিয়া জুটিয়াছে—

কিন্তু সে ত আর সকল ঘরেই হয় না। লাখে একটা হয় কি-না তা'ও সন্দেহ। কলিকাতার এক সুবিখ্যাত ধনীগৃহে কমলার সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছে। মেয়েটি দেখিয়া তাঁহারা বিনাপণেই গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু তাহাতেও কি বাপ-মা'র মনে সুখ আছে? সেই যে বলে না, সমানে সমানে কাজ না করলে পস্তাতে হ'বে—মোহিনী বাবু তাই ভাবিতেছিলেন। তাঁরা খুব ধনী, তাঁদের ঘরে গরীবের মেয়ে গিয়া বিপদে পড়িবে না! উঠিতে বসিতে কষ্ট পাইবে না ত!

কমলা বাল্যকালে লাল চেলীখানি পরিয়া উঠানের কোণে মাটির শিব গড়িয়া পূজা করিত; স্নানকালে সেগুলি বাড়ীর নীচেই গঙ্গায় ভাসাইয়া দিত—ইহার কোন ব্যতিক্রমই হয় নাই। একবার তাহার খুব অসুখ হইয়াছিল, উঠিবার সামর্থ্য ছিল না। সেই অবস্থাতেও সে বার বার শিবপূজার কথাই বলিত। তখন ত তাহার লজ্জা হয় নাই। তখন যে কচি কোমল মনটি ভক্তিতে ভরিয়া ছিল। কত পুণ্যি পুকুর পূজা করিয়াছে, কত বারব্রত সেই বয়সেই তাহার আয়ত্ত—কিন্তু তাহাকেই যখন সকলে সেদিন বলিল—কম্লি, ভাল শিবপূজো করিছিলি রে!—কমলার মুখখানি জবাকুসুমের মত রাঙাইয়া উঠিল। বাস্তবিক সে-যে চিরদিন ভক্তিনতচিত্তে শিবপূজা করিয়াছে, কখনও তাহাতে এতটুকু ফাঁকী বা অবহেলা ছিল না; হয়ত সে তখন শিবপূজার চরম উদ্দেশ্য কি তাহা জানিত না—কিন্তু সেই পূজার মূলে যে পূর্ণমাত্রায় তাহার স্বার্থ বিজড়িত হইয়াছিল, তাহাই যখন লোকে তাহাকে বুঝাইয়া দিল, লজ্জায় তাহার মুখটি নত হইয়া পড়িল।

বাড়ী শুদ্ধ লোকে যে শঙ্কা করিতেছিল কমলা যে কাণাঘুষায়

তাহার কিছুই শুনে নাই তাহা নহে। প্রথমটা তাহার বুকের মধ্যে কেমন একটা অজানা আশঙ্কা গুর্ গুর্ করিয়া উঠেতেছিল, সে খুব ভাল লেখাপড়া জানে না, শুনিয়াছে সহরের মেয়েরা নাচ গান করে সে ত এক বিন্দুও জানে না, তাহার বেল্-ও ইংরেজীতে চিঠি লিখিয়া থাকে, সে ত মাত্র A B C D শিখিয়াই বহিখানিকে পুলের নীচে গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়াছিল।

সে ভাবিতেছিল—তাহার যখন কোন গুণই নাই, সে কলকাতায় গিয়া হয় ত কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না। আর তা যদি না পারিল, বোসেদের লতার মত সারাজীবন অশেষ লাঞ্ছনাও ত তাহাকে পাইতে হইবে! কমলার বুক কাঁপিয়া উঠিল। মা বাপের একটি মেয়ে, আদর সে যথেষ্টই পাইয়াছে, কটু কথা ত জীবনে একটি বারও শুনে নাই। কেমন করিয়া লাঞ্ছনা অনাদর সে সহিবে!

তাহার মনে হইল, কেন বাবা পাড়াগাঁয়েই দেখিলেন না। সেখানে হইলে ত এত বিপদের ভয় থাকিত না। সে অক্লেশে রাঁধিয়া বাড়িয়া, গরুর সেবা করিয়া, শ্বশুর শাশুড়ীকে যত্ন করিয়া জীবন কাটাইয়া দিত।

এ কথাটি সে একদিন চুপি চুপি জ্যেঠাইমাকে বলিয়াছিল, একটু সহজ করিয়াই বলিয়াছিল—জ্যেঠাইমা, কাছাকাছি হ'লে বেশ হ'ত! রোজ রোজ তোমাদের দেখতে পেতুম।

জ্যেঠাইমা হাসিয়াছিলেন। কমলা বলিয়াছিল—বেশ আমাদের মত গেরস্থ হ'লে ভাল হ'ত!

জ্যেঠাইমা যে কথাটি বলিয়াছিলেন—একেবারে অপূর্ব।

মা! তুমি নিজেই ত একটি ক্ষুদ্র নদী, আর একটা ক্ষুদ্র নদীতে

মিলে তোমার কি সুখ হবে মা! নদী সাগরে মিলবে, তবে না তার সার্থকতা!

একটু থামিয়া আবার বলিয়াছিলেন—আমি এ বলছি নে মা, যে সব মেয়েরই অমনি বড় বড় ঘরে বে হবে। তাত হ'তে পারে না মা। তুমি ভাগ্যবতী—সে সৌভাগ্য তোমার হ'য়েছে—সেত পরম আনন্দের কথা, মা।

কমলা বুঝিতে পারে নাই, বলিল—আমি ত জানিনে জ্যেঠাইমা, সেখানে কেমন করে চল্‌তে হয়! কেমন করে—

শিশুকাল হইতে এই বিধবাটির কাছে তাহার কোন গোপনতা ছিল না, আজ কিন্তু কথাটা অধরে ঠেকিয়া বাঁধিয়া গেল। কিন্তু জ্যেঠাইমা তার মনের কথাটি বুঝিলেন; বলিলেন—কেমন করে চলতে হয়, কেমন করে সকলকে সন্তুষ্ট করতে হয়? এই-না! এতে ভাববার কথা কি আছে কমলা! ছেলেবেলায় কি করেছ না করেছ ভুলে যাও, এখন তুমি বাড়ীতে যা করছ, যাতে করে সবাই—মঙ্গলা গাইটি অবধি তোমার বশ—সেখানেও তাই করবে, কমলা।

কমলা বলিয়াছিল—তাঁরা যে নতুন লোক জেঠাইমা।

জ্যেঠাইমা বলিয়া ছিলেন—হ'লেই বা নতুন, মানুষ ত! এখানে রোজ সকালে উঠেই তুমি কি কর? ঠাকুর প্রণাম করে আগে তোমার বাবাকে তামাকটি সেজে দাও; সেখানে হয়ত তামাক সাজবার লোক অনেক আছে—তুমি সকালে উঠেই তোমার শ্বাশুড়ীর দরকারটি আগে জেনে নেবে। মা কমলা, আমাদের সংসার ত শ্বশুর শ্বাশুড়ী, দেবর ননদ নিয়েই। তাঁদের হাসিটি অমূল্য, তাঁদের সন্তুষ্টি যে প্রাণের

আকাঙ্খা। পিপাসা পেলে যেমন জলের চেষ্টা তোমাকে আপনা থেকে করতেই হইবে, এও যে মা ঠিক তেমনি।

একটু থামিয়া বলিয়াছিলেন—দেখ মা, রামায়ণ মহাভারত শত গ্রন্থেই দেখবে আমাদের দেশে রমণীই দেশের প্রাণ! সদাসর্বদা তুমিও মনে রাখবে, তুমিও রমণী!”

আজবিবাহের দিনে এই সব কথা গুলিই কমলার মনে পড়িতে লগিল।

তিন

কমলার বিবাহ। ভোর বেলায় ঘুমটি ভাঙ্গিয়া যাইতেই তাহার কাণে সানাইয়ের করুণ সুরটি যেন জাগ্রতেও স্বপ্ন সৃজন করিয়া উঠিল। আজ সানাইয়ের সুরটিতে তাহার সমস্ত মনের ভিতরটা কি এক-রকম আবেশময় করিয়া তুলিল। তাই সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়াছিল, ভাবিতেছিল আমারই বিয়ে!

অনেক সখী—চাঁপা, বেল, কদমের বিবাহে এমনই ত সানাই বাজিয়া গিয়াছে, তাহাতেও সে আনন্দ পাইয়াছে, কিন্তু আজ সে মনে মনে যাহা অনুভব করিতেছিল, সে ত কেবল আনন্দ নয়; তার সঙ্গে যেন আরো কি মিশাইয়া আছে! ভয়, কি? কৈ ভয় ত নয়। তবে এ—কি?

নীচে নামিতেই, ঠান্‌দি বলিয়া উঠিলেন—ও-মা! কনে যে! ও-ভাই কনে', স্নান হ'ল? গায়ে হলুদ হ'বে যে!

কমলা দেখিল, সেখানে দুই একজন দাসী ভিন্ন আর কেহ নাই, হাসিয়া বলিল—ঠান্‌দি, তোমার গায়ে হলুদ দিয়ে দেব?

দিবি—দে। শুধু হলুদ কেন, একটু চূণে হলুদ দিয়ে দে। সারা রাত্তির জেগে কুটনো কুটে, গা গতরে ব্যথা হ'য়ে গেছে।

কমলার পিতা মোহিনী বাবু কি একটা কাজে ভিতরে আসিতে ছিলেন, কন্যার সহাস মুখখানি দেখিয়া প্রসন্নমনে বলিলেন—ও-গো

ঠাকমা, এই নাও টেলিগ্রাফ এ'ল। স' আট-টায় গায়ে হলুদ হ'বে লিখেছে তারা।

ঠান্‌দি সবিস্ময়ে বলিলেন—টেলিগ্রাফ কি রে? লোক আসবে না?

কমলার বাবা মেয়ের মুখের পানে চাহিতেই, কমলা দৃষ্টি নামাইয়া লইল। মোহিনী বাবু বলিলেন—লোক ত আস্‌বেই; খবরটা তার করে আগে থাক্‌তেই দিয়েছেন। বড় লোকের বড় কথা।

কমলার মা-ও আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বেলের নিকটে দাঁড়াইয়া অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—ক'জন্ লোক্ আসবে, জিজ্ঞেস কর ত ভুঁ—

বেল হাসিয়া কট্‌মট্ করিয়া চাহিল। জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, মোহিনী বাবু নিজেই বলিলেন—তা কিছু লেখে নি, অনুমান, পঞ্চাশ ষাট জন আস্‌বে।

গৃহিনী আর কিছুই বলিলেন না। তিনি ভাবিতেছিলেন, বড় লোক কুটুম বাড়ীর এতগুলি লোক আসিবে, অভ্রম না-হয়।

মোহিনী বাবু যেন তাহা বুঝিয়াই বলিলেন—খাবার দাবার আয়োজন ঠিক করে ফেল। বড় লোকের বাড়ীর চাকর বাকর, অযত্ন না-হয়। ভারি নিন্দে হ'বে। আমি মাছ ধরতে পাঠিয়েছি।—তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ঠান্‌দি—তিনি পাড়ার ঠান্‌দি;—স্থূলদেহটি নাড়িয়া, একটু বাঁকা করিয়া বলিলেন—অত বড় লোক ধরতে গিয়ে ভাল কর নি বৌ।

কমলার জননী কথা কহিলেন না।

ঠান্‌দি বলিলেন—কলকেতা থেকে হাওয়া গাড়ীতে বর, বরযাত্তির আস্‌বে শুনছি। তারা কি সোজা নোক গা ?

গৃহিনী তাহা জানিতেন। নূতন বৈবাহিকদের নিজেরই দুই খানি হাওয়া গাড়ী আছে ; তা ছাড়া, জুড়ি ঘোড়া, কলকাতায় লাটসাহেবের মত বাড়ী আছে এ সবই তিনি শুনিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত কাজ করা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের যে একেবারেই অসম্ভব ছিল তাহা কি তিনি নিজেই জানিতেন না! জানিতেন।

আসল কথাটি এই, হেমেন্দ্রবাবু হুগলীতে জইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্‌। তিনিই মহেশ্বরী বালিকাবিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণের সময় কমলাকে দেখিয়া পসন্দ করিয়াছেন। হেমেন্দ্র বাবুর ছোট ভাই শৈলেন্দ্রের সহিত কমলার সম্বন্ধ তিনিই করেন। না নগদ টাকা, না গহনা তাঁহারা কিছুই চাহেন নাই ; কেবল মাত্র অপূর্ব সুন্দরী কমলাকেই চান।

ঠান্‌দির প্রশ্নে কমলার মনে একটুখানি ভয় হইয়াছিল, মা'র কথায় সে ভয় দূর হইয়া গেল। মা বলিলেন—শুনিছি, বড় লোক হ'লেও তাঁরা লোক খুব ভাল। ওর ভাসুর হবেন যিনি, তিনি ত প্রায়ই আসেন। ঐ-যে কমলার হার বালা সবই তিনি নিজে এসে কমলাকে পরিয়ে দিয়ে গেছেন। দেখা ত মা-কমলা, ঠানদি'কে······

কমলা একবার মুখ তুলিয়াই নামাইয়া লইল, হারটি বালা জোড়াটি দেখাইবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও সে নড়িতে পারিল না। বেল তাহাকে একটু ধাক্কা দিয়া বলিল—লজ্জায় গেলেন আরকি! দেখা না লা।

কমলা তীব্র দৃষ্টিতে বেলের পানে চাহিয়াই হাসিয়া ফেলিল। আস্তে আস্তে হারটী খুলিয়া ঠাণদির হাতে দিল।

ঠাণদি দেখিতে দেখিতে বলিলেন—এ যে হীরে জড়োয়া বসানো।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন—ভাল হ'লেই ভাল, বৌ! তবে আমি ভুগেছি কিনা।

তিনি আরো কি বলিতে যাইতে ছিলেন, গৃহিনী কমলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—যা-না মা, স্নান করে আয়-না।

কমলা বেলের হাতটি ধরিয়া চলিয়া গেল। এক মিনিট পরে গৃহিনী বলিলেন—ঠাকুমা, আজকের দিনে ও সব কথা থাক্। বলিয়া তিনি একটি ধামা লইয়া আলু বেগুন গুলি তুলিতে লাগিলেন।

ঠাণদি বলিলেন—কি করতে হবে আমাকেই বলনা বৌ, আমি কি আর তোমার কাজের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছি?

কমলার মা বলিলেন—তোমরাই ত আমার ভরসা মা। তোমরা করবে না ত করবে কে? আমি বলি কি তুমি জপ আহ্নিকটা সেরে একেবারে কাজে লেগে যাও।

তিনি গৃহিণীর হাত হইতে ধামাটী লইয়া—ধুতে হবে ত?'' বলিয়া কক্ষের বাহির হইতেছিলেন, গৃহিণী বলিলেন—ঠাকুমা, পুকুরে আমাদের ওরা নাইতে গেছে, কোন কথা......

ঠাণদি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—সে কথা আর বল্‌তে হবে না বৌ।

এই পরম সত্যবাদিনী, সংসারাভিজ্ঞা ঠাণদি পুকুরে গিয়া দেখিলেন—সখি দুইটি আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া বসিয়া আছে। ধামাটি সোপানে নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন—শ্বশুর বাড়ী গিয়ে কি করবি লা? সে যে

সহর, পুকুর পাবি কোথা ? কল টিপলে জল বেরুবে ; ছিড়িক ছিড়িক করে।

বেল বলিল—কেন চৌবাচ্চা আছে ত !

ঠাণদি ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন—জানি, লো, জানি। তুই ও যে সহুরে হ'য়ে পড়েছিস। সেই যে বলে না যত সব সহুরে বাবু, খায় কেবল জল সাবু।

বেল জিজ্ঞাসিল—কে বলে ?

কত লোকে বলে, কার নাম করব। আমার এক ভাসুর-পো সহরে চাকরী করতে গেছল। ছ' মাস পরে যখন ফিরে এল বাছা আমার একেবারে অস্থিচম্মোসার।

বেল বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল—বল কি গো।

ঠাণদি বসিলেন, বলিলেন—বলিই ত। সহর জায়গা, তাতে আবার বড় লোকের বাড়ী।

বেল কমলার মুখের পানে চাহিয়া ঠাণদিকে বলিল—সব কথাতেই তোমার টিপনী কাটা আছে, না ঠাণদি।

ঠাণদি এক মুহূর্ত্ত সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন, পরে গর্জন করিয়া উঠিলেন, কি বল্‌লি লা ভুঁদী ?

বেল মহা চটিয়া গেল, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—এখানে ভুঁদী কেউ নেই।

ঠাণদি বলিলেন—তুই ভুঁদী।

বেল কি বলিতে যাইতেছিল, কমলা জলের ভিতরে তাহার হাতটি টিপিয়া ধরিল। ঠাণদিকে বলিল—কি বলছিলে ঠাণদি ? বল না।

ঠাণদি কি বলিতে যাইতে ছিলেন, বেল উঠিয়া পড়িল, গামছা খানি নিংড়াইতে নিংড়াইতে বলিল—আমি চল্লুম, বেল।

কমলাও উঠিল, বলিল—চল আমিও যাই।

সিক্ত বসনে পথে যাইতে যাইতে কমলা বলিল—ঠাণদি কিন্তু ভারি রেগে গেছেন ভাই।

তবে আর কি। আমি পিঁপড়ের গর্ত্ত খুঁজি—বলিয়া হাসিয়া বেল আলুলায়িত কেশ রাশিতে গামছা জড়াইতে লাগিল।

কমলা বলিল—দেখ্‌লিনা, আমরা যখন উঠে এলুম, কি রকম ক'রে চাইতে লাগলেন।

চাক্—গে—বলিয়া বেল কমলার চুলগুলি ঝাড়া দিতে লাগিল।

ঠাণদি তখনও পুকুর ঘাটে ধামার সম্মুখে বসিয়া ভাবিতেছিলেন ছুঁদীটা সহর থেকে কি ধিঙ্গী-ই হ'য়ে এসেছে মা! আজকালকার মেয়ে গুলো যেন কি! আমাকে একেবারে থ বানিয়ে দিলে গা! উঃ কি আশ্চর্য্যি। কি আশ্চর্য্যি!

কমলা বলিল—তুই ভাই সত্যি কথাটা বল্-ই না কেন?

বেল রাগত ভাবে বলিল—ওর আবার সত্যি মিথ্যে কি। আমার মন কেমন করেছিল, আমি ত বল্‌ছি।

কমলা তাহাকে ঠেলা দিয়া বলিল—কৈ এতক্ষণ ত তা বলিস্ নি। আচ্ছা তুই কেঁদেছিলি?

দূর! কাঁদব কেন? হাসতুম। যখন বড্ড মন কেমন করত, খুব হাসতুম।

তা কি কেউ পারে?

এই সময়ে বাহিরে শঙ্খ ধ্বনি উঠিতেই বেল বলিয়া উঠিল—গায়ে হলুদ এসেছে—চ—চ।

কমলা উঠিল না, বলিল—তুই যা।

আহা—তুইও আয়, বলিয়া বেল সস্নেহে তাহাকে টানিয়া তুলিতেই কমলা বলিল—যাঃ—লোকে কি মনে করবে তার ঠিক নেই?

মনে আর কি করবে? তোর জিনিষ তুই দেখবি নে, আয়।

দ্বারে করাঘাত শ্রুত হইল, বেল দ্বারটি খুলিয়া দিতেই গৃহিণী হাসি-মুখে বলিলেন—গায়ে হলুদ এসেছে, ভূঁ—না, না—মালা! আচ্ছা তুই—ই বল্ বাছা, মালা মালা কি করা যায়! তার চেয়ে বেলই বল্ব।

বেল হাসিয়া বলিল—তাই বল মামী!

তাহার মুখের কথা শেষ না হইতেই গোলাপী রঙে ছোপান কাপড় ও চাদর পরা দুইটি লোক প্রবেশ করিতেই গৃহিণী বলিলেন—এই খেনেই নামাও।

ক্রমে লোকে ঘর ভরিয়া গেল।

কমলা নতমুখে আড়ে আড়ে দেখিতেছিল।

এই যে ঘরভরা জিনিষ এযে তাহাকেই অভ্যর্থনা করিয়া লইবার বিপুল আয়োজন মনে পড়িতে সে যে আনন্দে গর্বে স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল। হঠাৎ তাহার এই আনন্দ সচেতনের ভাবটা কাটিয়া গেল, কার এক ভারি গলার আওয়াজে। সে আর একটু জড় সড় হইয়া বসিয়া একদৃষ্টিতে মুষ্টীমধ্যের কজ্জল লতার পানেই চাহিয়া রহিল।

নবাগতা একটি প্রৌঢ়া (গোলাপী কাপড় পরা) তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—ও-বৌমা, আমাকে আবার লজ্জা কিসের গা?

ও-বাড়ীতে গিয়ে দেখবে তখন এই সদুই সব। তোল ত' মা মুখখানি এরা সবাই দেখবে বলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।—বলিয়া সে কমলার নিকটে গিয়া বসিল।

কমলার মা দু'হাতে কমলার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন—এই দেখ বাছা।

সকলে নীরবে প্রশংসা করিতে লাগিল; কেবল হেড-দাসী সদু চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বেশ একটু চিবাইয়া চিবাইয়া বলিল—হ্যাঁ—বৌয়ের মত বৌ বটে! একেবারে নাল পদ্মটি!

কমলার মাথাটা কোলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। সূর্য্যালোকে লাল পদ্ম একেবারে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। সে-যে সুন্দরী সুরূপা শিশু-কাল হইতে ত সে শত সহস্র বার শুনিয়াছে; আনন্দও পাইয়াছে, কিন্তু আজ একটী পরিচারিকার মুখে সে কথা শুনিয়া সে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল। যেন আরও কি শুনিবে এই আশায় দুল-পরা কাণ দুটি তাহার দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল।

অন্য সকলেই বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহা দেখিয়া 'কোথায় গেল রে সব'—বলিতে বলিতে সৌদামিনী আর-একবার কমলার মুখের পানে চাহিয়া, বাহির হইয়া গেল।

বেল সর্বাগ্রে ভেলভেটের বাক্সটি তুলিয়া লইয়া গৃহিণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া খুলিয়া ফেলিল। তন্মধ্যে একটি জড়োয়া টায়রা ছিল।

কৈ গো কমলের মা, গায়ে হলুদ কোথায় নামালে গো?—বলিতে বলিতে একটি বর্ষিয়সী-রমণী প্রবেশ করিলেন।

কি-কি গয়ণা দিলে গা—বলিয়া একটি যুবতী শিশু-কক্ষে ঘরে ঢুকিয়া হুমড়ি খাইয়া টায়রাটি দেখিতে লাগিলেন।

প্রৌঢ়া রমণী বলিলেন—বা, জিনিষপত্তর ত বেশ দিয়েছে। সহরের লোক নইলে দিতে থুতে পারে না, বাপু, যে যাই বল।

যুবতী বলিলেন—কেন দেবে না, বল? যোগেন দত্ত হ'ল কলকাতার একটা ডাক-সাইটের উকীল।

এয়েছে ত একশ' জন, কি জিনিষটা দিলে দেখি—বলিয়া ঠান্'দি একেবারে নভোমণ্ডলে চন্দ্রের মতই ফুটিয়া উঠিলেন। তাঁহার পার্শ্বে অন্য সকলেই মৃদু-জ্যোতি-তারকার মত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল।

ওটা কি টায়রা বুঝি? দেখিতে দেখিতে নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, আরও কিঞ্চিৎ অনুনাসিক স্বরে উচ্চারিত হইল—নেহাৎ সেকেলে!

বেল কাপড়ের ট্রে-টা টানিতেছিল, মুখ তুলিয়া বলিল—আজ্ঞে না ম'শায়। ওটা লভ্‌চাঁদের নতুন প্যাটার্ণ।

তুই বল্লেই হ'বে নতুন? ঠিক ঐরকমই ত আমার আছে।

কখখন নেই ঐরকম। আচ্ছা নিয়ে এস ত দেখি।

দেখ্‌ ভুঁদী, ভাল হ'বে না বল্‌ছি।—তিনি কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন। বেল্‌ও দাঁড়াইয়া উঠিল, ঝঙ্কার দিয়া বলিল—নিয়ে এস-না, দেখি।

ঠান্'দি সেই ঘাট হইতেই বিরক্ত হইয়াছিলেন, এখন ধৈর্য্য রাখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। একেবারে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া বলিলেন—তোর বড় বাড় বেড়েছে লা।

বেড়েছেই ত—বলিয়া বেলও দাঁড়াইয়া রহিল।

ঠান'দি এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া লইলেন, তারপর ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন—অত বাড় বাড়িস্‌নে লো, ঝড়ে পড়ে যাবি।

কমলার মা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন—একি ব্যাপার! ঐ অশীতি-বর্ষ বয়স্কা ব্রাহ্মণের বিধবাটি একটি বালিকার সহিত এমন কোমর বাঁধিয়া ঝগড়ায় লাগিয়া গিয়াছেন এই ত সহজে বিশ্বাস হয় না, তার উপর আবার যখন দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে বাহির হইয়া যাইতে-ছিলেন, কমলার মা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—ওকি ঠাকুমা, একরত্তি একটা মেয়ের ওপর রাগ করে তুমি চলে যাচ্ছ?

ঠাণ'দি আরক্তমুখে কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কমলার মা বলিলেন—ঠাকুমা, তোমরা পাঁচজনই আমার বল, বুদ্ধি, ভরসা! তোমরা যদি নিষ্ঠুর হ'য়ে চলে যাও, আমি এ বিপদ থেকে উদ্ধার হ'ব কি করে—তা বল।

শেষের দিকটায় তাঁহার গলা ভিজিয়া ভারী হইয়া গিয়াছিল। তিনি চুপ করিতেই শিশু-ক্রোড়ে যুবতীটি বলিলেন—বেশ দিয়েছে। কম্‌লি, দেখ না রে—পছন্দ হ'য়েছে ত!

কমলা একবার চাহিয়াই চক্ষু ফিরাইয়া লইল। গৃহিণী বলিলেন—ওর আবার পসন্দ অপসন্দ কি, বীণা? পাঁচজনে তোরা বল্—ওর হাতের নোয়া, মাথার সিঁদুর অক্ষয় হো'ক।

একটি প্রৌঢ়া রমণী দ্রব্যাদি দেখিতেছিলেন, বলিলেন—বলছিনে বৌ। একশ'বার বল্‌ছি। দেখে নিও বৌ, তোমার কমলা বৈকুণ্ঠের কমলা হ'য়ে শ্বশুর ঘর আলো করবে।

গৃহিণী আর কিছুই বলিলেন না। বুঝি বলিতে পারিলেন না। পাঁচটা নয়, সাতটা নয়—ঐ একটি। পুত্র বলিতে, কন্যা বলিতে সব। তার সুখেই তাঁর সুখ। একবার সস্নেহে কন্যার আনন্দোজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই আরও দুই তিন জন প্রস্থান করিলেন। কেবল ঠাণ'দি সেই যে গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এক পা'ও নড়িলেন না। তাঁহার মনে হইতেছিল, তিনি চলিয়া গেলেই ঐ নির্লজ্জা মেয়ে দু'টা তাঁহার কথা লইয়া হাসি টিট্‌কিরী করিবে, অথচ এ রকম দাঁড়াইয়া থাকাটাও যেন কি-রকম লাগিতেছিল।

হঠাৎ কমলার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিলেন—তুই-যে বড় আগেই নেয়ে ফেল্লি? গায়ে হলুদ পড়ল না—

কমলা সংক্ষেপে জবাব দিল—আর একবার নাইব'-খন।

পাঁচটি যুবতী ঘরে ঢুকিয়া প্রথমে তত্ত্বের দ্রব্যাদি দেখিয়া কমলাকে তুলিয়া বলিলেন—চ'—হলুদ দিতে হ'বে।

সকলেই বাহির হইয়া আসিল। বেল সকলের পশ্চাতে আসিয়া বলিল—ঘরটায় চাবি দিয়ে যাই।

ঠাণ'দি দ্বারের পার্শ্বেই ছিলেন, ঠিকরাইয়া উঠিলেন—একটা কেন, দে'-না লো, দশটা দে-না। কার কি? ও-সব আমাদের কাছে নতুন নয়।—ঢিলটি কোন্‌দিকে পড়িল, তাহা তিনি বেশ জানিতেন।

বেল জবাবটিও পাট্‌কেলের মতই স্পষ্টভাবে দিল; বলিল—সে ঐ টায়রাতেই জানা গেছে।

ঠাণ'দি জল হইতে সদ্য তোলা কৈমাছের মত ছিট্‌কাইয়া কি জবাব দিতে যাইতেছিলেন, কমলা আরক্তমুখে বলিল—ঠাণ'দি।

তাহার সে-সময়ের কণ্ঠস্বর এতই আর্দ্র হইয়া পড়িয়াছিল যে সকলই তাহার দিকে চাহিলেন, ঠাণ'দি-ও চুপ করিয়া গেলেন।

কমলা দৃষ্টি নমিত করিল।

পরমুহূর্ত্তেই তাহার মনে পড়িয়া গেল যে এই যে কার্য্যটী করিয়া বসিল, করা কোনমতেই তাহার উচিৎ হয়নাই। ইহা লইয়া যে আন্দোলন চলিবে এবং লজ্জা বাড়িয়াই যাইবে মনে করিয়া সে একেবারে নিস্পন্দ হইয়া গেল। অথচ সে-ত জানে, সে নিজের ইচ্ছাতে কিছুই করে নাই। বেলের উপর তাহার রাগ হইয়াছিল—সে কেন তাহার বিবাহের মধু-ময় দিনটা ঝগড়া করিয়া তিক্ত করিয়া তুলিতেছে। বেলকে সে ভাল বাসিত এবং সে সখীত্বের নিগঢ় বন্ধন অতি শৈশবেই হইয়াছিল বলিয়া রাগটা বেশী বেলের উপর হইয়া ছিল। তাই সে বেল্‌কে কিছু না বলিয়া ঠাণ-দিকে সতর্ক করিয়াদিল।

কিন্তু বিয়ের কনের যে-সে অমার্জনীয় অপরাধ তাহা ঠাণ'দি ক্রমে ক্রমে উচ্চকণ্ঠে জাহির করিতে লাগিল।

মোহিনী বাবু বিশুষ্কমুখে আসিয়া দাঁড়াইতে গৃহিণী বলিলেন—দেখলে, একশ ?

হ্যাঁ, তাইত দেখলুম। কিন্তু ওরা ত খাবে না গিন্নী ?

গৃহিণী সাশ্চর্য্যে কহিলেন—খাবে না কেন ?

মোহিনী বাবু বলিলেন—ওরা সব খেয়ে এসেছে বল্‌ছে। শুধু জল টল খাইয়ে দাও।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন—এসব হেমেন্দ্র বাবুর ব্যবস্থা—

বুঝেছ? পাছে বেশী লোককে খাওয়াতে আমরা বিব্রত হ'য়ে পড়ি তাই এই সতর্কতা।

গৃহিণী এক মিনিট পরে বলিলেন—কিন্তু নতুন কুটুম বাড়ী, এটা ত ঠিক নয়। লোকজন কি মনে করবে?

মোহিনী বাবু বলিলেন—মনে করত, যদি কাছাকাছি থেকে আসত। কলকাতা থেকে এসেছে, খেয়েই এসেছে; এতে মনে করবার কিছু নেই।

গৃহিণীর মনটা এবারেও সায় দিল না। তিনি ত ষাট্ সত্তর জনের আয়োজন করিয়াইছিলেন? আর ত্রিশ চল্লিসজনের কি করিতে পারিতেন না? কুটুম বাড়ীর লোক যে তত্ত্ব লইয়া আসিয়া না খাইয়া যাইবে এতে কোন্ গৃহিণী সন্তুষ্ট হইতে পারেন? তাঁহারা না হয় গরীব, বেয়াই বড়লোক—কিন্তু এটা কি অপমানের মতই নয়!

মোহিনীবাবু তাহা বুঝিলেন, বলিলেন—বেশ করে জল খাইয়ে দাও; লুচি, কচুরী, মিষ্টী দিয়ে—তাহলেই হ'বে।

যাইতে যাইতে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিলেন—গায়ে হলুদ হ'য়ে গেছে?

হ'চ্ছে—বলিয়া গৃহিণী ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিলেন। অবৈধ হইলেও ঠাণ'দি সব কথা শুনিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। গৃহিণীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—দেখলে বৌ, বড় লোকের কাণ্ডকারখানাটা।

গৃহিণী নিরুত্তরে লুচি কচুরীর ধামা লইয়া নাড়িতে চাড়িতে লাগিলেন। ঠানদি বুঝিলেন—কার্য্য হইতেছে, বলিলেন—আমি বরাবর দেখছি বৌ······

গৃহিণী আর্ত্তস্বরে বলিলেন—ঠাক্‌মা······

ঠানদি সোৎসাহে বলিতে লাগিলেন—ও-সব যে আমার চোখে দেখা বৌ, না হবার যো কি! গৃহিণীকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনরায় কহিলেন—এই যে কাণ্ডটি হ'ল, পাড়ায় একেবারে ঢি ঢি পড়ে যাবে বুঝছ-না? আমাদের একবার জিজ্ঞেস-ও করতে হয় বাছা, এমন কাজটি কি করে?

গৃহিণী করজোড়ে বলিলেন—ঠাক্‌মা ও কথা আর তুল না!

ঠান্‌দি অপ্রসন্নমুখে বলিলেন—আমি না-হয় নাই তুল্লুম বাছা! লোকে ত আর মানা শুন্‌বে না। তা'রা ত বল্‌বেই। তা'দের ত আর মুখ বন্ধ করতে পার্‌বে না বৌ।

গৃহিণী কিছুই বলিলেন না, আস্তে আস্তে ঘর ছাড়িয়া গেলেন। ঠানদি অস্পষ্ট তীব্র কণ্ঠে বলিলেন—কলির ভাল নেই, বাছা, ভাল নেই।

উঠানের এককোণে কদলীবৃক্ষ চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রস্তর খণ্ডের উপর কমলা বসিয়াছিল, নাপিতানী হাসিতে হাসিতে কি বলিতেছিল, গৃহিণীকে দেখিয়া চুপ করিয়া গেল। একবারমাত্র সন্দেহ দৃষ্টিতে কন্যাকে দেখিয়া গৃহিণী দ্রুতপদে দ্বিতলে উঠিয়া গেলেন। এক ফোঁটা চোখের জল তাঁহার অজ্ঞাত সারেই চক্ষু কোণে টলমল করিয়া উঠিল। বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া নিজমনেই বলিলেন—না-না, এ আমি কি করছি। সাধ করে' অমঙ্গল টেনে আন্‌ছি। আমার কমলাকে কি কেউ অযত্ন করতে পারে? কমলা যে আমার রূপে লক্ষী, গুণে সরস্বতী! দয়াময় কি তা'কে কষ্ট দেবেন?

তাঁহারা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ; কুটুম্ব-সাক্ষাৎ খুব বেশী সমাগম হয়

নাই। তবু, যাহা আসিয়াছে তাহাতেই নাতিবৃহৎ গৃহখানি ভরিয়া গিয়াছে। গৃহিনীকে একা দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বিধুর মা বলিলেন—কমলের মা, কুটুম-বাড়ীর লোকজন খাবে না গা?

খাবে—বলিয়া গৃহিণী নামিয়া যাইতেছিলেন, মধ্যপথে কমলা কজ্জল লতা হস্তে উঠিতেছিল, দুই হাতে মা'কে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—মা গো, খিদে পেয়েছে।

তাহার শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া গৃহিণীর হৃদ্‌পিণ্ড ধর্ ধর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তবে কি সেও ভয় পাইয়াছে না-কি! আবার ভাবিলেন, না-না কচি মেয়ে, এতটা বেলা হইল, একটু জল ও যে মুখে দেয় নাই। তাই মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। স্নেহকাতর কণ্ঠে বলিলেন—খাবে বৈ-কি মা। চল, একটু কিছু মুখে দেবে।

কমলা মা'র কণ্ঠস্বরে একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল, কিন্তু কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না। বলিল—কি খাব মা?

মা বলিলেন—আজ ত আর কিছু খেতে নেই মা, একটু দুধ, সন্দেশ খাবে।

কমলা পিতামাতার একমাত্র সন্তান। দরিদ্রের গৃহ হইলেও পিতা-মাতার স্নেহের অল্পতা ছিল না, এবং সেই দুইটি হৃদয় নিঙ্গাড়িয়া সবটাই সে পাইয়াছিল। ঠোঁঠ দু'টি ফুলাইয়া অভিমান-ক্ষুদ্ধ-স্বরে বলিল—শুধু দুধ সন্দেশ খেয়ে কি থাকা যায়—হ্যাঁ!

মা মেয়েকে বুকের কাছে টানিলেন; কজ্জললতাটি তাহার কবরীর মধ্যে গুঁজিয়া দিতে দিতে বলিলেন—আজকের মত দিন যে মেয়ে মানুসের জীবনে আর নেই মা।

সেই জন্যেই বুঝি উপোস করা ?

মা বলিলেন—শাস্ত্রে আছে যে মা ! যাঁরা শাস্ত্র করেছেন তাঁরা ত আমাদের ভালর জন্যেই বিধি নিয়ম সব গড়েছেন।

কমলা আব্দারের স্বরে বলিল—উপোস করে' আবার কি ভাল হয় ?

গৃহিণী বলিলেন—তাঁরা জানেন মা।

সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল। তিনি কমলাকে বাম হস্তে ধরিয়া নামিয়া গেলেন। 'এয়োরা' তখন লালপাড় শাড়ী পড়িয়া উঠানে দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছিলেন, তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসিলেন—চাঁপা, হ'য়ে গেছে মা সব ? একটু জল খেতে দিই ওকে ?

চাঁপা হাসিয়া বলিল—হ'য়ে গেছে জেঠাইমা।

কমলাকে লইয়া গৃহিণী চলিয়া যাইতেছিলেন, চাঁপা বলিল—জেঠাইমা, জল খাইয়ে ছেড়ে দাও ওকে, আমরা সাজাব।

গৃহিণী হাসিমুখে বলিলেন—এখনি কি চাঁপা ?

চাঁপা বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের দরকার আছে। গৃহিণী হাসিলেন। মনের ভিতর যে একটি পাষাণ স্তূপ জমিয়া উঠিতেছিল, এই হাস্যময়ী যুবতীকয়টির হাসি-কথার মধ্যে তাহা শরতের মেঘ-খণ্ডের মত ভাসিয়া গেল।

কিন্তু ভাঁড়ার ঘরের সম্মুখে আসিতেই মনটি আবার বিমুখ হইয়া উঠিল। কমলাকে বাহিরে দাঁড়াইতে বলিয়া ঘরে ঢুকিলেন।

ঠানদি বলিয়া উঠিলেন, তখন যে বড় আমার উপর রাগ করে চলে গেলে বৌ। দেখ-দেখি কি কাণ্ডটা।

কমলা ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—কি আবার কাণ্ড হ'ল ?

এই—তোমার বড় লোক বেয়াই বাড়ীর লোকেদের আক্কেলটার কথা বলছি। পাঁচশ পাণ ত সাজা হ'য়েছিল, এই দেখ—বলিয়া তিনি সামান্য কয়েকটি পাণ দেখাইলেন। "এ রকম করলে বাছা"······

গৃহিণী বলিলেন—দু'টো পাণও খাবে না ?

ঠানদি ধামাটি ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—খাবে না, খাবে না ত করছ ; পাঁচশ পাণ একঘণ্টায় উঠে গেল। বলি, পারবে ত ? এত লোকই-বা কে-আছে তোমার, যে বসে বসে পাণই সাজবে বাছা ?

গৃহিণী কি বলিতে যাইতেছিলেন, কমলা মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আমরা আসছি ঠান্‌দি। বলিয়া সে আস্তে আস্তে হাত ধুইয়া ফেলিল।

এই-যে কথাটা—এযে বিয়ের কনেই বলিল—ইহা যেন তাঁহার বিশ্বাসই হইল না, তিনি একটা কি বলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু কমলার মা একেবারেই কমলার হাত ধরিয়া বলিলেন—বোস্‌ মা।

একটা রেকাবীতে কয়েকটি সন্দেশ ও একবাটী দুধ তাহার সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন—নে মা, খেয়ে ফেল।

কমলা খাইতে লাগিল, গৃহিণী তাহার পাশটিতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তিন চার মিনিট পরে আমাদের পূর্বোল্লিখিত সর্দার-ঝি শ্রীমতী সৌদামিনী তথায় দর্শন দিলেন।

এই যে গা বৌ-মা, জল খাওয়া হ'চ্ছে ?—বলিয়া একটু হাসিয়া ঠান্‌দিকে বলিলেন—কৈ গো, আর গোটাকতক পাণ দাও-না।

ঠানদি একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে গৃহিণীর দিকে চাহিয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন—পাণ আর নেই বাছা!

সৌদামিনী অবাক হইয়া গেল। তাহার মুখের উপর এমন করিয়া বলিতে কেহ কখন পারে নাই। সে ত শুধু ঝি নহে, সে-যে হেমেন্দ্র-শৈলেন্দ্রকে মানুষ করিয়াছে—তাহারা যে তাহাকে সদু মাসী বলিয়া ডাকে! ও—বাড়ীর গৃহিণী তাহাকে দিদি—বলেন। সৌদামিনীর রসনা লক্ লক্ করিয়া উঠিল। কোন কথা বলিবার পূর্বেই কমলা মৃদু অথচ পষ্ট কণ্ঠে বলিলেন—মা, একটু দাঁড়াতে বল ওঁকে।

এই কথাটি আর কেহ শুনিতে না পাইলেও মা শুনিয়াছিলেন, ঠাণ্‌দিও যেন একটু একটু বুঝিয়াছিলেন। চোখ দুইটি সোজা তুলিয়া ড্যাব ড্যাব করিয়া চাহিতে লাগিলেন।

কমলা কোন মতে দুধের বাটিটা নামাইয়া রাখিয়া জল খাইয়া ফেলিল। ঠাণ্‌দির দৃষ্টিটা সে যে দেখিতে পায় নাই তাহা নহে, দেখিয়াছিল—মনে মনে একটা দৃঢ় উপেক্ষার ভাবও জাগিয়া উঠিল; তাই সে দেখিয়াও দেখিল না, বলিল—আমি দাঁড়াচ্ছি, তুমি খেয়ে নাও, বৌমা।

কিন্তু কমলা আর খাইতে পারিল না। হাত ধুইয়া পাণ সাজিতে বসিয়া গেল। নিঃশব্দে পাণ কয়টি একটা কলাপাতায় করিয়া সদুর সম্মুখে ধরিয়া দিল।

সদু বলিল—বৌমা আমার একবারে নক্ষী—বলিয়া চলিয়া গেল।

গৃহিণী বলিলেন—নতুন কুটুম-বাড়ীর লোক—তায় বড়লোক, অমন করে বলে?

ঠাণদি উষ্ণ হইয়া উঠিলেন—বড় লোক আছে, বড় লোকই আছে আমি কেন ভয় করতে যাব? করতে হয়—তোমরা করগে বাছা।

কি—কথায় কি কথা আসিল। গৃহিণী একটা উত্তর দিবার উপক্রম করিতেই, কমলা বলিয়া উঠিল—মা, আমি চাঁপাদের বউকে নিয়ে আসি—বসে পাণ সাজা হবে। আর একটা কথা বলি, শোন মা।

সে জননীর হাত ধরিয়া বাহিরে যাইতেই, ঠাণদি পা টিপিয়া টিপিয়া বারান্দার দিকের জানালাটায় কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—কিছুই শুনিতে না পাইলেও আলোচনা যে তাঁহাকে লইয়াই হইতেছে—সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। এক সময়ে কি—রকমে স্বদে-আসলে ফিরাইয়া দিবেন, তাই ভাবিতে ভাবিতে খপ্‌ করিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিলেন, কমলা নাই, গৃহিণী একটা ব্রোচ লইয়া নাড়িতেছেন।

মধ্যাহ্নকাল। উঠানে মেছুনীরা মাছ কুটিতে বসিয়া গিয়াছে—কলিকাতা হইতে আনীত পাচক ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া মাছ তদারব করিতেছেন, একখানি টুলের উপর বসিয়া কমলার ছোট কাকা তামাব খাইতেছেন—অনেক গুলি ছেলে মেয়ে, স্থানটি জুড়িয়া আছে—মাছে পটকাগুলির উপরই তাহাদের লোভ। অদূরে দুইটী অহিংস্র মার্জা উদাসীন ভাবে বসিয়া আছে; আর ভাবিতেছে—এত চৌকী দেওয় কেন বাপু, আমরা আর মাছ মাংস খাই না, উঠিয়া গেলেই পার! একটি ছেলে দু চার খানা বড় বড় আঁশ তাহাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিতেছিল, কিন্তু মার্জারগণ এক একবার অবজ্ঞা ভরে ম্যাঁউ করিয়া একটু পিছাইয়া বসিতেছিল। ভাবটা এই যে, ওসবে আমাদের আর স্পৃহা নাই। কেন দিচ্ছ বাপু, আমরা ওসব ত্যাগ করিয়াছি।

ঠাণদি রোয়াকে বসিয়া অপ্রসন্ন মুখে শ্রী গড়িতেছেন, পার্শ্বে ছোট ছোট খুরিতে বহুবিধ রং রহিয়াছে, তিনি মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সমস্ত বাড়ীটা দেখিয়া লইতেছেন। তাঁহারই নিকটে বসিয়া অন্য একটী মহিলা পিঁড়িতে আলিপণা দিতেছেন, মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন —হ'চ্ছে ত ঠাণদি?

ঠাণদি মুখ না তুলিয়াই বলিতেছেন—বেশ হচ্ছে, বাছা, বেশ হচ্ছে।

উঠানের এক পার্শ্বে একটি ছোট চালা বাঁধা হইয়াছে, হালুইকরেরা ডাল, ডালনা চাপাইয়া দিয়া থেলো হুঁকায় তামাক খাইতেছে।

একতল হইতে দ্বিতলে উঠিয়া দেখা গেল, কমলার মা একজন প্রতিবেশিনীর সাহায্যে গায়ে হলুদের তত্বগুলি গুছাইয়া তুলিতেছেন। অন্য একটি কক্ষে কয়েকটি নবীনা তাস লইয়া বসিয়া গিয়াছেন। প্রায় সকলের কাছেই একটি করিয়া পাণের ডিবা, কাহারো ছোট কৌটায় কাশীর সুর্ত্তি-গুলি আছে। পুত্রবতী কোন জননী শিশুক্রোড়েই তাস খেলিতেছেন;—মধ্যে মধ্যে হাস্যতরঙ্গে ক্ষুদ্র কক্ষটি ফাটিবার উপক্রম করিতেছে। কমলাও তাঁহাদের নিকট বসিয়া খেলা দেখিতেছিল, অন্ততঃ দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল। মুখখানি বড় বিষন্ন, হাতে কজ্জললতাটি রহিয়াছে, বাম মনিবন্ধে দূর্বা ও হরিদ্রাবর্ণের কয়েকগুচ্ছ সূত্র বলয়াকারে বাঁধা। তাহার একটু দূরে বেল মাদুরের উপর গাঢ় নিদ্রামগ্ন। দিবানিদ্রাটি তাহার অনেকদিনের অভ্যাস—কিছুতেই ছাড়িতে পারে নাই। কালও মধ্যাহ্নে সে শুইয়াছিল, কমলা জ্বালাতন করিয়া ঘুমাইতে দেয় নাই।

ছক্কা হইয়া গেল। চাঁপা আনন্দাতিশয়ে উঠিয়া গিয়া বেলের পৃষ্ঠে গুড়ুম করিয়া একটি কিল বসাইয়া দিল। বেলের ঘুম একেবারে চড়াক করিয়া হুগলী ব্রিজ পার হইয়া গেল। ঘরের জানেলা দিয়া রক্তবর্ণ জুবিলি ব্রিজটি দেখা যায়।

বেল ধড় ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল—তাহার পূর্বেই চাঁপা নিজের স্থানটিতে বসিয়া গম্ভীরমুখে তাস কুড়াইতেছিল, অন্য সকলেই অতি-কষ্টে হাসি চাপিতেছিলেন, প্রহৃত বেলকে এ-দিক ও-দিক চাহিতে দেখিয়া প্রথমে চাপা, পরে সুস্পষ্ট হো হো হি হি করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। বেল দাঁড়াইয়া উঠিয়া শ্লেষ্মাপূর্ণ স্বরে বলিল—কার এ কাষ্ঠ রসিকতা! কে মারলে বল?

কেহই কথা কহিল না, মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল। বেল কমলার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল—কে মেরেছে বল?

কমলা নির্ভীক, নিষ্কম্পস্বরে কহিয়া উঠিল—বেল।

অন্য দু'তিনটি মহিলা একসঙ্গে তাহার দিকে চাহিয়া উঠিলেন—সে-যে তাহার অর্থ বুঝিল না এমন নহে, কিন্তু আজ সে মিথ্যা বলিবে না। কেহ তাহাকে বলিয়াও দেয় নাই, কিছুই নয়, কিন্তু প্রভাতে সেই সানাইয়ের স্বরের সঙ্গেই তাহার মনে হইয়াছিল, আজকের মত দিন জীবনে তাহার কোনদিন আসে নাই, আসিবেও না। সে নির্বিকার ভাবে প্রহারকারিণীকে দেখাইয়া দিল।

বেল চাঁপার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে ভয়ানক শাস্তি দিল। দু'টি হাতে জড়াইয়া ধরিয়া প্রথমে তাহাকে একটি চুমা খাইল, পরে পিঠে খুব শব্দ করিয়া একটি কিল মারিল।

চাঁপা হাসিয়া বলিল—কি ঘুমই ঘুমুচ্ছিলি, বাবা! কুম্ভকর্ণকেও হার মানালি!

বেল দোক্তাসহ একটি পাণ গালে পুরিয়া দিয়া বলিল—বাসর জাগতে ত হ'বে—একটু ঘুমিয়ে নিলুম, কি বলিস্—ভাই বেল?

কমলা কথা কহিল না, নিবিষ্টমনে খেলা দেখিতে লাগিল। বেল তাহার কাছে বসিয়া পড়িতেই কমলা দাঁড়াইয়া উঠিল। বেল খপ করিয়া তাহার ভূ-লুণ্ঠিত অঞ্চলের প্রান্তটি ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—কোথা যাস্?

কমলা বাম হস্তে অঞ্চল টানিতে টানিতে বলিল—ছাড়।—সে চলিয়া গেল।

এই দু-টিতে যে সকলের চেয়ে বেশী ভাব এবং মাখামাখি তাহা সকলেই জানিত। শিশুকাল হইতে দু'টিতে একসঙ্গে খেলিয়াছে; ছেলে মেয়ের বিবাহ দিয়া কিছুদিন বেহান সম্পর্কও পাতাইয়াছিল; বেলের বিবাহ একবৎসর পূর্বেই হইয়াছিল, বেল প্রথমবার শ্বশুর-বাড়ী হইতে সর্বশুদ্ধ সাতাশখানি পত্র দিয়াছিল, তন্মধ্যে পঁচিশখানি তাহার বেল্-কে। এ-কথা সকলেই জানিত; আজ যখন কমলা বেলের হাত ছাড়াইয়া অধীর পাদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল, তখন সকলেরই মিলিত দৃষ্টি পড়িল—বেলের উপর।

বেল্ প্রথমটা যেন কিছুই হয় নাই—এই ভাবেই হাসিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। সেও—তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া দেখিল—কমলা মায়ের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মা সস্নেহে তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিতেছেন।

বেল-কে দেখিয়াই মা বলিয়া উঠিলেন—এই যে বেল্, দেনা মা চুল ক'টা বেঁধে।

কমলা সচকিত হইয়া বলিল—না তুমি দাও।

গৃহিণী আদর করিয়া বলিলেন—বেল কলকাতা থেকে কত-রকমের চুল বাঁধা শিখে এসেছে।

কমলা বলিল—তুমি দেবে ত দাও, নইলে আমি বাঁধব না। কাল ত আর তোমার কাছে বাঁধতে আস্‌ব না, বাপু। বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর যেন সিক্ত হইয়া আসিল।

জননীর স্নেহ-ভারানত হৃদয়টি আলোড়িত হইয়া উঠিল, তিনি ম্লানমুখে বলিলেন—আয়, দিই! ও বেল্, দ'ড়ি চিরুণীগুলো দে-না, মা, এনে।

কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল—আমি আন্‌ছি।

ফিরিয়া আসিয়া সে মার সম্মুখে নতমুখে বসিয়া পড়িল। বেল যে জানেলার গরাদে ধরিয়া ম্লানমুখে দাঁড়াইয়াছিল, দেখিয়াও তাহা দেখিল না।

গৃহিণী বলিলেন—কাল এতক্ষণ তা'দের বাড়ীতে······

তিনি আরও কি বলিতেছিলেন, কমলা বলিয়া উঠিল—কাছে হ'লে বেশ হ'ত, না-মা? রোজ তোমার কাছে আসতে পারতুম।

গৃহিণী একমূহূর্ত্ত পরে বলিলেন—সেখানেও যে একটি মা পাবি, কমলা।

পাব মা?—বলিয়া কমলা মুখটি ফিরাইতেই দেখিল, বেল তখনও তেমনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

মা বলিলেন—পাবি বৈ কি কমলা। মা পাবি, বাবা পাবি, ভাসুর পাবি। কত কি পাবি। তাঁদের সবাই তোকে আমাদের মতই ভালো-বাস্‌বেন।

কমলা কি ভাবিল, ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—যদি না বাসেন?

মা বেণীর উপর করাঘাত করিতে করিতে বলিলেন—বাসবেন বৈ-কি মা। নিশ্চয়ই বাসবেন।—বলিয়া সাদরে কমলার মুখ চুম্বন করিয়া পুনরায় বলিলেন—আমার কমলাকে ভাল না বেসে কি কেউ পারে?

শেষের কথাটা কমলা শুনিতে পাইল না, সে নত হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিতেই, মা আশীর্বাদ করিলেন—জন্মেস্ত্রী হও-মা।

এক ফোঁটা চোখের জল আপনা হইতেই চোখের কোণে আসিয়া দাঁড়াইল, পাছে সেটি কমলার মুখের উপর পড়ে, বাম হাতে তাড়া-তাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। কমলা তাঁহার সঙ্গেই প্রস্থান করিল।

কমলা বাহিরে গিয়া একবার দাঁড়াইল, ভাবিল—আর নয়—খুব হইয়াছে। বেল্ বড়ই কষ্ট পাইতেছে—ডাকিয়া আনি। আবার ভাবিল—তাই-বা কেন? আমি একটু রাগ করিয়াছি—বেল কেন আসিয়া সাধুক না! সেদিন ত সে নিজেই গল্প করিল সে রাগ করিলে তাহার বর কেমন সাধ্য সাধনা করে! কত হাসি, কত গল্প, কত গান, কত কবিতা পড়িয়া তাহাকে ভুলায়।—এই নূতনত্বের আকাঙ্খায় তাহার মনটি ভরিয়া উঠিল। তখনি বেল-কে ডাকিয়া আবার সেই সব গল্প শুনিবার কৌতূহল জন্মিতে লাগিল, কিন্তু একেবারেই ডাকিতে

পারিল না। সেই স্থানটিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইল, যদি বেল আসিয়া হাতটি ধরিয়া ফেলে, অন্য হাতে সে-ও তাহার গলাটি জড়াইয়া ধরিবে।

চাঁপা আসিয়া বলিল—কি ভাবচিস্ লা? হাওয়া গাড়ীর ভেঁপু শোনবার জন্যে হাঁ করে আছিস বুঝি?

চাঁপা সম্পর্কে কমলার দিদি হয়, বয়সও অনেক বেশী; তাহার মুখে একথা শুনিয়া কমলা অকস্মাৎ রাঙা হইয়া উঠিল। চাঁপা কোন দিন তাহাকে ঠাট্টা করিত না—সে সম্পর্ক তাহাদের নয়—কিন্তু যখন সে করিয়াছে, কমলাও এক মিনিট পরে প্রফুল্ল কণ্ঠে জবাব দিল—তুমি বুঝি তাই কচ্ছ—চাঁপা দিদি?

চাঁপা—হ্যাঁ—লো—হ্যাঁ, কে করছে তা সবাই জানে—এই রকম একটা কি বলিতে বলিতে—নীচের দিকে যাইতেছিল, কমলার মা সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—কনে সাজাবে কে চাঁপা?

আমি খুড়িমা, আমি—বলিয়া চাঁপা কমলার অত্যন্ত নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

পারলেই হ'ল। আমরা সেকেলে লোক, একেলে পসন্দ আমরা ত জানিনে, বাছা। তোরাই সাজা, দেখিস্ যেন নিন্দে-বান্দা না হয়।—বলিয়া তিনি আর একবার কমলার মুখের পানে চাহিয়া প্রস্থান করিলেন।

তিনি চলিয়া যাইতেই কমলা সহাস নেত্রদ্বয় তুলিয়া বলিল—শীগ্‌গির করে নিতে হবে কিন্তু আমি যে তিন ঘণ্টা ঠায় বসে থাকব—তা পারব না।

চাঁপা কি একটা বলিতে যাইতেছিল, বেল সেই সময়ে সামনে দিয়া

চলিয়া গেল। কমলার হৃদয়টি একবার বেলাঘাতে তরঙ্গের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তখনি সে রজ্জু-বদ্ধ অশ্বের মত হৃদয়টিকে ফিরাইয়া লইয়া চাঁপার পানে চাহিয়া বলিল—চল।

চাঁপা কিন্তু নড়িল না, এক মিনিট চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসিল—তোর বেল্ কথা কইলে না যে!

কমলা বলিল—কি আবার কথা কইবে! সারা দিনই ত কথা হচ্ছে।

আজ বুঝি আর কাউকে ভাল লাগছে না, না কমলা? বলিয়া হাসিয়া কমলাকে টানিয়া চাঁপা চলিয়া গেল। কমলা দুই তিন মিনিট সেখানে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে চাঁপার অন্বেষণে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার ইচ্ছা হইতে ছিল সেখানে দাঁড়াইয়া সে একটু কাঁদে! বেলের এ কি নিষ্ঠুর প্রতিশোধ লওয়া! আর কাহার উপর তাহার কিসের এ প্রতিশোধ। যে বেলের মুখের হাসিটি দেখিবার জন্য সে মরিতে পারে, যাহাকে বাল্য কালে এক দিন না দেখিলে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইত!—কমলার গলার ভিতর যেন অশ্রু বাষ্পাকারে জমিয়া উঠিতেছিল।

সে কাঁদিল না; বেলের ব্যবহার যত কঠিন নিদারুণই হৌক, আজ যে তাহার হৃদয় খানি পুষ্প ভারানত বৃক্ষটির মত বসন্তের বাতাসে, পাখীর কল গানে, বাঁশীর সুতানে হিল্লোলিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা ত সে জানে।

বেল যে এক দিন স্বকৃত অপরাধের জন্য—অনুশোচনায় মরমে মরিয়া যাইবে এ বিশ্বাস কেমন আপনা হইতেই তাহার হইয়াছিল, তাই সে এ সুখের দিনটিতে আর কোনমতেই অন্যচিন্তার প্রশ্রয় দিল না।

সকালে, দুপুরে ও বৈকালেও সানাই বাজিয়াছিল, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে সে সুর যেন কাহারও লক্ষ্যই হয় নাই। সন্ধ্যা হইবামাত্র সানাই-ওয়ালারা বাছিয়া ইমনে বাঁশী ধরিল। কমলা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, গান বা সুর চিনিত না। কিন্তু ইমনের অতি মধুর সুরটি তাহাকে যেন বিভোর করিয়া তুলিতেছিল। প্রভাতে যখন নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল তখনও এমনই একটু মিষ্ট করুণ সুর তাহার মনকে আবেশময় করিয়া তুলিতেছিল।

সে ভাবিতেছিল—বহিতে যে-সে পড়িয়াছে, রাজা রাজড়ারা ভোর বেলায় সানাই শুন্‌তেন—সকাল সন্ধ্যায় নহবৎখানায় নহবৎ বাজত—সে এই কারণেই। সে অনেক রকম বাজনা (ব্যাণ্ড) শুনিয়াছে, কিন্তু আজকের বাঁশীর মত মিষ্ট ত কোনটাই কোনদিন তাহার কাণে বাজে নাই।

তাহার মনে আছে, যেদিন পাকা দেখা হইয়াছিল, পাশের বাড়ীর জ্যেঠাইমা,—বড় গিন্নি—তাহার কাণে কাণে বলিয়াছিলেন কমলা, এতদিন, মা, খেলা ঘরে খেলেছ! এইবার সত্যিকারের খেলা ঘরে চল্লে। ছেলে বেলায় খেলাঘরে কত ঝগড়া, কত হাসিকান্নার ভেতর দিয়ে কাটিয়েছ, এখন আর তা হ'বে না মা! এ-যে খেলাঘর, এখানে খেল্‌তে ঝগড়া করতে নেই, হাস্‌তে আছে, সে'ও নিজের গুণে! সকলকে খুসী করে' তবে হাসতে হয়, আর কান্না, সংসারে সে-ত জড়িয়েই আছে মা! কমলার মনে পড়িল, সে বড় গিন্নির কথায় ভয় পাইয়াছিল, বড় গিন্নী তাহা বুঝিতে পারিয়াই বলিয়াছিলেন—মা, সেখানে যে শুধুই ভয় আছে তা নয়; সেখানে সুখও অনেক আছে। এখানে তুমি নিজের

ইচ্ছেয় কিছু করতে পাও না, সেখানে তা'দের সংসারে তুমিও একজন। তুমি যেমন সেখানে পা দিলে তা'দের ছেলেটি ত আর একলা রইল না; তোমাকে নিয়েই হ'ল তখন তা'দের ছেলে! কোন একটা কাজে তারা ছেলের মত চাইলে, ছেলে তোমাকে না জিজ্ঞেস করে কিছু বল্‌তে পারবে না; তোমার কাছে জান্‌তে আসবে, তখন তুমি দেখলে তোমার বাপের বাড়ীতে কোন কাজেই কেউ তোমার মত চাইত না, এখানে চাইছে। তোমার মনে তুমি সুখই পাবে। তাদের ছেলে ধর্ম কর্ম যা করবে সব-তাতেই তুমি তার সঙ্গিনী হ'বে।

তেরো বছরের বাঙ্গালীর মেয়ের কাছে এ সকল চিন্তা মধুময়! ভাবিতে ভাবিতে কমলার চিত্ত আশায় আবেশে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

বড় গিন্নি বলিয়াছিলেন, আজ থেকে তোমার হাসিটি একজনের চক্ষে বর্ষার-নদীর ঢেউ তুলবে; তোমার কথাগুলি তার কাণে অমৃত বর্ষণ করবে; তোমার সুখ-দুঃখের চিন্তাই তার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও মধুর হ'য়ে উঠ্‌বে।

অন্য দেশের বা অন্য সমাজের এই বয়সের মেয়ের কাছে এ-কথা কেমন ঠেকিত জানি না, আমাদের বাঙ্গালীর মেয়ের মনটি একেবারে কাণায় কাণায় ভরিয়া গেল। আকাশে মেঘের সঞ্চার দেখিলে শিখী যেমন উদগ্রীব হইয়া চাহিয়া থাকে, কমলার তরুণ হৃদয়টি সেই রকমই সামনের পানে চাহিয়া রহিল।

নানা কাজে কত লোক আসিতেছে যাইতেছে, সকলেই একটা-না-একটা রহস্য করিয়া যাইতেছে, লক্ষ্য-ভেদের সময় যেমন সব ধনু-র্ধারীরই শর মাছটার চোখের আশে পাশেই লাগিতেছিল, কমলার

মনে হইতে লাগিল, সব রহস্য তাহারও হৃদয়ের আশে পাশেই আসিয়া লাগিতেছে। বড় গিন্নি যেন সব্যসাচী অর্জুন, তাঁর শরটি একেবারে মাছের চক্ষু ভেদ করিয়া দিল।

এই সময়ে একসঙ্গে অনেকগুলি ভোঁ বাজিয়া উঠিল এবং সুগম্ভীর হ-র-র-র শব্দ উত্থিত হইবামাত্র সমস্ত পুরবাসী একসঙ্গেই চীৎকার করিয়া উঠিল—বর এয়েছে, বর এয়েছে। ওরে ও ভুঁদি, অ চাঁপা, অ মেনকা, অ শান্তি—ইত্যাদি।

এক সঙ্গে দুই তিনটি শাঁখ পোঁ পোঁ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

কমলার বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। অন্য সকলের দুপ-দাপ পদশব্দের সঙ্গেই কমলার পা দু'টি যেন তাহাকেও টানিতে লাগিল। কেহ তাহাকে বারণ না করিলেও, কিছুতেই সে উঠিতে পারিল না।

চাঁপার ছেলেটি দ্বার সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল— আমি বল্ দেতব, আমি বল্ দেতব।

কমলা উঠিয়া গিয়া ছেলেটিকে তুলিয়া লইল। সামনের ছাদের আলিশায় রাজ্যের মেয়েরা জড় হইয়া বর দেখিতেছিল, একবার চকিত দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া কমলা খোকাকে লইয়া নিজের স্থানটিতে আসিয়া বসিল। খোকা প্রথমে তাহার মাথার টায়রাটি, গলার হীরার কণ্ঠিটি টানিল, তাহার পরই চীৎকার করিতে লাগিল, আমি বল দেত্‌ব, অ মাথী, বল্ দেখাবে তল না।

এইটুকু একটি ছেলের কথাতেও কমলা যেন লজ্জা পাইল। কাঁচের আলমারীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—কত খেলনা, খোকামণি, কোন্‌টা তুমি নেবে বল ত?

খোকা ভুলিল না, বলিল—আমি বল্ দেখব।······

অ খোকা! খোকা কোথা গেল রে?—বলিতে বলিতে চাঁপা ঘরে ঢুকিতেই কমলা খোকাকে বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত করিয়া বলিল—খোকা কোথায়, আমি কি জানি! দিদি যেন কি!

খোকা মায়ের গলা শুনিয়াছিল, কাঁদিয়া উঠিল—মা দাব।

চাঁপা খোকাকে কোলে লইয়া বলিল—তোর বর দেখে এলাম, কমলা! একেবারে রাজপুত্তুরটি! কাপড় পরে এসেছে তা'তেই যে কত শোভা···

কমলা নতমুখে বলিয়া উঠিল—যাঃ-ও!

সে অনেকের কাছেই শুনিয়াছিল যে বর অতি সুপুরুষ! অনেকে বলিয়াছিল, অত রূপ প্রায়ই দেখা যায় না। তাহাকে দেখিবার আগ্রহ আপনা হইতেই মনের মধ্যে জন্মিয়াছিল, কিন্তু চাঁপা যখন সেই বরের রূপ বর্ণন করিতে লাগিল, তখন তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—যাও। অর্থাৎ শুনিব না।

চাঁপা কি একটা বলিতে যাইতেছিল, মা আসিয়া 'আমার কমলা মা কৈ?' বলিয়া তাহার চন্দনলিপ্ত মুখখানি চুম্বন করিয়া বলিলেন—মা কমলা, নারায়ণ এসেছেন, মা!

চাঁপা বলিল—ঠিক বলেছ, খুড়িমা!

কমলা মুখখানি নত করিয়া রহিল। ঠান্‌দি ঘরে ঢুকিলেন, পিছনে পিছনে বেল-ও ঢুকিল। একটু আড় হইয়া ঠান্‌দির সম্মুখীন হইয়া বলিল—ভুঁদি কি তোমার খানা-বাড়ীর রেওৎ যে তুমি একগাদা লোকের সামনে ভুঁদী ভুঁদি করে হেঁকে মরছিলে? কেন আমার নাম কি তুমি জান-না?

ঠান্'দি কমলার মা'কে কি-একটা কথা বলিতে আসিয়াছিলেন, ভুলিয়া গেলেন। দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন—দেখ ছুঁড়ি—

বেল্ কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কমলা প্রদীপ্ত নেত্রে তাহার দিকে চাহিতেই চুপ করিয়া গেল। হঠাৎ কি যে একটা কাণ্ড হইয়া গেল, স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে না বুঝিতে বেল কমলার মা'কে বলিল—আমাকে এখনি পাঠিয়ে দাও মামী! আমি থাকৃব না আর এখানে। ও আমাকে যাচ্ছেতাই করছে.........

ঠানদি গর্জিয়া উঠিলেন—আমাকে তুই তোকারি! এত বড় তোর আস্পর্দ্ধা! তোর বাবা যে বাবা...........ইত্যাদি।

কমলা মাকে বলিল—মা গাড়ি আনিয়ে দাও।

মা একবার মেয়ের, একবার বেলের, একবার ঠানদির দিকে চাহিলেন, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না। ছু'মিনিট পরে কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিলেন—বেল্, আজ কি মা তোর রাগ করবার দিন! আর তোমাকেও বলি ঠাকমা, তুমিও ত এক জনের মা বাছা!

বেল বলিতে গেল—না মামী......

কমলা বলিল—মা গাড়ী আনিয়ে দাও। বলিয়া সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। চাঁপা একটি পাশে দাঁড়াইয়া শিশুকে স্তন্য দিতেছিল, ছুই পা অগ্রসর হইয়া বলিল—তুই চুপ কর না লা! তোর অত কথায় কাজ কি!

একতল হইতে মোহিনী বাবু বলিয়া উঠিলেন—ও ঠাকৃমা, ঠাকৃমা, লগ্নের সময় হ'চ্ছে যে গো।

ঠান্‌দি একবার সুস্পষ্ট দৃষ্টিতে সকলের পানে চাহিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তখনকার ঘরের এবং সকলের মনের অবস্থাটা যে রকম দাঁড়াইয়াছিল, কেহ আর মুখ তুলিতে পারিতেছিল না। এমন একটা কাণ্ড হইয়া গেছে, যাহা হওয়া কোনমতেই উচিত ছিল না এবং তাহারই জন্য লজ্জায় অনুশোচনায় সকলেরই মন বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু লগ্নের সময় উপস্থিত হইয়াছে, কমলার মা আর থাকিতে পারেন না, সবলে চিত্তদমন করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন—মা কমলা!

কমলা মুখখানি তুলিয়া বলিল—কে কাঁদছে মা? ও বাড়ীর জ্যেঠাইমা!

খুব চাপা কান্নার একটা করুণ স্বর সানাইয়ের সুরের ফাঁকে ফাঁকে ভাসিয়া উঠিতেছিল। তাহা যে কমলার মা'র কাণেও না প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা নহে, কিন্তু তিনি শুভদিনে ক্রন্দনধ্বনি শুনিবেন না বলিয়া চিত্ত বশ করিয়াছিলেন।

কমলার কথায় তাঁহার হৃদয়ের বীণার তার যেন ছিঁড়িয়া গেল। একটু শিহরিয়া উঠিলেন। তখনি অন্যমনস্কের মত বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁমা, তোমার জ্যেঠাই-মাই কাঁদছেন।

কমলা নতমুখে চুপ করিয়া রহিল। এই জ্যেঠাইমা-ই সেদিন তাহাকে কত মিষ্ট কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। কমলার মনে পড়িল, তাহার ঠিক পরদিনই খবর আসিয়াছিল—বসন্ত মেসোপোটেমিয়ায় যুদ্ধে প্রাণ

দিয়াছে। বসন্ত জ্যেঠাইমার একমাত্র সন্তান। কমলার দু'টি চক্ষুতে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

এই সময় কনে কোথায় গো! বলিয়া একদল লোক ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

সাত

"চাও মা, ভাল করে চাও ভাল করে—শুভদৃষ্টি করতে হয়! লজ্জা কর-না-মা। এমন দিন আর হ'বে না।"—পুরোহিত বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কথা কয়টি বলিয়া একখানি রেশমী ওড়নায় বর কনেকে আবৃত করিয়া দিলেন। সে সময় কমলার মনের মধ্যে কি হইতেছিল বলা যায় না। ঠিক মুখের দিকে না চাহিলেও শৈলেন্দ্রের দীর্ঘ উন্নতদেহ তার চক্ষে ঝলমল করিতেছিল, অথচ কোন্ রাজ্যের লজ্জার চাপ আসিয়া চক্ষু-পল্লব নিমীলিত করিয়া দিতেছিল। কমলা শুভদৃষ্টি করিতে পারিল না।

পুরোহিত তখনও বলিতেছিলেন—বেশ করে দেখে নাও মা। তুমিও বেশ করে দেখে নাও। এমন করে আর দেখ্‌তে পাবে না। সামনে সিংহাসনে নারায়ণ বসে আছেন। তোমাদের আশীর্ব্বাদ করবেন। তাঁর সামনে দু'জন দু'জনকে বেশ করে দেখে নাও।

কমলা সবলে চোখের পাতা খুলিয়া যেমন তাকাইল, শৈলেন্দ্রের সহাস্য প্রসন্ন আসন দেখিয়া চোখ নামাইয়া লইল। শৈলেন্দ্র হাতের জাঁতিটি দিয়া তাহার মুষ্টিমধ্যের কজ্জললতায় ঠুক করিয়া একটি ঠোকা মারিতেই কমলার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। অনূঢ়া পাঠিকা! তুমি জান কি!—কি রকম কাঁপিয়া উঠিল! বসন্তের ঝলকা হাওয়ায় ফুল-ভরা ফুলগাছটিকে কখনও কাঁপিতে দেখিয়াছ কি? আকাশের কালো মেঘের উপর যখন বিদ্যুৎ চমকে, সেই চমকে পৃথিবী চমকে, তুমি দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাক—দেখিও, তরুণী-পাঠিকা-আমার!—একদিন দেখিও। তুমি-ও এক-দিন তেমনি কাঁপিবে, ইহা

আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, কিন্তু যদি সেদিনের দেরী থাকে, তবে একদিন ফুলবাগানে গিয়া পরীক্ষা করিতে পার!

তারপর ছালনা-তলা! কমলা প্রতিমুহূর্ত্তেই আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছিল যে তাহার খুড়ী জ্যেঠাই প্রভৃতি গুরুজনরাও ঠাট্টা করিতে ছাড়িতেছেন না! একজন—তিনি সম্পর্কে কমলার মাসী, তিনি করিলেন কি!—একগাছি সম্মার্জনী বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিয়া, বরকে কহিলেন—ওগো বর, এখানে তোমার দিদিশ্বাশুড়ী বসে, ভক্তি করে প্রণাম কর।

শৈলেন্দ্র প্রণাম করিতেই মহিলাকুল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কমলা নিজেই জানে না, কেন তাহার রাগ হইল! মাসি বস্ত্রটি তুলিয়া লইতেই সম্মার্জনী আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিল। আবার একটা হাসির লহর উঠিল। এবারে কমলার আরও রাগ হইল, কিন্তু সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, শৈলেন্দ্র হাসিমুখে উত্তর দিল—আমি ত ঝাঁটাকে প্রণাম করি নি—আমি করেছি দিদিশ্বাশুড়ীকে! যেমন, আপনারা মন্দিরে গিয়ে যে প্রণাম করেন, সে কি পাথরটাকে? না দেবতাকে?—মহাদেবকে!

হঠাৎ কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না, কিন্তু কমলা প্রসন্ন হইয়া উঠিল। কমলার এক খুড়ী-মা একখানি পিঁড়ি দেখাইয়া বলিলেন—এর ওপর দাঁড়াতে হয়। কমলার মন আবার বিষণ্ন হইল। নীচে চার কোণে চারিটি সুপারি দেওয়া আছে—সে তাহা জানিত!—যখন পরামর্শ হয় সে-ও শুনিয়াছিল। এখন ভাবিল—এ কি বিশ্রী আমোদ!

বর পা বাড়াইয়া বলিল—তা দাঁড়াচ্ছি। আপনাদের কথা শুনব না, গুরুজনের অসম্মান করব—এমন শিক্ষা আমার হয় নি—বলিয়া সে যেমন তাহার উপর পা দিবে, একটি মহিলা তাড়াড়ি বলিয়া উঠিলেন—থাক্ বাবা, থাক্—হ'য়েছে।

তাঁহার আশ্চর্য্য স্নেহ-কোমল কণ্ঠস্বরে শৈলেন্দ্র যেন তাঁহাকে অত্যন্ত আপনার বলিয়া বুঝিল।

এককোণ হইতে একটি যুবতী রঙ্গকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—মামীর জামাই বলে ব্যথা হ'চ্ছে।—শৈলেন্দ্র বুঝিল, যাঁহার কণ্ঠস্বরে সে মুগ্ধ হইয়াছিল, তিনি তাহার শ্বশ্রূ।

দুইটি যুবক আলপণা-দেওয়া পিঁড়িসুদ্ধ কনেকে বরের চিবুক অবধি তুলিয়া ধরিয়া হাসিমুখে বলিল—বর বড় না কনে গো বড় ?

মহিলারা বলিলেন—ও-মা, এ-যে কনে বড়, কনে বড়।

কমলার ঠিক সম্মুখে তাহার বর! তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, একবার—একবার সে চাহিয়া দেখে, কিন্তু সকলের মিলিত দৃষ্টি যে তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া আছে, মনে পড়িতেই সে আর মুখ তুলিতে পারিল না। যাহারা তুলিয়া ধরিয়াছিল, যখন অত্যন্ত ভারবোধ হইল, নামাইয়া মাটীতে রাখিল।

শশি নাপিত খুব চীৎকার করিয়া ভাঙ্গা গলায় হাঁকিল—......

কড়ি দিয়ে কিনলাম,
দড়ি দিয়ে বাঁধলাম,
হাতে দিলাম মাকু—
একবার ভ্যা করত বাপু!

সঙ্গে সঙ্গেই কতক গুলি ছোট মেয়ে এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া বলিল—ভ্যা করত বাপু !

বর বলিয়া উঠিল—একবার ভ্যা ।

চাঁপার কোলের শিশু বড়ই আমোদ বোধ করিল, সে-ও বলিয়া উঠিল—ভ্যা ! ভ্যা—তাহার একটি ছাগল আছে, গাড়ী টানে ; মারিলে সে' ও ভ্যা ভ্যা করিত। মনে পড়িতেই শিশু আনন্দে মাতার কোলেই নাচিয়া উঠিয়া বলিল—মা—ভ্যা !

মেয়েরা বলিতে লাগিলেন—ও-মা বর কি-রকম গো ! ভ্যা করছে যে। ভেড়া নাকি ?

শৈলেন্দ্র সহাস প্রফুল্লকণ্ঠে বলিল—এই দেখুন বিপদ ! আপনার বল্‌তে বল্লেন, আবার আপনারাই ঠাট্টা করছেন !

একটি প্রৌঢ়া বলিলেন—বল ত ভাই বর, কারা ভ্যা ভ্যা করে ?

বর অম্লানমুখে জবাব দিল—সে আমিও যেমন জানি, আপনারাও তেমনি জানেন। আমি কিছু সত্যিই তা নই যে রাগ করব ! এটাও যে আপনারা না জানেন, তা নয়।

একথায় সকলেই লজ্জা পাইল ; কেবল কমলার বক্ষ তাহার বসনের মধ্যেই গর্বে স্ফীত হইয়া উঠিল। অনেক বিবাহ সে দেখিয়াছে, এমন স্পষ্ট জবাব দিতে কখনই সে শুনে নাই।

একদল মেয়ে অনুচ্চ মৃদুস্বরে বলিলেন—ওমা, বর কি বেহায়া গো !

আর একদল একটু স্পষ্ট ভাবেই জবাব দিল—ঠিক বলেছে। হাজার হোক্, চারটে পাশ করা ছেলে ত !

হঠাৎ কে-যে বরের কাণদু'টি মলিয়া লাল করিয়া দিল, বর চারি-

দিকে চাহিয়া তাহার সন্ধানই পাইল না। কনের দিকে চাহিতেই কনে অকারণে লাল হইয়া উঠিল। সে-যে এই ব্যাপার প্রসন্ন হয় নাই—তাহা শৈলেন্দ্র বুঝিল। বুঝিয়া মনে মনে আরাম অনুভব করিল।

বিবাহ শেষ হইয়া গিয়াছিল। বরের দুইটি বন্ধু আসিয়া বরের হাত ধরিয়া বলিল—খাবে চল।

কনের দিকে চাহিয়া বলিল—মুখ তোল ত গা—বৌদি!

কমলা মুখ তুলিতে পারিল না, চাঁপা ডান হাতে তাহার মুখটি তুলিয়া ধরিতেই বর এবং বরের বন্ধু চাহিয়া উঠিল।

বন্ধুরা বলিল—চমৎকার!

কমলা ঘামিয়া উঠিতেছিল, আবার শৈলেন্দ্র তাহাকে দেখিতেছিল কেন? দেখিয়া কি তাহার সাধ মিটিতেছিল না? আবার ভাবিল—তাহারই-কি মিটিয়াছে? সে'ও ত বন্ধুদের আহ্বানে যখন মুখ তুলিতে বাধ্য হইল, তখন কি বন্ধুদুটি ছাড়া আর একজনের সুগৌর মুখখানি দেখিবার ইচ্ছা মনের কোণে সে পোষণ করে নাই?

আট

কমলা খাইতে বসিয়াছিল, খাইতে পারিল না। আমার অবিবাহিতা পাঠিকারা যেন ভাবিয়া বসিবেন না যে লজ্জায় তাহার গলা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—তাহা নহে। তাহার মন প্রাণ ভরিয়া গিয়াছিল। যতবারই ছালনা-তলার কাণ্ডগুলি তাহার মনে পড়ে—দুই ঘণ্টার দেখা সেই লোকটির সবল-সতেজ ব্যবহার এবং তীক্ষ্ণ-তীব্র অথচ বিনীত মিষ্ট কণ্ঠস্বরটি কোথা হইতে ভাসিয়া আসিয়া তাহার মনটিকে একেবারে নাচাইয়া দেয়।

সে শুনিয়াছিল—বাসরে আরও বহুবিধ শরসন্ধান অপেক্ষা করিয়া আছে। সে-সকল পরীক্ষাগুলিতে সে কেমন-করিয়া উত্তীর্ণ হয় জানিতে তাহার কৌতূহল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল, কিন্তু সেগুলির দ্বারা তাহাকে বিরক্ত না করিলেও যে সে সুখী হইত, ইহাও সে ভাবিতেছিল।

বর তখনও বাহিরে! কয়েকটি যুবতী কমলাকে ঘিরিয়া নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিলেন। কমলার ছোট খাট জবাবগুলিতে তাঁহারা সন্তুষ্ট ত হইতেছিলেনই না, বরং সেগুলা তাহাদের বেশী করিয়া বিরক্ত করিতেছিল। কমলা ইহাও লক্ষ্য করিল যে, বেল একটি কোণে চুপটি করিয়া বসিয়া আছে। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল—বেলের গলাটি জড়াইয়া ধরে; তাহার হাত দু'টি ধরিয়া বলে—বেল্ আমার অন্যায় হয়েছে, তুই আমাকে মাপ কর, ভাই! এ কথার পর যে বেলের রাগ

ভাসিয়া যাইত সে তাহা ভালো রূপই জানে! কিন্তু সমস্ত দিনের অনাহার-অবসাদের পর এই মাত্র যাহা খাইয়াছে, তাহাতেই সে একেবারে অচল হইয়া পড়িয়াছে; অশক্ত পা দুটিকে তুলিতে যাইবে—বর আস্‌ছে, বর আস্‌ছে—শুনিয়া সে স্থির হইয়া গেল।

শৈলেন্দ্রের বন্ধুদ্বয়ও সঙ্গে আসিয়াছিল, একজন ঘরে পা দিয়াই—বলিয়া উঠিল—আমরাও বাসর জাগব!

ঠাণদি মুখ খানি হাসি-হাসি করিয়া বলিলেন—এস, বাবা, এস—ও-রে ও খেঁদি,ও পেঁচি, আয়—তোদেরও আজ একটা একটা বর জুটিয়ে দিই—বলিয়া তিনি দুইটি পাঁচ ছ' বছরের নিদ্রালু মেয়েকে বিছানা হইতে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া টানিয়া তুলিলেন।

বন্ধুদ্বয় হাসিয়া পলায়ন করিল। ঠাণ্‌দির হাসি-চাপা স্বর যেন তাহাদের অনুসরণ করিয়াই বলিল—ও বাছারা, পালাও কেন? বলি শুনেই যাও। বাসর জাগবে—তা বিয়েটা আগে করে নাও।

এইবার বরের পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

একটি পাণের ডিবা দেখাইয়া জনৈক মহিলা বলিলেন—খেয়ে ফেল ত ভাই বর।

বর হাসিল; বলিল—দেখুন, পাণ আমি খাইনে বল্লেই হয়, কিন্তু আপনারা দিচ্ছেন, আমাকে খেতেই হ'বে। তবে কথাটা হ'চ্ছে এই যে পাণ না হ'য়ে যদি এর মধ্যে আর কিছু থাকে—তা আপনাদের!—বলিয়া সে ডিবাটি খুলিয়া সামনের মহিলাটির কাপড়ের উপর উপুড় করিয়া ধরিল।

ও-রে বাবা রে! গেছি রে।—বলিয়া তিনি তড়াক করিয়া লাফাইয়া

উঠিলেন। কয়েকটি আরশুলা এদিক ও-দিক পলাইয়া গেল, একটি তাঁহার গায়ে উঠিতেছিল, মহিলাটি তাহা দেখিয়া সভয়ে বলিলেন—ও চাঁপা, দে মা দে—এটাকে ফেলে দে!

অন্যগুলিও সামনে যাহাকে পাইল, তাহার গায়ে উঠিল। একটা বিরাট হাসির ধুমে ঘরটি ভরিয়া গেল; কমলাও হাসিয়া ফেলিল। অসাবধানতা বশতঃ যেমন হাসিয়া চাহিয়াছে, আর একজনের হাসিমাখা মুখখানি তাহার চোখে পড়িয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে দ্বিতীয় পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

বর-ভাই, শুনেছি নাকি তুমি খুব গান গাইতে জান? আমাদের একটা শোনাও না-ভাই।

বর বলিল—এটা যে আপনারা কোথাও শোনেন নি, সে আমি জানি। কিন্তু বাস্তবিক গান আমি মাঝে মাঝে গাই।

একটি মহিলা ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন—কোথায় গাও ভাই? থিয়েটারে বুঝি?

বর বলিল—হঁ্যা থিয়েটারও আমি করেছি। "রাজা ও রাণী"তে...

বাধা দিয়া একজন বলিলেন—রাণী সেজে গান গেয়েছিলে বুঝি?

এইবার ত পারলেন না! রাণী সাজবার মত চেহারা ত আমার নয়। আমি রাজপুত্র—"কুমার সেন" সেজেছিলাম।

ঠাণ্‌দি বলিলেন—বেশ করেছিলে, এখন একটি গান ত গাও। একটা কালী-নাম গাও।

বেল এতক্ষণ কোন কথাই কয় নাই, এবার কহিল। কতক রোষ,

কতক বিদ্রূপের স্বরে বলিল—সে তোমার গঙ্গাযাত্রার দিন হবে, শৈলেন বাবুকে ডেকে পাঠান যাবে।

ঠাণ্‌দি তপ্ততৈল-কটাহে জলের ছিটার মত পট্‌ পট্‌ করিয়া উঠিলেন। কিছু বলিবার পূর্বেই শৈলেন্দ্র বলিল—খুব বেশী গান আমি জানি নে। আর যা জানি, আপনাদের পসন্দ হ'বে কি-না তাও জানি নে......

অনেকেই বলিয়া উঠিল—তা হোক গাও ভাই।

একটি দশ এগারো বছরের মেয়ে হার্মোনিয়ামটি শৈলেন্দ্রের জানুর উপর বসাইয়া দিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল। ভাবটা যেন এই, সকলেই ঠাট্টা তামাসা করিতেছে, সে-ই বা একটু না করিবে কেন?

শৈলেন্দ্র হার্মোনিয়াম বাজাইতে লাগিল। দু'তিন মিনিট পরে গাহিল—

"অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু, শুনি নাই কভু এহেন তরণী বাওয়া!"

গান শেষ হইয়া গেল। মেয়েরা দু'দিন মুহূর্ত্ত নির্বাক-বিস্ময়ে বসিয়া রহিল, পরে একটি বর্ষীয়সী মহিলা বলিলেন—একটা গেয়েই থাম্‌লে যে ভাই!

শৈলেন্দ্র হাসিয়া বলিল—আর আমি গাইতে পারব না।

একটু থামিয়া পুনরায় বলিল—বরং এইবার আপনাদের ভেতর কেউ একটা গান্‌।

প্রথমে সকলেই 'কনে গাইবে,' 'কনে গাইবে' বলিয়া গোলমাল করিয়া উঠিল, কিন্তু কনের মাথা তখন একেবারে মাটীতে ঠেকিয়াছে

দেখিয়া 'এই শান্তি গাইবে। গা-না-লো শান্তি। দে-না সহুরে বরকে শুনিয়ে যে আমরা পাড়াগাঁর লোক হ'লেও—গান জানি।'

শান্তি সে-কথায় কোন সায় দিল না।

ঠাণদি পুনরায় বলিলেন—গা-না, লজ্জা কিসের! তুই ত কত গানই জানিস্? কলকাতার স্কুলে ত পড়িছিলি...

বাধা দিয়া শান্তি বলিয়া উঠিল—তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি গাও, আমি পারব না।

'তুই ত ভারি একগুঁয়ে লা?'—বলিয়া ঠান্‌দি শৈলেন্দ্রকে বলিলেন—কেউ রাজী হল না, তুমিই আর একটা গাও—ভাই।

শৈলেন্দ্র সহজ অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন—আমি ত বলেছি।

কি বলেছ?

শৈলেন্দ্র তেমনি সহজভাবে বলিল—যে আর গাইতে পারব না।

তাহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন-একটা দৃঢ়তা ছিল, যাহা সকলকেই বুঝাইয়া দিল যে তাহার কথা হইতে তাহাকে টলানো সহজ নয়। আরও দুই তিন বার অনুরোধ করা হইল, কিন্তু শৈলেন্দ্র অবিচলিত স্থির কণ্ঠে বলিল, বার বার কেন বল্‌ছেন। আমি ত বলেছি, আর পারব না।

ওমা, এ কেমন বর গো!

এত অহঙ্কার কি ভাল?

বলি, আমরাই না হয় মুরুক্‌খু সুরুক্‌খু মানুষ, এই শান্তি ত রয়েছে, ও কালেজে পড়া মেয়ে............

শান্তি রোষদৃপ্ত নয়নে চাহিয়া বলিল—তোমার মাথায় পড়া মেয়ে! জ্বালালে মাগী! বলিয়া সে দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

এই বাসর জাগা মেয়েদের স্বভাবই হইতেছে, যতক্ষণ বাধা না পা'ন, ততক্ষণ তাঁহারা ভারি সহজ আর ভারি স্নেহপরায়ণা। একবার বাধা পাইলে আর ধৈর্য্য রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অনেক বার অনুরোধ করিয়াও যখন ফল ফলিল না, তখন কাহারও শিরঃ পীড়া, কাহারো শূল বেদনা, কাহারও পুত্র অসুস্থ, কাহারও উদরে দাবানল একই সঙ্গে প্রকাশ হইয়া পড়িল।

আমাদের ত আর ভাল লাগবে না ভাই—বলিয়া হাই তুলিতে তুলিতে উঠিয়া পড়িলেন। 'যাকে লাগবে ভাল সে থাকছে' বলিয়া বেশ একটু বক্র হাসি হাসিয়া কটাক্ষ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সকলের শেষে বেলও উঠিয়া গেল। দুই তিনটি ছোট মেয়ে এদিকে ওদিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহারাই কেবল পড়িয়া রহিল।

কমলাকে নিদ্রালু ভাবিয়া শৈলেন্দ্র বালিশটা তাহার দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল—তোমার ঘুম পেয়েছে, একটু শুয়ে পড়।

কিন্তু কমলা সাড়া দিল না। শৈলেন্দ্র তাহার অঙ্গুলি কয়টির উপর মৃদু আঘাত করিয়া বলিল—শোও, কমলা।

হঠাৎ নিদ্রিত মেয়েদের মধ্যে একটি দশ এগারো বছরের মেয়ে লাফাইয়া উঠিয়া—ওরে, কি বেহায়া বর রে! এরই মধ্যে কথা কয়েছে রে—বলিয়া নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া গেল; এবং শুভ সংবাদটি জাহির হইতেই বাহিরে একটা মহা হৈ চৈ হইয়া পড়িল।

শৈলেন্দ্র হাসিয়া কমলাকে বলিল—মেয়েটি যে জেগে ছিল, তা আমি জানতুম কিন্তু ও দূত! দূত অবধ্য কাজেই কিছু বলি নি! শোও কমলা। রাত একটা বেজে গেছে।

পাছে কথা বৃদ্ধি পায়, কমলা চিপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

নয়

বাসি বিয়ের পর শৈলেন্দ্র বাহিরে বৈঠক খানায় গিয়া বসিল। ঝড কষ্টে যে সে অব্যাহতি পাইয়াছিল, বলা যায় না। যাঁহারা রসিকতা করিতে পারেন (অর্থাৎ সম্পর্ক হিসাব করিয়া) এবং যাঁহারা পারেন না (সম্পর্ক হিসাবে) কেহই কসুর করেন নাই। কেবল মাত্র তাহার শাশুড়ী বরাবরই তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। রাত্রে তিনিই বলিয়া গিয়াছিলেন—শোও বাবা; আর কেউ আস্‌বে না। আমি বরঞ্চ দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাই। শৈলেন্দ্রের তখনই মনে হইয়াছিল—ইনিই তাহার মাতৃ-সমা।

আজও এই মাত্র তিনিই তাহাকে বাহিরে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

শৈলেন্দ্র যাইবামাত্র রহস্যসুখবঞ্চিতা মহিলাকুল একেবারে সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর মত কমলাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। কমলা তাঁহাদের কথার একটি জবাবও দিলনা, সে আস্তে আস্তে উঠিয়া বেলের হাতটি ধরিয়া বাহির হইয়া গেল। পাশের একটা ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া বলিল—বেল, আমাকে মাপ কর ভাই!

বেলের অভিমান বড় কম হয় নাই! কিন্তু বাল্য সখীর এই একটা সম্ভাষণেই তাহার অভিমান কোথায় ভাসিয়া গেল। সে দুই হাতে কমলার গলা জড়াইয়া বলিল—তোর ওপর কি আমি রাগতে পারি বেল!

অন্যান্য দু' একটা কথার পর কমলা বলিল—বেল্, জেঠাইমাকে ত একবারও দেখলাম না ভাই।

তাহার বিষণ্ণ মুখ খানির পানে চাহিয়া বেলের মুখও শুকাইয়া গেল, বলিল—তিনি আসেননি বেল!

কমলা এক মিনিট পরে বলিল—আমার সঙ্গে চল না বেল একবারটি।

বেল্ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতেই কমলা বলিয়া উঠিল—

চ' জ্যাঠাই মার পায়ের ধুলো নিয়ে আসি।

চল্—বলিয়া দ্বারটি খুলিতেই যাহা দেখিল—একেবারে আশ্চর্য্য! ঠিক দ্বারের সম্মুখেই তাহার জ্যাঠাইমা দাঁড়াইয়া। বড় গিন্নি কমলার মা'র সহিত কথা কহিতেছিলেন. কমলা প্রণাম করিয়া পদধুলি লইতেই জ্যেঠাইমা বলিলেন—আমার মাথায় যত চুল আছে, তত বৎসর হাতের নোয়া সিঁথের সিঁদুর নিয়ে বেঁচে থাক মা।

কমলার মা'র দিকে চাহিয়া বলিলেন—দেখছ বৌ! একদিনে মেয়ে আমার যেন চার বছরের বাড় বেড়েছে।

কমলার মা বলিলেন—সে ত তোমারই আশীর্বাদে দিদি।

কমলা বলিল—ঘরে এস জ্যোঠাইমা?

কমলার মা বলিলেন—দিদি, বসগে তুমি। আমি এদিকের ব্যবস্থাটা দেখিগে। এখনি বরের বাড়ীর লোক সব এসে পড়বে।

যাইতে যাইতে বলিলেন—আজ আবার ঠাকুমা'ও আসেন নি।

বেল্ বলিল—আসে নি ত! আমি জানি—আস্‌বে না। কাল যে তা'কে বলে দিয়েছিলাম—কি রকম টায়রা আছে তা'র—আস্তে।

কমলা বলিল—ছিঃ—বেল্।

বেল্ একবার মাত্র তাহার পানে চাহিয়া চুপ করিয়া গেল।

একটিমাত্র—ছিঃ—কথার ভিতরে হয়ত কিছুই ছিল না, থাকিলেও তাহা এতই সামান্য যে বেল ও তাহাতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা অপমানিত হইল না। জ্যেঠাইমা কমলার চিবুক ধরিয়া বলিলেন—এই ত চাই, মা। এই ত চাই।

কমলা তাঁহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া বলিল—জ্যেঠাইমা!

কি-মা?

সেদিন যে-কি বল্‌বে বলেছিলে?

জ্যেঠাইমা বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন-মার্জনা করিয়া বলিলেন—তোমাকে ত কিছু বল্‌তে হ'বে না, মা আমার। তুমি যে আমার সুশীলা মেয়ে!

ঘরের ভিতর আসিয়া বলিলেন—কমলা, মা-আমার! ছেলেবেলায় ঐ উঠানের কোণে শিবপূজো করতে, মনে আছে?

কমলা মৃদুস্বরে বলিল—আছে, জ্যেঠাইমা।

জ্যেঠাইমা কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন—কেন করতে মা! শিবের মত স্বামী পেতে। নয় কি? তাই পেয়েছ মা, নারী-জন্মের শ্রেষ্ঠ সম্পৎ পেয়েছ—অনেক তপস্যা করে' লোকে যা পায়—তুমি বেলপাতা দিয়ে পূজো করেই আশুতোষকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছ!

কমলার মাথায় কোন আবরণ ছিল না, কোনদিনই থাকিত না, আজ এই প্রথম মনে হইল, অবগুণ্ঠনে মুখটি যদি তাহার ঢাকা থাকিত!

জ্যেঠাইমা বলিলেন—কমলা তুমি আমি যে জন্ম নিয়ে ভারতে এসেছি, স্বামী দেবতার পূজো করা হ'ল আমাদের জীবনের ব্রত! আজ যা'কে পেয়েছ মা, তাঁর চেয়ে বড়, তাঁর চেয়ে আপনার তোমার আর কেউ রইল না মা।

কমলা আস্তে আস্তে মুখটি তুলিয়া জ্যেঠাইমার মুখের উপর রাখিয়া বাষ্পপূর্ণস্বরে বলিল—কেন জ্যাঠাইমা তোমরা? বাবা, মা, তুমি……

আমি ত বলিনি মা যে তোমরা তোমার পর। আমি বলেছি—তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই। তোমার বাপ মা—তাঁদের তুমি আজীবন ভক্তি করেছ, কাছেই আছ, তাঁরা কি তোমার পর হ'তে পারেন, মা?

জ্যেঠাইমা কমলার মাথার বিক্ষিপ্ত কেশের গুচ্ছ গুছাইতে গুছাইতে বলিলেন—বল্ দেখি কমলা, জন্ম অবধি যাঁ'দের খেলি পরলি, যাঁদের স্নেহে—কোলে পিঠে মানুষ হলি—হঠাৎ একদিন একবার এসে যে একটি লোক—যা'কে কখনও দেখিস্ নি পর্য্যন্ত—তো'কে নিয়ে চলে যাচ্ছে—তার কি তোর ওপরে কম জোরের দাবী, কমলা?

কমলা নীরব। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, জ্যেঠাইমার কোলটিতে মাথা দিয়া শুইয়া পড়ে!

জ্যেঠাইমা বলিতে লাগিলেন—মহাভারতে রুক্মিণী হরণ পড়েছিস ত। দেখ্—তারা রুক্মিণীকে উদ্ধার করতে যুদ্ধ করতে লাগল—এত তা' নয় মা। এ-যে তোর বাপ্ মা আত্মীয় স্বজন তাকে সাদরে ডেকে এনেছে, তোকে দেবারই জন্যে। যেদিন তুই জন্মেছিস, শৈলেন্দ্র তার আগেই জন্মেছে—বিধাতা পুরুষ আঁতুড় ঘরে এসে তার নাম-

টাই তোর কপালে লিখে দিয়ে গেছেন।—বলিয়া তিনি সস্নেহে কমলার ললাট স্পর্শ করিলেন।

বাহিরে কমলার মাথাটি ক্রমশঃ ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু তাহার হৃদয়টি একেবারে বৃষ্টির সময়ের চাতকের মতই হাঁ করিয়াছিল।

জ্যেঠাইমা তাহার মাথাটি কোলের উপর তুলিয়া সস্নেহে গায়ে পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—কমলা, অনেক পুণ্যে অমন স্বামী পেয়েছিস্ মা, কায়মনে প্রার্থনা করি সে যেন দীর্ঘায়ু হয়! তোর হাতের নোয়া গাছি যেন হাতেই খয়ে যায়; তোর সিঁথির সিঁদুর যেন মা, চির উজ্জ্বল হয়।

কমলা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—সকলে যে বল্‌ছে জ্যেঠাইমা……

কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না। জ্যেঠাইমা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—সকলে কি বল্‌ছে, কমলা?

কমলা বলিল—কাল সকলে গান গাইতে বলেছিল……

শৈলেন-কে! সে ত আমি শুনেছি। তিনি গেয়েছিলেন ত।

শেষবারে গান নি। তাইতে সবাই বল্‌ছে—

জ্যেঠাইমা বলিল—বুঝিছি মা। পোড়া কপাল তা'দের বলায়! তা'দের কথা রাখ্‌তে একটা ত গাইলেন, সমস্ত রাত যদি না পারেন…

কমলা বলিয়া উঠিল—তা না জ্যেঠাইমা! সকলে বারবার বল্‌তে লাগল, তা'তে সেই এক উত্তর—আমি ত বলেছি, আর পারব না।

জ্যেঠাইমা হাসিয়া বলিলেন—তাইতেই বুঝি সব রেগে একেবারে টং হ'য়ে গেছে? এতে দোষের কোন কথা নেই ত মা! বরং সুখ্যাতিই আছে। তিনি মানুষ, লেখাপড়া শিখেছেন, বুদ্ধি হ'য়েছে—তাঁর

কথার কি কোন দাম নেই?—যে লোকে বারবার ব'ল্লেই অমনি তাঁর নিজের মতটা উড়ে যাবে?

কমলা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ঠিক এই কথাটিই ত তাহার বুকের মধ্যে গুঞ্জরিয়া উঠিতেছিল। লোকে যতই নিন্দা করিতেছিল, ততই কথাটা বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু সে-ত আর সেখানে সকলের মাঝে প্রতিবাদ করিতে পারে না! এখন জ্যেঠাইমার মুখে সেই কথা শুনিয়া তাহার অত্যন্ত আনন্দ হইল।

জ্যেঠাইমা যে কখনও মিথ্যা বলিবেন না এ ধারণা কমলার খুব বেশী ছিল। নিদারুণ পুত্র-শোক বুকে চাপিয়া তিনি যে তাহাকে সস্নেহে বিদায় দিতে আসিয়াছেন—তাহাও কমলা জানিত। সে চক্ষু মুদিত করিয়া ভাবিল—শুনেছি, মা'র চেয়ে গুরুজন আর কেউ নেই, আমার জ্যেঠাইমা আমার কাছে তাঁর চেয়েও গুরুজন।—ইহাতে যদি কোন অপরাধ হয় সে আমি মাথা পাতিয়া লইব।

জ্যেঠাইমা তাহাকে নীরব দেখিয়া বলিলেন—কমলা, হিন্দুঘরের মেয়ে—ছেলেবেলা থেকে শিখেছ—

"দেব দ্বিজে ভক্তি দিও
শ্রদ্ধা গুরুজনে।
দুঃখীরে বুকেতে তুল'—
ভালবেস পতিধনে।"

এর চেয়ে বড় শিক্ষা আর তোমাকে কি দেব মা?

কমলা চক্ষু তুলিয়া দেখিল, জ্যেঠাইমার চক্ষে জল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিল।

জ্যেঠাইমা বলিলেন—কমলা, এক ছাঁচে তোদের দু'টিকে গড়ে তুলছিলাম !—আর বলিতে পারিলেন না।

কমলাও কাঁদিয়া ফেলিল।

পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ সামনে একটা বাঘ দেখিলে পথিক যেমন চমকিয়া উঠে, কমলার চক্ষে জল দেখিয়া জ্যেঠাইমাও তেমনি চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন—কমলা, কেঁদনা-মা। আজ তোমার কাঁদবার দিন নয়। এমন দিন আর হ'বে না মা। তের বছর আগে যে নারীজীবন গ্রহণ করেছিলে, আজ তা ধন্য হ'ল !

কমলা বলিল—শুধু একটা কথা বলে দাও জ্যেঠাইমা যে……

কি মা ?

সেখানে আমার মন কেমন করে যদি……

যদি কেন কমলা, করবেই। তুমি ত মা পাষাণ নও, তুমি যে মানুষ—এতকালের ঘরদ্বার, চিরদিনের বাপ-মা, জ্যেঠি ছেড়ে যাচ্ছ,—মন কেমন করবে না আবার !

কমলা রুদ্ধশ্বাসে বলিল—তখন কি করব জ্যেঠাইমা ?

তখন শুধু মনে করবে, মা, যে তুমি এখানেই আছ। শাশুড়ী ত নয় —সেই ত তোমার চিরদিনের মা ! ভাসুর কে ?—সেই ত তোমার বাবা !

একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন—তুমি ভাবচ মা যে জেঠাই-মা ছাপার কেতাবে লেখা কথা-গুলো সব গড় গড় করে' বলে যাচ্ছে। তাই না ?

কমলা মাথা নত করিতেই জ্যেঠাইমা বলিলেন—আমার কাছে

ধরা পড়তে লজ্জা কি মা, আমি যে তোর সেই জেঠাইমা যার কাছে শুয়ে শুয়ে বলতিস্ আমি বসনদাদাকে ছাড়া আর কারুকে বিয়ে করব না।

লজ্জায় দুঃখে কমলার মুখ মাটী স্পর্শ করিল।

লজ্জা কি মা—বলিয়া তিনি সস্নেহে কমলার রক্তাভ অধরে চুম্বন করিয়া প্রসন্ন মুখে বলিলেন—কমলা একটি কথা তোর জেঠাইমার মনে রাখিস মা যে নত হওয়ার চেয়ে আর গুণ নেই। তার যে কি মোহিনী শক্তি তা—কি বল্‌ব মা!

একটু থামিয়া কমলার হাতটি তুলিয়া বলিলেন-এই দেখ দুর্বো ঘাসের উপর দিয়ে লোক ত মড় মড় করে চলে যাচ্ছে—তার কি হচ্ছে কমলা সে ঠিকই আছে—তার দ্বারাই দেবতার পূজা হচ্ছে—সে কি অপবিত্র হয়?

কমলা তাঁর মুখের কাছে মুখ লইয়া বলিল—বুঝেচি জেঠাইমা।

বলিয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিল। গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া পদধুলি মাথায় তুলিয়া লইল।

দশ

যে সার্থক নারী জন্মটার কথা কত বারই না জ্যেঠাইমা বলিয়াছিলেন এ বাড়ীতে পা দিয়াই প্রথম সেই কথাটাই তাহার মনে পড়িল। তাহাকে লইয়া কত ক্রিয়াকলাপ, কত রঙ্গ রহস্য, কত নিন্দা সুখ্যাতি হইয়া গিয়াছে কতকগুলি সে শুনিয়াছেও, কিন্তু খানিকপরে কি কি হইয়াছে ভাবিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারিল না।

আসিবার সময় গলা ধরিয়া, চীৎকার করিয়া কাণে কাণে কত উপদেশই না লোকে তাহাকে দিয়াছিল, সে তাহার কোনটিতেই মন দিতে পারে নাই—জ্যেঠাইমার মুখের ঐ একটা কথা তাহার মনে বৃদ্ধার ইষ্টনামের মতই কণ্ঠে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

তাই, যখন তাহার শাশুড়ী মুখ খানি তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বল দেখি মা, আমি তোমার কে? কমলা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল—মা!

শাশুড়ী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—কার মা?

কমলা তাঁহার চরণ ধুলি তুলিয়া লইয়া মৃদুস্বরে বলিল—আমার মা, আমাদের মা।

শাশুড়ী বধূকে চুম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন—হাঁ মা, আমি তোমাদের মা!

কমলার আশ্চর্য্য সুন্দর রূপ দেখিয়া সকলেই এক বাক্যে সুখ্যাতি করিয়াছিল—বালিকা বয়সে এই সুখ্যাতিটাই ছিল তাহার ভারী প্রিয়—

আজ কিন্তু সে তাহাতে উৎফুল্ল হইল না। জ্যেঠাইমা ত একথা বলেন নাই। রূপের প্রশংসা যদি তাহার কামনার বস্তু হইত, জ্যেঠাইমা বলিয়া দিতেন। রূপের প্রশংসা সে শুনিতে চাহে না।*

সে ভাবিল, সে চাহে নারী জন্ম সার্থক করিতে! কিন্তু কি করিয়া সার্থক করিয়া তুলিতে পারিবে সে তাতো জানিয়া লয় নাই। বুঝিয়াছে ভাবিয়া সে আর প্রশ্নই করে নাই। তখনকার সহজ বুঝা সমস্তটাই এখন তাহার কাছে অবোধ্য হইয়া পড়িল।

কমলার ভাসুর হেমেন্দ্র বলিলেন—আমার সঙ্গে কথা কইতে হ'বে বৌমা! আমাকে দেখে যে তুমি একটি হাত ঘোমটা টানবে—সে সব কিন্তু চলবে না।

কমলা মৃদু কণ্ঠে বলিল—আমি ত আপনার সঙ্গে কথা কই।

পাঠিকা সুহাসিনী! আপনি কি কমলাকে নির্লজ্জা বলিবেন? আমি আপনার উপর মীমাংসার ভার দিলাম, বলুন দেখি সে যাহা করিয়াছে তাহা কি অন্যায়? আপনি হইলে কি অন্যথা করিতেন?

হেমেন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—কইবে বইকি মা! তুমি যে আমার সেই কমলা! সেই হাকিম কাকাকে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে।—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

তাঁহার পত্নীও দাঁড়াইয়াছিলেন, হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন—দেখ্‌তে বুঝি? হাঁরে কমলা! তোর বরের দাদাটিও বড়-মিষ্ট—নয়!

কমলাকে লজ্জায় সঙ্কুচিত দেখিয়া হেমেন্দ্র বলিলেন—আহা, কেন ছেলে মানুষকে লজ্জা দাও! ও কি জানত যে আমার এখানে বিয়ে

* আমার স্বরূপা পাঠিকাগণের সহিত নিশ্চয়ই কমলার পার্থক্য আছে। লেখক

হবে, আমার ভায়ের সঙ্গে। ও তখন দেখত—ও বাবা! হাকিম, না জানি—সে কি—হাতী ঘোড়া বস্তু! হাতে মাথা কাটে না কি করে কে জানে! নয় কমলা?

কমলা বলিল—আজ্ঞে না।

হেমেন্দ্র বলিল—না ত কি মা?

হেমেন্দ্রের পত্নী শকুন্তলা বলিলেন—ও কি ভাবত আমি বলতে পারি।

হেমেন্দ্র সকৌতুকে কহিলেন—কি?

শকুন্তলা একটু হাসিয়া বলিলেন—ও ভাবত বরের দাদা-এ, এত সুন্দর, না জানি এর ভাই কেমন সুন্দর?

হেমেন্দ্র হাসিয়া প্রস্থান করিতেই কমলা ভাবিল, দিদি নিশ্চয়ই নারী জন্ম ধন্য করিয়া ধন্যা হইয়াছিলেন। তাই তিনি এত সুখী! তাই তাঁর মুখ এত প্রফুল্ল! তাই স্ফূর্তি তাঁহার সারাটি অঙ্গ বেড়িয়া বর্ষার নদীর জলের মত ছল ছল করিতেছে; তাই তাঁহার হাসিতে ঘর হাসিয়া উঠে; তাই তাঁহার কথা সুধার ধারা! কি করিয়া তিনি নারী-জীবন ধন্য করিয়াছেন, কেমন করিয়া ধন্য করিয়াছেন তাহা কি তিনি তাঁহার এই অনুগত ছোট বোনটিকে শিখাইয়া দিবেন না? এখন ত সে তাঁহারই শিক্ষা পাইবে বলিয়া আশা করিয়া রহিয়াছে।

এগারো

কমলা সবেমাত্র জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার পঞ্চদশবর্ষীয়া ননদিনী-বিদ্যুৎ-চপলা জানাইয়া দিল, বৌদি আজ তোমার ফুলশয্যে !

অন্য মেয়ে হইলে (সকলে না হইতে পারেন) লজ্জায় কাঠ হইয়া যাইত, কমলা সহজভাবেই তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

ননদিনী বিদ্যুৎ-চপলা পুনরায় বলিল—শুনছ বৌ-দি তোমার আজ ফুলশয্যে গো!

কমলা হাসিল, উত্তর দিল না, ননদিনীও একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। কি কথা তাহাদের চোখে-চোখে হইল, তাহারাই জানে, দুইজনেরই কাছে যেন জিনিসটা অতি সহজ, খুব জানা, তাই উভয়েই হাসিল। এই ফুলশয্যে কথাটার ভিতরে দুইটি ভিন্ন বয়সের বঙ্গবালার কত আনন্দ, কত উল্লাস নিহিত ছিল, কমলার মনে কত ভয় ও লজ্জা ছিল কিন্তু একের মুখের হাসিতে তাহার হৃদয় সাফ্ হইয়া গেল।

সমস্ত আদর যত্ন আনন্দ সমারোহের মধ্যেও একজোড়া জারর জুতার মৃদু শব্দ তাহার কাণের মধ্য দিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিতেছিল।

সত্য কথা বলিতে কি তাহার বুকটা ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল। প্রথম সম্ভাষণের আঘাতটা সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে—একেবারেই সহজ-

ভাবে কথা কহিতে পারিবে কি-না—এই চিন্তাগুলি পুটু পুট করিয়া তাহার ক্ষুদ্র বুকখানিকে ভরিয়া দিল।

শাশুড়ী, দেখা হইতেই বলিলেন—আজ মা, বৌ-ভাত, পরিবেশন করতে পারবে?

কমলা বলিল— পারব মা। আমি ত করেছি—

শাশুড়ী বলিলেন—পাগলি কোথাকার! পরিবেশন করেছ বল্‌ছ! হুগলীতে! সেখানে আর এখানে! তাও আবার আজ! একটু হাসিয়া বলিলেন—এক হাজার লোক খাবে। পারবে!

কমলার বুকটি আশঙ্কায় ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু অন্ধকারে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত জ্যেঠাইমার সেই নারীজন্মের কথাটাই মনে পড়িয়া গেল, অম্লান মুখে বলিল—আমি পারব, মা!

শকুন্তলা বলিলেন—বেশ ত মা! কমলাই করবে। সব তরকারি লুচি, মিষ্টি—বুঝলে কমলা। পারবে?

আবার সেই সঙ্কট অবস্থা, কমলা আত্মজয় ক[redacted]
দিদি!

শকুন্তলা শাশুড়ীর পানে চাহিলেন, শাশুড়ী বলিলেন—যদি না পার......

কমলা শ্বশ্রূর মুখে প্রসন্নতা দেখিয়া বলিল—আপনি আশীর্বাদ করুন, মা আমি পারব।

কমলার সন্দেহ হইয়াছিল, হয়ত সে অসমর্থ জানিলে তাহার শ্বশ্রূ বিরক্ত বা দুঃখিত হইবেন, শুধু তাই নয়। পিতৃগৃহে কতদিন সে আত্মীয় স্বজনকে স্বহস্তে রাঁধিয়া খাওয়াইয়া সুখ্যাতিও অর্জন করিয়াছে, আজ

এত বড় একটা আহ্বান বিনা চেষ্টায় সে ত্যাগ করিবে কি করিয়া ?—একটা বিরাট জনসঙ্ঘের সম্মুখে পোলাওয়ের থালা লইয়া বৌ মানুষটির চলাফেরার ভয়াবহ ছবিটি মনে হইতেই সে-যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তখনই তাহার মনে পড়িল, যাহাকে শিশুকাল হইতে সে দেবতার মত ভক্তি করিয়াছে, এত কর্ম কোলাহল এত আমোদ প্রমোদের মধ্যেও যাঁহার মৃদু গম্ভীর কথাগুলি তাহার বক্ষে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল, সেই জ্যেঠাইমাই যে একদিন তাহাকে বলিয়াছিলেন—মা, সীতা দ্রৌপদী কি আর কেউ ? না, আমাদেরই মত মানুষ তাঁরা ! এই দ্রৌপদীরই রান্না খেতে একদিন পতিতপাবন নারায়ণও লালায়িত হ'য়েছিলেন। এ কি আমাদের কম গর্বের কথা মা ?

সন্ধ্যার পর হইতেই লোক সমাগম হইতে লাগিল। কমলা পোলাও পরিবেশন করিল। প্রথমটা হাতের বালতিটা বড়ই ভার লাগিয়াছিল, [redacted] না। শ্বশ্রূ একটি রূপার ছোট বালতি দিয়াছিলেন, যে বড়টিই লইয়াছিল।

[redacted] পড়িল—বৌ কৈ, বৌ কৈ ?

কে একজন চেঁচামেচি করিতেছিল—ও-গো ও বউবাজারের ওরা... বলি শুনছ ?

বাড়ীর একজন গিন্নী বান্নী গোছের লোক ধমক দিয়া বলিল—থাম গো বউবাজার-ও-লা। বৌ কৈ গো, নতুন, নতুন বৌ ?

এইবার যে সব-চেয়ে কঠিন পরীক্ষায় নামিতে হইবে, কমলা তাহা বুঝিল। কিছুক্ষণ পূর্বে বিদ্যুৎ-চপলা তাহাকে জানাইয়া দিয়াছিল যে এখনি দাদার সব বন্ধুরা আসবে ভাই। তাঁরা সব বড়

বড় বিদ্বান। দেখিস্ ভাই, আমার দাদার বৌ বলে যেন তুই পরিচয় দিতে পারিস্!—কমলা কোন উত্তর দেয় নাই।

সে ত জানে না কি হইলে তাহার দাদার বৌ বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য হইতে পারিবে! যদি বিদ্যুৎ-চপলা তাহাকে কোন কথাই না বলিত—তাহার হয়ত শঙ্কা হইত না, কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া কমলার মনে ভয়েরই উদয় হইল।

তাই যখন বিদ্যুৎ-চপলার কণ্ঠে তাহারই ডাক শুনিল, সে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। পরিবেশন শেষ করিয়া সবেমাত্র সে হাত মুখ ধুইয়া আসিতেছে, তখনও বিন্দু বিন্দু ঘাম তাহার ললাটে, কপোলে ফুটিয়াছিল, এখন সর্ব্ব-দেহ একেবারে স্বেদ-স্নাত হইয়া গেল।

বিদ্যুৎ-চপলা তাহারই খোঁজে প্রথমে ছাদে পরে নীচে যাইতেছিল, মধ্য পথে তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—এই যে বৌ-দি!

কমলা আরও ঘামিতে লাগিল।

কমলা সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছিল, চুপ

বিদ্যুৎ-চপলা তাহার হাত ধরিয়া বলিল—

বন্ধুরা এসেছে।

কমলা দ্বারের নিকটে আসিতেই বিদ্যুৎ-চপলা বলিল—সকলকে নমস্কার করিস। আর যা যা জিজ্ঞেস করে—উত্তর দি

কমলা বলিল—আচ্ছা।

ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, কেহ নাই। বেশ সাজানো ঘরটি—এ'টি সে পূর্ব্বে দেখে নাই। চারিদিকে ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। দেওয়ালে বিছানায়, আয়নায়, আলনায়, আলোয়, সর্ব্বত্র ফুল!

বুঝি এ বিশ্বে আজ ফুল আর কোথাও নাই।

এক মিনিট পরেই ধুপ ধাপ, গুপ্ গাপ্ শব্দ শ্রুত হইল। কমলা চেয়ারটায় বসিয়া মাথা নত করিল।

একটি, দুইটি, তিনটি—সর্বশুদ্ধ সাতটি যুবক কক্ষে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিল—বা! বা!

সবাগ্রে ছিল—নরেশ!

প্রথমে কিছুক্ষণ সকলেই প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

কমলা নতদৃষ্টিটাই একটু আড় করিয়া দেখিল, সকলেই সুবেশ, সুকেশ, সুন্দর। সকলের চেয়ে যে মলিন, তাহার রূপেরও পারিপাট্য আছে। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে সহরে আসিয়া প্রথমটা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। এখানে ছোট ছেলে মেয়েরাও খালি গায়ে ধুলা মাখিয়া বেড়ায় না, সকলেই বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, জামা-জোড়া গায়ে দিয়া [redacted]মন ঠেকিলেও এটির সে সুখ্যাতিই করিয়া- [redacted] মেয়েদের সাজা-গোজা ভাবটি দেখিয়াছিল, [redacted] ভয়ই হইয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল, কেবলমাত্র বেশের পরিপাট্য ছাড়া অন্য কোন পার্থক্যই তাহার সঙ্গে তাঁহাদের [redacted] স্বস্তিবোধ করিয়াছিল।

[redacted]র্ত্তে স্বামীর বন্ধুদের দেখিয়া প্রথমটা তাহার ভয়ই [redacted]দের সহজ সরল ব্যবহারের আভাষ পাইয়া পুলকিত ইয়া উঠিল।

কে-একজন হাসি-হাসি গলায় বলিল—বৌ-দি, আমরা এখানে একটু বস্‌ব?

বার

১২টা বাজিয়া গিয়াছে। কমলাকে লইয়া শকুন্তলা ও বিদ্যুৎ-চপলা সেই ফুল-সাজানো ঘরটায় আসিয়া—বস, ভাই কমলা—বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া দ্বারের ছিটকিনি তুলিয়া দিলেন। তাঁহারা জানিতেন না যে এ সবের কোনই দরকার ছিল না।

নির্লজ্জা বলুন, বেহায়া, বেকুফ কমলাকে পাঠিকা আমার যাহাই বলুন, এই পুষ্পময় গৃহে আসিয়া তাহার কোনই ভাবান্তর হইল না। এই কিছুক্ষণ পূর্বে সে এই ঘরটির ও তৎসঙ্গে গৃহস্বামীর সহিত পরিচিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠের যে অপূর্ব মধুর স্বর শুনিয়াছে, তাহাতে কমলার নারী-জীবনটা একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া

ঘরে আসবাব বিশেষ কিছুই ছিল না। একধারে এক আর দেওয়ালে একখানি বাঁধানো ফটোগ্রাফ! কাছে গিয়া দেখি সেই লোকটার! সেই গুরুর! হাঁ, গুরুরই!

ছবিখানার ঠিক উপরেই বৈদ্যুতী আলোকের কল-কাঠিটিতে এক-গাছি মালা লম্বিত ছিল; সেটি লইয়া কমলা সেই ছবির গায়ে টাঙ্গাইয়া দিল।

বাহিরে পদশব্দ শ্রুত হইল। শব্দ কাহার এবং কোন্ জরির জুতার তাহা কমলা চিনিত। বিছানায় বসিয়া পড়িয়া, একগাছি মালার শুষ্ক-প্রায় দলগুলির মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিতে লাগিল।

এক মিনিট পরেই শৈলেন্দ্র ঘরে ঢুকিল। আস্তে আস্তে দরজা রুদ্ধ করিয়া, মৃদুকণ্ঠে বলিল—ঘুম পেয়েছে, কমলা!

কমলা বলিল—না।

শৈলেন্দ্র ভাবিয়াছিল, না জানি পল্লীবালিকাকে কথা কহাইবার জন্য কত সাধ্য সাধনাই তাহাকে করিতে হইবে।

মালা গাঁথছ—বলিয়া শৈলেন্দ্র তাহার পার্শ্বে বসিয়া বলিল—আমার জন্যে? দাও।

সে মাথা নত করিতেই, কমলা মালাটি তাহার মাথার মধ্য দিয়া গলায় পরাইয়া দিল। কিন্তু তখনি এক অদৃশ্য শক্তি যেন সবলে তাহার চক্ষু দুটিকে মুদিত করিয়া দিল।

কমলাকে তাহার বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া—শৈলেন্দ্র তাহার গণ্ডে যুবা-হৃদয়ের পরিপূর্ণ আনন্দের একটি চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিল।

সেই ছবিখানা দেখাইয়া বলিল—উনি তোমার গুরু?

কমলা বলিল—উনি কি খুব বিদ্বান?

শৈলেন্দ্রকে এমন ছোট-খাট উত্তর দিতে দেখিয়া কমলা একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সহজভাবেই বলিল—

উনি একদিন আমার রান্না খেতে চেয়েছেন।

বলছিল বটে—নীচে গিয়ে।

একটু পরে, শৈলেন্দ্র আবার বলিল—একদিন রেঁধে তাঁদের খাওয়াবে কমলা?

কমলা নতমুখে মৃদুস্বরে বলিল—খাওয়াব।

শৈলেন্দ্র তাহার হাতটি তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসিল—তুমি রাঁধতে জান কমলা?

জানি।—বলিয়া কমলা উদগ্রীব হইয়া রহিল।

শৈলেন্দ্র বলিল—সব রাঁধতে জান?

জা—নি।

শৈলেন্দ্র প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—তবে ভালই হ'বে। কি-বল?

কমলা বলিল—আচ্ছা।

শৈলেন্দ্র বলিল—শুধু গুরু ন'ন—আরও সব বন্ধুরা খাবে! কি বল?

একটু থামিয়া বলিল—আমার গুরুদেবকে ঐ রকম দেখতে বটে, কমলা, কিন্তু পৃথিবীর বিদ্যে গ্রাস করে বসে আছেন।

কমলা বলিল—জানি।

শৈলেন্দ্র সাশ্চর্য্যে কহিল—কি জান?

কমলা বলিল—তাঁকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

কি করে' কমলা?—শৈলেন্দ্র জেদাজেদি করিতে লাগিল।

কমলা লজ্জারুণ মুখ-খানা তুলিতেই পারিতেছিল না, তা উত্তর দিবে কি!

কিন্তু শৈলেন্দ্র নিষ্কৃতি দিল না; সস্নেহে, তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—বল, কমলা!

কমলা কিছুতেই লজ্জা দূর করিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

শৈলেন্দ্রের স্বরে কাতরতা ফুটিয়া উঠিল, বলিল—বলবে না ত ?

বলব।

বল।

তুমি বিদ্বান, তা ত আমি জানি। তোমার যিনি গুরু, তিনি কি মূর্খ হতে পারেন।

বলিয়াই সে মুখটি নামাইয়া লইল।

এ উত্তরে শৈলেন্দ্রের তরুণ হৃদয় কতখানি আনন্দিত, গর্বোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তাহা আমি বলিতে পারিব না। আপনারা পারেন, অনুমান করিয়া লউন।

শৈলেন্দ্র দ্বিতীয়বার কমলার অধর স্পর্শ করিল।

একটু পরে জিজ্ঞাসিল—কি ভাবছ কমলা ?

কমলা বলিল—একটা কথা।

কি কথা ?

কমলা নীরব।

না বল্লে ছাড়ান পাবে ভেবেছ ? উহুঁ, তা পাচ্ছ না ! বরং আগে ভাগে বলেই ফেল। বল।—শৈলেন্দ্র দু'হাতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

কমলা লজ্জায় লাল হইয়া বলিল—বলছি, বলছি।

শৈলেন্দ্র ছাড়িল না, বলিল—বল।

কমলা বলিল—আমার জ্যেঠাইমা বলেন—

"দেব দ্বিজে ভক্তি কর
শ্রদ্ধা গুরুজনে ;

দুঃখীরে বুকেতে তুল

ভালবেস পতিধনে।”

—বলিতে বলিতে সে লজ্জারুণ মুখ-খানি নামাইয়া লইল।

শৈলেন্দ্রের চিত্ত ভরিয়া গিয়াছিল, আবার সে কমলার মুখ তুলিয়া ধরিল, আবার—

এ সব তোমার ভাল লেগেছে কমলা?

মুখ না-তুলিয়াই কমলা জিজ্ঞাসিল—কি?

শৈলেন্দ্র তাহার মুখের পানে চাহিয়া স্নেহভরা-কণ্ঠে বলিল—এই বন্ধু-বান্ধব, হাসি-তামাসা—

লেগেছে।

শৈলেন্দ্র একটু বড় রকমের উত্তর আশা কারয়াছিল, তবে তাহা না পাইলেও ক্ষুন্ন হইল না। পূর্বাবধিই সে কমলার অবাধ-সহজ ভঙ্গিটিতে সুখ পাইয়াছিল, একটু পরে বলিল—আর একটা কথা বলবে, কমলা?

এব র আর কমলা—কি—সে প্রশ্ন করিতে পারিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শৈলেন্দ্র হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—আমাকে!

কমলা প্রশ্নটা বুঝিতে না পারিয়া মুখ তুলিতেই শৈলেন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসিল—আমাকে তোমার কেমন লাগল, কমলা?

কমলার মুখ চোখ একেবারে তড়িৎস্পর্শে হাসিয়া উঠিল, আর কর্ণমুল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। মৃদুস্বরে কহিল—আমি ত ভাল-বাসি! “ভালবেস পতিধনে”—এ কথা কি আমি অমান্য করতে পারি!

বলিয়া—সে মুখটা নামাইতেই শৈলেন্দ্র দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া যেই তাহার অধরে চুম্বন করিতে যাইবে বাহিরে চাপা হাসির হি হি শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিল।

কমলাও বাহিরের পানে চাহিয়া লজ্জিত হইল। পর মুহূর্ত্তেই দু'জনে হাসিয়া ফেলিল। শৈলেন্দ্র উঠিয়া সুইচটা টিপিয়া দিল।

শৈলেন্দ্র মধ্যাহ্নে দুই তিনবার উপরে উঠিয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘরে পায়চারি করিল এবং তথায় তাহার উপস্থিতির সংবাদটা সশব্দে আলমারী খুলিয়া, বই ঝাড়িয়া, টেবিল নাড়িয়া বাড়ীসুদ্ধ লোককে জানাইয়া দেওয়া সত্বেও কমলা কক্ষে আসিল না। সে যেমন গুরুজনদের কাছে বসিয়া গল্প শুনিতেছিল, তেমনই শুনিতে লাগিল।

শকুন্তলা শৈলেন্দ্রের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন—কমলা একবার ঘরে যাও দিকিন। বোধ হয় ঠাকুরপো তোমায় খুঁজছে।

সেই সময়ে একখানা খুব বড় গোছের বহি শৈলেন্দ্রের হস্ত চ্যুত হইয়া, মাটীতে পড়িয়া, একটা ভীষণ শব্দ তুলিল। সে শব্দ শুনিয়া, বর্ষিয়সীরা গোপনে ও তরুণীরা খল খল শব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন।

শকুন্তলা বলিলেন—ঘরের জিনিষ পত্তর কিছু আস্ত থাকবে না কমলা, এই বেলা একবার চাঁদ মুখ খানা দেখিয়ে এস।

কমলা লজ্জায় মরিয়া গেল।

শকুন্তলার সন্দেহটা মিথ্যা হইল না। একটু পরেই একটা [illegible] জিনিষ পড়ার শব্দ হইল।

শৈলেন্দ্রের মাতা-ও সেখানে বসিয়া ছিলেন, তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া, অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

শকুন্তলা কমলাকে এমটী ছোট খাট ধাক্কা দিয়া বলিলেন—ও কমলা, শুনছ না কেন ভাই। বিস্তর লোকসান হয়ে যাবে যে!

কমলা তবুও সাড়া দিল না।

শকুন্তলা, তখন, তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া, শৈলেন্দ্রের ঘরের পানে চাহিয়া হাস্য-জড়িত কণ্ঠে কহিলেন—আমাদের কোন দোষ নেই ভাই ঠাকুরপো! আমরা কমলাকে যেতে বলছি, ও উঠছে না।

শৈলেন্দ্র অবশ্যই সে কথার জবাব দিল না; শুনিতে পাইয়াছে, এমন ভাবও জানাইল না; পূর্বের মতই ঘরের দ্রব্যাদি গুছাইতে ও কোন—কোনটা ফেলিতে লাগিল।

অন্য কথাবার্ত্তা সমস্তই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। নারী—বৈঠকে কেবল একটা চাপা হাসি ও মৃদু গুঞ্জনের শব্দ উত্থিত হইতেছিল কমলার মাথাটা তাহাতেই আরো মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল। মনে—মনে শৈলেন্দ্রের উপর রাগও তাহার কম হইতেছিল না। এত লোকের মাঝ খানে তাহাকে এমন ভাবে অপ্রস্তুত করা কি তাহার উচিত হইতেছে!

তরুণীরা হাসিয়া বলিলেন—ও গো মানিনি, শ্যাম যে তোমার কুঞ্জের ধারে বারে ঘুরছে। মান রাখ লো মানিনী! নইলে, শ্যাম যে তোমার প্রাণে বাঁচে নি!

তাঁহাদের কৌতুকোজ্জল দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া কমলা দেখিতে পাইল শৈলেন্দ্র মহাব্যস্ততার সহিত বারান্দা দিয়া এঘর ওঘর করিয়া বেড়াইতেছে। কমলার সারা দেহ অবশ হইয়া আসিল।

শকুন্তলা বলিলেন—না ভাই কমলা এ তোমার বড় অন্যায় হচ্ছে! বোধ হয় বিশেষ কিছু দরকার পড়েছে, তাই ঠাকুরপো ও—রকম করে বেড়াচ্ছে।

একটি বেরসিকা চকি মেয়ে বলিয়া উঠিল—কেন? শৈল-মামা কি বোবা নাকি! ডাকলেই ত পারে! নামও ত জানে...

একজন যুবতী ধমক দিয়া কহিলেন—তুই থাম! তোর সকল কথায় কথা কওয়া কেন না!—কচি থত মত খাইয়া গেল।

অপরা যুবতী বলিলেন—কচি কিন্তু মিছে বলে নি বাছা। এতই যদি দরকার, মুখ ফুটে ডাকলেই ত পারে!

অন্য একটি যুবতী বলিলেন—দরকার না হাতী! মুখচন্দ্র দেখা-ছাড়া কোন দরকারই নেই।

যা বলেছিস্! পাঁচদিন কাটে নি, এখুনই দরকার! কি আমার আয়রণ-চেষ্টের চাবী রেখে দিয়েছে বৌয়ের জিম্মায় গো!—বলিয়া একটি অর্দ্ধবয়সী রমণী গম্ভীরভাবে সকলকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

তাঁহারই সমবয়স্কা অন্য এক রমণী কহিলেন—যা বলেছ! বিয়ে হলে আর ঘর চলে না—যে বলে, এ'ও দেখছি তাই! কালে-কালে কতই দেখ্‌বো। আমাদের কালে......

শকুন্তলা একটা অপ্রিয় আলোচনার সূচনা কল্পনা করিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন—যাই তোমরা বল-না কেন ঠাক্‌মা, তোমাদের কাল চলে গেছে! সেকালের সঙ্গে একালের কি-ই বা মিল আছে বাছা! তোমরাই বল! মিছে সে কথা তোলা!

পূর্বোক্তা রমণী সে-কথায় কর্ণপাত করিলেও, সে কথা তোলা মিথ্যা ইহা মানিয়া লইতে পারিলেন না, বলিলেন—আমাদের কালে বর ছিল না ত, চোর ছিল। দিনের বেলা শোবার ঘরে ঢুকতে তাদের পা কাঁপত; গভীর রাত্রে যখন আসতেন, তখনও পা টিপে-টিপে, যেন

বাড়ীর লোকে না জানতে পারে।

একটি একেলে যুবতী সেকালের প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মান না দেখাইয়াই কহিলেন—কেন গো ঠাকুমা, চুরী করতে আসত না কি গো আমাদের ঠাকুর্দা মশাই? পুলিসের ভয়ে বুঝি তাঁর পা কাঁপত?

পুলিসের নয় লো নাতনী, পুলিসের নয়, গুরুজনদের সমীহ।

সমীহ! গুরুজনরা তবে বিয়ে দিতেন কেন?

অর্দ্ধবয়সী রমণী ক্ষুব্ধা হইয়া বলিলেন—সে তোরা বুঝবি নে লো, বুঝবি নে, তোরা সব একেলে ফচকে ছুঁড়ী, গুরুজন, সমীহ, এ-সব কথাই তোরা শিখিস্ নি?

যুবতীটি কহিলেন—শিখি-নি? মানে জিজ্ঞেস কর, বলতে না পারি তখন—কাণ মলে দিও।

এই হাসি-তামাসার মধ্যে রাগের কথা কিছুই ছিল না; ইহাতে রাগিবার কথাও কাহার নয়, কিন্তু ঠাকুমা-নামে অভিহিতা সেই প্রৌঢ়ত্বের সীমাপর্য্যায়ী রমণী ইহাতেই একেবারে টং হইয়া উঠিলেন। এবং মনুষ্য প্রকৃতির দৌর্বল্য রাগিলে যুক্তি-বিচার তিরোহিত হয়, তাঁহারও তাহাই হইল। তিনি রোষযুক্ত স্বরে কহিলেন—তোদের সঙ্গে কথা কওয়াই ঝকমারী বাছা!

তাঁহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া যুবতীটির রঙ্গ-স্পৃহা বর্দ্ধিত হইতেছিল, তিনি ঠাকমাকে অধিকতর ক্রুদ্ধ করিয়া মজা দেখিবার অভিপ্রায়েই কিছু বলিবার উদ্যোগ কতিতেছিলেন, কিন্তু বলা হইল না, কারণ এক-জোড়া চটি জুতার শব্দে সকলেই উৎকর্ণ হইয়া সিঁড়িটার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

শৈলেন্দ্র বৈশাখের অপরাহ্নের মত গম্ভীরমুখে নীচে নামিতেছিল, শকুন্তলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া, বলিলেন—আমরা অনেক সাধ্যি সাধনা করলুম, চন্দ্রাননখানি দেখিয়ে আসবার জন্যে! কত বললুম, ঠাকুরপো ডাকছে—

আমি কাউকে ডাকি-নি, বলিয়া শৈলেন্দ্র বাহির হইয়া গেল।

শকুন্তলা বৈঠকে ফিরিয়া আসিয়া কমলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—আজ মান ভাঙ্গাতে চোখের জলে নাকের জলে হতে হবে, কমলা! ভয়ানক রেগেছে।

কমলা মুখে কিছু বলিল না বটে, তবে ভয়ে তাহার বুকটি দুরু দুরু কাঁপিতেছিল।

যে যুবতীটি ঠাকমার সঙ্গে রসিকতার যুদ্ধে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, তিনিই বলিলেন—অধর সুধা কিছু বেশী খরচ হবে, এই যা! তার জন্যে তুমি কিছু ভেব না কমলা! ও এমনই একটা জিনিষ, অজস্র দান করলেও ভাঁড়ার খালি হবার ভয় নেই। ও কুবেরের ভাঁড়ার!

তাঁহার কথায় সকলেই—ক্রুদ্ধ ঠাকমা পর্য্যন্ত—হাসিয়া উঠিলেন। কমলা মাথাটি নীচু করিয়া বসিয়া, ঘামিতে লাগিল। তাহার মনের ভয় এই হাস্যালাপেও ঘুচিল না, যেমন জমাট হইয়াছিল, তেমনি রহিয়া গেল।

তাহার ভয় যে অমূলক বা মিথ্যা নহে, তাহা সেই রাত্রে শয়ন কক্ষে ঢুকিয়াই কমলা বুঝিতে পারিল এবং বুঝিতে পারিয়া, তাহার ক্ষুদ্র প্রাণটি ঝড়ের দোলায় দুলিতে লাগিল।

কমলা দেখিল, শৈলেন্দ্র দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া ঘুমাইয়া

গেছে। বেশীদিন এখানে না বাস করিলেও, এই দৃশ্য তাহার চোখে যেমন অদ্ভুত, তেমনই নূতন ঠেকিল। যে কয়দিন সে এখানে আসিয়াছে, শৈলেন্দ্র একটি রাত্রিও নিজে ঘুমাইয়াছে বা তাহাকে ঘুমাইতে দিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল না। হয়ত অন্যদিন শৈলেন্দ্রকে নিদ্রিত দেখিলে, কমলার এত চিন্তিত হইবার কারণ ঘটিত না কিন্তু আজ না-কি মধ্যাহ্ন হইতেই সে এইরূপ একটা কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা ভাবিয়া রাখিয়াছিল, তাই এখন তাহার ভয় ও ভাবনার সীমা রহিল না।

কিন্তু এই ভয়-ভাবনা হইতে মুক্তি পাইবার কোন পন্থাও তাহার জানা ছিল না। অন্যদিন এই সময়ে তাহার একবার করিয়া ঘুম আসিত, ঘুমে চক্ষু মুদিয়া আসিত, আবার শৈলেন্দ্রের সঙ্গে কথা কহিতে, গল্প করিতে, ঘুম তাহাকে ছাড়িয়া যাইত, সারা-রাত্রি দু'টিতে মুখোমুখী করিয়া কত অজানা, অচেনা, অদেখা রাজ্যের যা-তা গল্প করিয়া কাটাইত। কিন্তু আজ আর ঘুম আসিল না। ভয়ে যাহার চিত্ত অবশ, ভাবনায় যাহার হৃদয় ভারাক্রান্ত, নিদ্রার সুখ-শান্তি ত তাহার জন্য সৃজিত হয় নাই; কমলাও সে সুখের আস্বাদ জানিতে পারিল না।

কর্ত্তব্য ভাবিয়া না পাইয়া, কমলা নিদ্রিত শৈলেন্দ্রের পদতলে বসিয়া, তাহার একখানা পা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া, আস্তে আস্তে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

কতক্ষণ যে এইভাবে কাটিল, তাহা কমলা জানে-না। শৈলেন্দ্র পাশ ফিরিয়া, পা টানিয়া লইল। কমলা তাহার সুপ্ত-সুন্দর মুখের

পানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

যদি কোন অরসিকা পাঠিকা ভাবিয়া থাকেন যে শৈলেন্দ্র প্রকৃতই নিদ্রিত ছিল, তবে তিনি মস্ত ভুল করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহার লজ্জিত হওয়া উচিৎ! শৈলেন্দ্র ঘুমায় নাই। ঘুম আসেও নাই বটে, ঘুমাইতে চাহেও নাই বটে; সে শুধু ঘটনা-পরম্পরা লক্ষ্য করিবার জন্য ও তাহার কৃত্রিম-কোপ দর্শনে কমলা কি-করে. তাহা জানিবার জন্যই 'মটকা মারিয়া' পড়িয়াছিল। তাহার বিশ্বাস ছিল যে নিদ্রিত মানুষ যখন পাশ ফিরে, তখন তাহার নিদ্রার গভীরতা দূর হইয়া যায়, নিদ্রা তরল হইয়া আসে। তাই সে পাশ ফিরিয়া শুইলে, কমলা যখন আবার তাহার চরণ স্পর্শ করিল, তখন সে জাগিয়া উঠিবার ভান করিল।

কমলা নতমুখে পায়ে হাত বুলাইতেছিল, শৈলেন্দ্র চক্ষু চাহিয়া বলিল—তুমি এখনো বসে আছ যে! ঘুমোও নি?

কমলা সাড়া দিতে পারিল না।

শৈলেন্দ্র পুনশ্চ চক্ষু মুদিয়া, বলিল—শুয়ে পড়, রাত হয়ে গেছে।

কমলা এবারে কথা কহিল, বলিল—অন্যদিন কি এখনই ঘুমোই?

শৈলেন্দ্র এ কথার কোন উত্তর দিল না।

কমলা বলিল—তুমি আজ এত ঘুমুচ্ছ কেন?

শৈলেন্দ্র বলিল—ঘুম পেয়েছে।

কমলা বলিল—তা নয়, আমার ওপর রাগ হয়েছে।

রাগ? না!

হয়েছে।

শৈলেন্দ্র চক্ষু চাহিয়া বলিল—রাগ হবে কেন ?

কমলা নতমুখে বলিল—দুপুর বেলা আমি আসি-নি বলে ?

শৈলেন্দ্র একটু থামিয়া যেন ভাবিয়া লইল, জিজ্ঞাসিল—এলে না কেন ?

তুমি ত আমায় ডাক-নি ?

কিন্তু বৌ-দি ত তোমায় আসতে বলেছিলেন।

বলেছিলেন, কিন্তু ঠাট্টা করে। তোমার কিছু দরকার ছিল ?

ছিল।

কি—বল না ?

শৈলেন্দ্র চিন্তিত হইয়া পড়িল ; মিথ্যা বলিতে সে অভ্যস্ত ছিল না।

কমলা তাহার হাতটি ধরিয়া বলিল—বল না, কি দরকার ছিল ?

সে হয়ে গেছে।

তবু—বল ?

শৈলেন্দ্র আর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না, হাসিয়া, উঠিয়া বসিয়া বলিল—বড় খিদে পেয়েছিল।

কমলা অবাক্। একটু পরে বলিল—তা আমি কি করতুম ?

শৈলেন্দ্র হাসিয়া বলিল—তুমিই খেতে দিতে ?

আমি !

হ্যাঁ-গো ! আমার যে খিদে, তার খাবার তুমি ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না।

কমলা অত্যন্ত বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

শৈলেন্দ্র বলিল—এখনও খিদে রয়েছে। দেখবে, খিদে মেটাব ?

বলিয়াই সে কমলাকে দুই হাতে কাছে টানিয়া, তাহার অধরে আননে, গণ্ডে অজস্র চুম্বন করিল। তার পর মুখ তুলিয়া বলিল—আঃ!

কমলা উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফুলিয়া উঠিয়া বলিল—ঐ খিদে?

শৈলেন্দ্র বলিল—কেন? ওটা কি খিদে নয়?

ওরই জন্যে দরকার ছিল?

হ্যাঁ।

কমলা বলিল—তখন ওঁরাও তাই বলেছিলেন।—তাহার মুখখানি লজ্জায় আরক্ত, করুণ।

একটু পরে বলিল—দুপুরবেলা দরকার পড়িয়ো না।

শৈলেন্দ্র সহাস্যে জিজ্ঞাসিল—কেন?

কমলা বলিল—আমি ত আসতে পারব না।

কেন পারবে না?

ম, দিদিমণি, সব থাকেন। তাঁদের কাছ থেকে আমি আসতে পারব না।

তা'তে কোন দোষ নেই কমলা।

কমলা বলিল—আমি দোষের জন্যে বলছি নে।

শৈলেন্দ্র জিজ্ঞাসিল—তবে?

কমলা বলিল—মা'র কাছে বসি, তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিই: পায়ে তেল মালিস করে' দিই, তখন কি আসা যায়? আর...

আর কি কমলা? চুপ করলে কেন?—বল।

তুমি রাগ করবে না ত?

না। বল।

কমলা বলিল—আমি ত শুধু তোমারই একলার নই।

শৈলেন্দ্র একটা তীব্র রসিকতা করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া কমলার রক্তিম গণ্ডদ্বয়ে রক্ত যেন ফুটিয়া উঠিল, সে দু'হাতে শৈলেন্দ্রকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল—যাও, তুমি বড় দুষ্টু!

আমি দুষ্টু, না তুমি দুষ্টু! আমি ত জানি তুমি আমারই একলার! আমার সুখের, আমার দুঃখের; আমার হাসির, আমার কান্নার; আমার মনের, আমার প্রাণের—আমারই একলার! তুমি বলছ তা নয়, তুমি আমার একলার নও। এতে কি বোঝায়, আমি দুষ্টু? না. তুমি দুষ্টু! আমি ত একলা তোমারই, আর কারও নই।

কমলার হৃদয়খানি ভাব-তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া উঠিলেও, কোথায় যেন একটা খোঁচা উঠিয়া তাহাকে পীড়া দিতেছিল, সে বলিল—মা'র নও, দাদার নও, আর কার নও?

শৈলেন্দ্র বলিল—তা কেন...

কমলা হাসিয়া বলিল—আমিও তাই! আমার জ্যেঠাইমা বলতেন—

"দেব দ্বিজে ভক্তি কর;
শ্রদ্ধা গুরুজনে—
দুঃখীরে বুকেতে তুল'
ভালবেস পতিধনে!"

—তুমি কি বল, একথা মিথ্যে? আমি গুরুজনকে ভক্তি শ্রদ্ধা করব না? তাঁদের সেবা করব না? দুঃখীকে দয়া করব না? বল —তুমি যা বলবে, আমি তাই করব। আমার সেই জ্যেঠাইমাই

আবার বলেছিলেন, কমলা, স্বামীর আদেশ উচিৎ কি অনুচিৎ, তা বিচার করবার অধিকার স্ত্রীর নেই। স্ত্রী করবে, তাঁর আদেশ পালন। তা হ'লেই তার নারী-জন্ম সফল হবে।

কমলা শৈলেন্দ্রের মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল—বল তোমার কি আদেশ? উচিৎ অনুচিৎ বিচার না করে' আমি তাই পালন করব।

শৈলেন্দ্র হঠাৎ পত্নীকে বক্ষে বাঁধিয়া, তাহার মুখের উপর মুখ রাখিয়া বলিয়া উঠিল—না কমলা, আমার কোন আদেশ নাই। তোমার জ্যেঠাইমা যা বলেছেন, তাই ঠিক, তুমি তাঁর কথাই পালন কর।

তুমি রাগ করবে না?

না, না, না!

শৈলেন্দ্র প্রতিশ্রুতিস্বরূপ তাহার মুখ চুম্বন করিল।

একটু পরে বলিল—কিন্তু কমলা, তোমার সেই জ্যেঠাইমাকে ত আমি মনে করতে পারছি না।

কমলা ম্লানমুখে বলিল—তাঁকে তুমি দেখ-নি?

আমাদের বিয়ের সময় আসেন নি?

না।

কেন?

কমলা মলিন-মুখে জ্যেঠাইমার উৎসবে যোগ না দিবার কারণটি সবিস্তারে বলিয়া, অশ্রু ছল ছল নেত্রে কহিল—একবার কেবল কাঁদতে কাঁদতে এসে আমায় আশীর্বাদ করে গেছলেন।

সেইদিনের সেই ছবিটা কমলার মানসচক্ষে ফুটিয়া উঠিতেই তাহার মনঃপ্রাণ হর্ষদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, সে বেলের হাত ধরিয়া তাঁহাকেই দেখিতে যাইতেছিল, দ্বার খুলিতেই দেখে, তাহার কাতর প্রার্থনা শুনিয়া, দেবী তাহার দ্বার সম্মুখেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন!

কমলা বলিল—জ্যেঠাইমাঁকে আমার দেখতে কি রকম জান?

শৈলেন্দ্র ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—কি-রকম?

জগদ্ধাত্রীর ছবি দেখেছ?

ঠিক সেই রকম।

শৈলেন্দ্র বলিল—এবার যখন যাব তোমাদের ওখানে, দেখাবে তাঁকে?

দেখাব!

কমলা সুখাশ্রুতে ভাসিয়া স্বামীর বুকে মুখ রাখিল।

চৌদ্দ

কয়েকদিন পরে, কমলার পিতা কন্যাকে দেখিতে আসিলেন শৈলেন্দ্র খবরটা দিয়াই গম্ভীরভাবে চলিয়া যাইতেছিল. কমলা তাহার হাতটা ধরিয়া জিজ্ঞাসিল—বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

শৈলেন্দ্র গম্ভীরভাবে কহিল—হয়েছে।

কমলা বিস্মিত হইয়া বলিল—বাবা কি বল্লেন ?

এমন কিছু না !

কমলা স্থিরনেত্রে একবার স্বামীর পানে চাহিল কিন্তু সেখানে চাহিয়াও তাহার এই আকস্মিক গাম্ভীর্য্যের কোন কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া করুণ-কণ্ঠে কহিল—বল না কি বল্লেন ?

শৈলেন্দ্র অনিচ্ছাটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল—তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন।

এ সংবাদে কমলার মুখখানি নিমেষের জন্য হর্ষদীপ্ত হইয়া উঠিল আবার তখনি তখনি ম্লান হইয়া গেল। কমলা কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া, দাঁড়াইয়া রহিল।

শৈলেন্দ্র বলিল—যাবে ত কমলা ?

কমলা বলিল—তুমি বল্লেই যাব।

তার মানে কি কমলা ?

কমলা শৈলেন্দ্রের হাত দুটি মুখের কাছে আনিয়া, মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—তুমি যেতে বল যদি, যাব। নইলে—

নইলে কি ?

নইলে—যাব না।

কিন্তু তোমার বাবা যে নিতে এসেছেন কমলা।

কমলা নিরুত্তর।

শৈলেন্দ্র বলিল—না গেলে তোমার দুঃখ হবে না কমলা ?

দুঃখ হবে কেন ?

তাই জিজ্ঞেস করছি, হবে না ?

'না।

মন কেমন করবে না ?

এবার কমলা কথা কহিল না।

শৈলেন্দ্র একটুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—না কমলা, তুমি যেয়ো।

কমলা সাগ্রহে কহিল—তুমি বলছ ?

শৈলেন্দ্র বলিল—নইলে তোমার যে মন কেমন করবে কমলা ?—বলিয়াই শৈলেন্দ্র ঘর ছাড়িয়া বাহিরে গেল।

এক মিনিট কাল কমলা যেন কি করিবে তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না। তখনই তাহার জ্ঞানবতী, স্নেহময়ী জ্যাঠাইমার কথাগুলি মনে পড়িয়া গেল :—তোমার ওপর তার কি কম জোর কমলা। যাকে কখনও দেখনি, কোনও দিন যার নামও শোননি. সেই লোক একদিন মাত্র এসে তোমাকে তোমার চিরদিনের·বাপ মা'র কাছ থেকে, তোমার

চিরদিনের ঘর সংসার থেকে নিয়ে চলে গেল যে, তোমার পরে তার কতখানি জোর তা কি আর তোমাকে বলে দিতে হবে মা। সেই এখন তোমার সকলের চেয়ে আপন, সকলের চেয়ে গুরুজন। তাঁর তুষ্টিতে তোমার তুষ্টি, তাঁর আনন্দে তোমার আনন্দ। তাঁর আদেশ তোমার কাছে ঈশ্বরের আদেশ!

কর্ত্তব্য স্থির করিতে আর কমলার দেরী হইল না। মনঃস্থির করিয়া কমলা নীচে নামিয়া গেল। ঠিক সেই সময়েই তাহার ননদিনী আসিয়া বলিল—বৌ! তোমার বাপ এসেছেন, বড়দা'র সঙ্গে উপুরে আসছেন।

সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়িতে জুতার শব্দ শ্রুত হইল। কমলার ভাসুর অগ্রে, পিতা পশ্চাতে উপরে আসিলেন।

কমলা প্রথমে পিতাকে, পরে ভাসুরকে প্রণাম করিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল।

কমলার পিতা কন্যাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—ভাল আছিস কমলা?

কমলা নতমুখে কহিল—হ্যাঁ বাবা। আপনি ভাল ছিলেন বাবা? আমার মা? আর সবাই?

হ্যাঁ মা, সবাই ভাল আছে।

জ্যেঠাইমা?

তোর জ্যেঠাইমা ভাল নেই মা। বর-কণে সেই চলে এলি তোরা, সেই তোর জ্যেঠাই যে শয্যা নিলেন, আজ পর্য্যন্ত সমান ভাবে ভুগছেন।

কি অসুখ বাবা ?

অসুখ বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না মা। তবে জানিসই ত...

কমলা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—জানি বাবা !

কমলার ভাসুর বলিলেন—বৌমাটীর আমার বুদ্ধি শুদ্ধি যদি কিছু থাকে !—পাগলী কোথাকার ! ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে কথাবার্ত্তা ক', তা নয় ...

কমলা লজ্জানত মুখে বলিল—আসুন বাবা।

ভাসুর হাসিয়া বলিলেন—এতক্ষণে আসুন বাবা।

ঘরে আসিয়া কমলা একটি একটি করিয়া পিত্রালয়ের সমস্ত খবর জানিয়া লইল। তাহার মা, সখীরা কে কেমন আছে ও কোথায় আছে জানিয়া লইয়া বলিল—আচ্ছা বাবা, আমি ত এই ক'দিন নেই, তোমরা সবাই আমার নাম করতে !

তাহার পিতা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন—না।

করতে না?

না।

কমলা মুখখানি ভার করিয়া বলিল—আমি বুঝি তোমাদের পর হয়ে গেছি ?

গেছিস্‌ইত রে ! সেই যে আসবার দিন একটা টাকা আর একথালা চাল দিয়ে-আমাদের সব ঋণ শোধ করে দিয়ে এলি ; আর সম্পর্ক কিসের বল ?

কমলা বলিল—তবে আবার এলে কেন বাবা ?

তোকে দেখতে কমলা।

আমি ত তোমাদের কেউই নই, আমাকে আবার দেখা কেন!—এবার সত্যসত্যই তাহার চক্ষু দু'টি ছল ছল করিয়া আসিল; এবং তাহা দেখিয়া কমলার বাবা হো হো করিয়া হাসিয়া, কন্যার একটি হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া, স্নেহকোমলকণ্ঠে কহিলেন—বদ্ধ পাগল কোথা-কার! প্রাণ ছেড়ে মানুষ কখনও বেঁচে থাকে? জল ছাড়া হলে মাছ বাঁচে কখনও? তুই ক'দিন নেই, আমরা তোর কথা কইছি কি-না জিজ্ঞেস করছিস্ কমলা? বাড়ীখানা যে অন্ধকার হয়ে আছে মা—আমার! তোর মা, দিনরাত্রি, আমার কমলা এইখানে বসে খেত; আজএখন খেয়েছে কিনা; এইখানটিতে শুয়ে ঘুমুত, এখনও ঘুমিয়েছে কি-না, এই করেছে! গাই-গরুটা পর্য্যন্ত সমস্তক্ষণ 'মা' 'মা' করছে; আর তুই জিজ্ঞেস করছিস পাগলী, আমরা তোর নাম করতুম কি না! আচ্ছা পাগলী মেয়ে ত তুই কমলা!

কমলা নতনেত্রে বসিয়া কথাগুলা শুনিতেছিল। কথা শেষ হইয়া গেল কিন্তু তাহার সুখানুভূতিটুকু তাহার অন্তরে সুধাবৃষ্টি করিতেছিল, সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

একটু পরে কমলার পিতা বলিলেন—কাল যাবার দিন হয়েছে কমলা। আমি তোকে নিতে এসেছি।

কমলা এ সংবাদে কিছুমাত্র আনন্দ বা আগ্রহ প্রকাশ করিল না; যেমন নতমুখে বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া রহিল।

কথা কচ্ছিস নে যে কমলা।

ওঁরা কি বল্লেন বাবা?

কারা রে?

আমার শ্বাশুড়ী, ভাসুর ?

এর আর বলাবলি কি কমলা। সাতদিন পরে যাওয়ার রীতি যে সব যায়গাতেই চলে আসছে রে !

আমি যাব না বাবা !

কমলার পিতা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—সে কি কমলা ? যাবি নে কিরে ?

কমলা লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল, কথা বলিতে পারিল না।

তাহার পিতা কিয়ৎক্ষণ মূঢ়ের মত বসিয়া থাকিয়া বলিলেন—কি হয়েছে বল্‌ত কমলা ?

কমলা কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য সংযত করিয়া কহিল—কিছু হয় নি বাবা।

তবে যে যেতে চাচ্ছিস্ নে বড়।

এবার তিনি স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন, লজ্জার অরুণরাগে কমলার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। পাছে পিতা সেই লজ্জাকর লালিমাটুকু দেখিতে পান্, কমলা মুখখানাকে একেবারে বুকের মধ্যে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিল; পিতা তাহা বুঝিয়া সেই মুখখানিকে টানিয়া, কোলের উপর চাপায় ধরিয়া সহাস-আননে কহিলেন—আচ্ছা, যাওয়া না যাওয়া আমি শৈলেনের সঙ্গে বোঝাপড়া করব।

এ কথায়, কমলা যেন অনেক খানি আশ্বস্ত হইল। সে যে তাঁহার ইচ্ছা নাই জানিয়াই যাইতে আপত্তি করিতেছে, নহিলে তাহার মনটির ভাষা যদি কেহ পড়িতে পারিত, তবে দেখিত সে তাহার সেই পল্লীর বন-সুনিবিড় চির পরিচিত গৃহ খানিতে ফিরিয়া যাইবার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছে।

রাত্রে শৈলেন্দ্র ঘরে আসিয়া বলিল—যাওয়ার কি হল কমলা ?

কমলা মনে করিল, তবে এখনো বাবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয় নাই, ইনি কিছু জানেন না; সেই ভাবেই বলিল—আমি ত বাবাকে বলেছি আমি যাব না।

যাবে না ?

না।

সত্যি ?

সত্যি।

কেন?

কেন আবার ! যাব না।

আমি যদি যেতে বলি ?

কমলা স্বামীর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি ফেলিয়া কি যেন অন্বেষণ করিল, তারপর বলিল—তা হলেও যাব না।

শৈলেন্দ্র বলিল—দেখো, ঠিক ত ? কথার নড় চড় হবে না ?

না।

ঠিক ?

ঠিক।

শৈলেন্দ্র বিছানার উপর আড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া অন্যদিকে মুখ করিয়া বলিয়া উঠিল—তবে আর কি হবে ! একলাই যাই, দুএকদিন থেকে চলে এলেই হবে' খন।

কমলা স্বামীর বুকের উপর লাফাইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—তুমি যাবে ?

শৈলেন্দ্র গম্ভীরকণ্ঠে কহিল—কি আর করি, যাই দুদিন ঘুরেই আসি। বড্ড ধরেছেন, না গেলে ছাড়বেন কি ?

কমলা আবদারের স্বরে কহিল—তবে আমিও যাব।

শৈলেন্দ্র মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল—তা কি করে হয় কমলা! তোমার যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে। শেষে তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়ে, পাপের ভাগী হব আমি!

কিসের প্রতিজ্ঞা ?

কেন, এই মাত্র তুমি প্রতিজ্ঞা করলে, কিছুতেই যাবে না। সে প্রতিজ্ঞাটি ভাঙ্গা কি তোমার উচিৎ হবে ?

তখন ত আর আমি জানতুম না যে তুমি যাবে!—তাই ওকথা বলেছিলুম।

কিন্তু প্রতিজ্ঞাত! তা সে জেনেই কর, আর না জেনেই কর! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের যা পাপ, তা হবেই।

তা হোক্! আমি যাব।

পাপ হবে...

হোক্ পাপ! সঙ্গে আমার পুণ্যি স্বয়ং চলেছেন, আমার আবার পাপ! আমার সকল পাপ পুণ্য হয়ে যাবে! বুঝলে কি পুণ্যি-মশাই!

শৈলেন্দ্রের বোধ-শক্তির ইঙ্গিতটা বোধকরি ভাষায় ভালরূপ প্রকাশ পাইবার সম্ভবনা ছিল না, তাই প্রকারান্তরে সেটা সে ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিল।

পনর

কিন্তু গ্রাম যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, কমলার মনখানি ততই যেন ম্লান হইয়া পড়িতেছিল। চির-প্রিয়-জন সম্মেলন, চির-প্রিয় বাসভবন, জননী জ্যেঠাইমার স্নেহ-মধুর সম্ভাষণ কমলার মনটিকে ভিতর হইতে দোল দিতেছিল না, একথা বলিলে সত্য বলা হয় না। কিন্তু তার চেয়ে একটা বড় অস্বস্তিতে তাহার অন্তরখানি নিপীড়িত হইতেছিল।

সে ভাবিতেছিল, শৈলেন্দ্র সহরের লোক; ইন্দ্রভবন তুল্য গৃহ তাহার; একা তাহারই আদেশ পালন করিবার জন্য চার পাঁচজন পরিচারক, পরিচারিকা আছে; ইলেক্ট্রিক পাখার বাতাস, খুব গরমের সময়েও গরম জানিতে দেয় না; কত সুপেয় সুমিষ্ট খাদ্য; কত সুখ, কত সুবিধা। আর এখানে—সবই ত অসুবিধা। পাড়াগায়ের সেই ক্ষুদ্র গৃহখানি, দাস-দাসী নাই, বৈদ্যুতিক আলো নাই; পাখা নাই। সেখানে কি তিনি থাকিতে পারিবেন? যদি না মন বসে? যদি গিয়াই চলিয়া আসিতে চাহেন?

কোন্ একটা বড় ষ্টেশনে ট্রেণ থামিতেই, কমলার পিতা প্ল্যাটফর্মে নামিয়া গেলেন। কমলা ওধারের বেঞ্চে উপবিষ্ট স্বামীর কাছটিতে গিয়া বসিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত এই দুইটি একসুরে বাঁধা প্রাণ যে কি বিচ্ছেদ-যাতনা সহিয়াছে, তাহা শুধু তাহারা এবং তাহাদের সৃষ্টি-কর্ত্তারই জানা থাকিতে পারে। কেবলমাত্র চক্ষুলজ্জার খাতিরেই

শৈলেন্দ্র শ্বশুর-মহাশয়কে অন্য গাড়ীতে যাইতে দেয় নাই; লজ্জার শাস্তিও হাড়ে হাড়ে ভুগিয়াছে। এক্ষণে কপোত-কপোতীর মত এই দুইটি প্রাণী কেবল চক্ষু দিয়াই এতক্ষণ বিচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতেছিল।

কাম্‌রার মধ্যে অপর কেহ-না থাকিলেও প্ল্যাটফর্মচারী পথিকগণ যে কামরার মধ্যে খরদৃষ্টি না ফেলিতেছিল এমন নহে। কমলা তাহা দেখিবামাত্র লজ্জা পাইয়া বলিল—না, আমি ওদিকে গিয়ে বসি।

শৈলেন্দ্র একালের ছেলে; শ্বশুরের মর্য্যাদাটা অতি কষ্টে রাখিতে পারিয়াছিল কিন্তু অপরিচিত কোন লোকের জন্য কোনরূপ সম্মান বোধ তাহার ছিল না। কমলার কথায় সে যেন একটু বেশী করিয়াই কমলার কাছে সরিয়া আসিল ও তাহার একটা হাত ধরিয়া আদর করিতে সুরু করিল। ঠিক সেই সময়েই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক—"গাড়ীতে যায়গা আছে মশাই" বলিয়া দ্বার ঠেলিয়া একেবারে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। কমলা হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

শৈলেন্দ্র বিরক্তিভরে কহিল—যায়গা থাক্‌লেও এতে যাবার কারও অধিকার নেই। এ-কামরা আমাদের রিজার্ভ করা।

রিজার্ভ?—ভদ্রলোকটি ব্যস্ত সমস্তভাবে নামিতে যাইবেন, গার্ডের বাঁশী বাজিয়া উঠিল, গাড়ীও একটা বিপুল ঝাঁকানি দিয়া নড়িয়া উঠিল। এবং তন্মুহূর্ত্তেই কমলার বাবা হাতল ধরিয়া ফুটবোর্ডে পা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—করেন কি, করেন কি! পড়ে যাবেন যে! সরে দাঁড়ান, সরে দাঁড়ান।—বলিয়া ভদ্রলোকটিকে একরকম ভিতরের দিকে ঠেলিয়া দিয়াই, নিজে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ভদ্রলোকটি তাঁহাকেও, তাঁহারই মত অনধিকার প্রবেশকারী মনে করিয়া, ক্রুদ্ধ-আনন শৈলেন্দ্রের পানে সভয় দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—আজ্ঞে এগাড়ী ওঁদের রিজার্ভ।

তা আছে—পরের ষ্টেশনে নেমে, পারেন, অন্য গাড়ীতে উঠবেন। যাবেন—কতদূর ?

আজ্ঞে একটি ষ্টেশন।

ও, বসুন, বসুন।—নিজে বসিয়া, পার্শ্বে স্থান দেখাইয়া দিলেন।

আগন্তুক ভদ্রলোক এইবার বুঝিলেন যে ইনি কামরা রিজার্ভকারী-দেরই একজন। সঙ্কুচিত ভাবে এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন।

এদিকে কমলা সেই যে আড়ষ্ট ভাবে, কোণ ঘেসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ক্রমেই সে যেন দেওয়ালের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে; পা হইতে মাথা—লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছে। যেন একটা মস্ত অপরাধ করিয়া, ধরা পড়িয়া গেছে। এখনি কৃত-অপরাধের বিচার হইবে। অবস্থা অনেকটা সেই রকমের।

কমলার পিতা আগে লক্ষ্য করেন নাই; এক্ষণে সেই দিকে চক্ষু পড়িতেই, শশব্যস্তে কহিয়া উঠিলেন—ওখানে এমন করে' দাঁড়িয়ে কেন কমলা ? ও, আমরা বুঝি তোর বেঞ্চিতে বসেছি। তা তুই ঐখানেই বোস্ না মা! তাতে দোষ নেই কমলা, আমি বলছি, বোস্!

কমলা অগত্যা একটি সচল কাপড়ের পুঁটলীর মত সেই বেঞ্চটারই এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। শৈলেন্দ্র তথায় উপবিষ্ট ছিল। সে দেখিল, অথবা দেখিল না, বুঝা গেল না।

দুই বৃদ্ধে বেশ গল্প জমাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এ বছর কোন্ জেলায় কেমন ধান্য জন্মিয়াছে; কোন্ কোন্ জেলায় চাষীরা পাটের চাষ কমাইয়াছে; পাড়াগাঁয়ে গুণ্ডা দুর্বৃত্তদের অত্যাচার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে; গ্রামে গ্রামে ছেলেরা নিজেরা থানা না বসাইলে আর রক্ষা নাই—এমনই কত দরকারী অদরকারী কথার আলোচনা করিয়া চলিয়াছেন।

হায়! একই সুখনীড়ে উপবিষ্ট এই কপোত-কপোতী যুগলও যদি এমনই নির্বিচারে দরকারী অদরকারী কথার আলোচনা করিয়া যাইতে পারিত!

শৈলেন্দ্রের বিরক্তির একটা বিশেষ কারণও ঘটিয়াছিল। যদিও বাড়ী ছাড়িয়া অবধি তাহারা প্রণয়ীযুগল একটি বাক্য বিনিময়ও করিতে পারে নাই, তবুও সমস্তক্ষণই তাহারা দৃষ্টিবিনিময় এবং তদ্দারাই হৃদয়ের ভাবের আদান প্রদান করিতে পারিয়াছিল। কমলার পিতা গাড়ীতে ছিলেন বটে কিন্তু উঠিয়া অবধি তিনি একরকম শুইয়াই আসিতেছেন; অনেক সময়ে তাঁহাকে নিদ্রামগ্ন বলিয়াই বুঝা গিয়াছে। সুতরাং তরুণ-তরুণীর নীরব প্রেমালাপে কিছুমাত্র বাধা পড়ে নাই। এক্ষণে দুই বৃদ্ধকে সজাগ বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সেই কারণেই শৈলেন্দ্র একটু বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

পরের ষ্টেশনে ট্রেণ থামিতেই বৃদ্ধ নামিয়া গেলেন। কিন্তু বাধা প্রাপ্ত তরুণের আলাপ আর জমিতে পায় নাই।

আর আধঘণ্টার মধ্যেই ট্রেণ কমলাদের গ্রামের ষ্টেশনে দাঁড়াইল। ষ্টেশনের বাহিরে একখানা গরুর গাড়ী ইহাদের জন্যই অপেক্ষা

করিতেছিল। কমলার পিতা কন্যা-জামাতাকে গাড়িতে তুলিয়া নিজে পদব্রজে চলিতে আরম্ভ করিলেন। গরুর গাড়ী হেলিতে দুলিতে, লাফাইতে লাফাইতে-বিচিত্র শব্দ তুলিয়া মন্থর গতিতে অগ্রসর হইল।

পিতা দৃষ্টি-বহির্ভূত হইলে, কমলা বলিল—হ্যাঁগা, গরুর গাড়ীতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না ?

না।

কমলার তৃপ্তির সহিত কহিল—সত্যি বল, কষ্ট হচ্ছে না ?

না। কষ্ট হত, যদি সঙ্গে তুমি না থাকতে। বলিয়া প্রিয়ার কোমল হস্তখানি ধৃত করিবার জন্য হাত বাড়াইতেছিল, কমলা গাড়োয়ানকে দেখাইয়া তাহাকে নিরস্ত করিল।

একটু পরে বলিল—না, তোমার কষ্ট হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি। তুমি কেন বাবার সঙ্গে হেঁটে গেলে না ?

শৈলেন্দ্র ইহার কোন উত্তর দিবার পূর্বেই কমলা পুনশ্চ কহিল—এই হ্যাঁকচ হ্যাঁকচ করে' গরুর গাড়ীতে যাওয়ার চেয়ে হেঁটে যাওয়া ঢের ভাল। তাই যাবে, থামাতে বলব ?

অল্পে অভিমানী শৈলেন্দ্রের মনে হঠাৎ কেমন একটা ধারণা জন্মিল, সে সঙ্গে যায়, কমলা ইহা চাহে না। অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল—তোমার অসুবিধা হচ্ছে কমলা ?

কমলা কথাটা সহজ ভাবেই লইল এবং সরল ভাবেই উত্তর দিল—আমার অসুবিধে হতে যাবে কেন ? তবে...

শৈলেন্দ্র পূর্ববৎ নীরস-কণ্ঠে কহিল—তবে কি ?

কমলা বলিল—বাবার সঙ্গে গেলে বেশ হোত। বাবা হয়ত কি ভাবছেন।

শৈলেন্দ্র একথার আর জবাব দিল না। তবে সে-যে এই কথা সমর্থন করিল, তাহাও নয়। বরঞ্চ সে একটু ক্ষুন্নই হইল। কমলার এই অতি সারল্য তাহাকে যেন অনেকখানি দমাইয়া দিল, সে পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

কমলা অন্য কথা পাড়িল। দূরের একটি শ্যামল প্রান্তর দেখাইয়া বলিল—ওগুলো কি গাছ বল দেখি ?

শৈলেন্দ্র তাহার অঙ্গুলি অনুসরণে চাহিয়া দেখিল বটে কিন্তু কথা কহিল না।

কমলা হাসিয়া বলিল—বলতে পারলে না ত ? ও মটরশুঁটীর ক্ষেত। কি সুন্দর দেখতে-বল ত ? যেন সবুজ ভেলভেট। না ?

শৈলেন্দ্র অন্যমনস্কের মত ঘাড় নাড়িল।

কমলা বলিতে লাগিল—তার পাশেই ঐ যে নীল মতন চলে গেছে, দেখছ, ওটা-বড়াল দীঘি। এত বড় দীঘি আর এ তল্লাটে নেই। দেখতে পাচ্ছ না ? ঐ যে নীল মতন—ঐ একেবারে আকাশের কোল পর্য্যন্ত গেছে।

শৈলেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—দেখিয়াছে।

কমলা বলিল—ঐখানে বড়ঠাকুর কতবার হাঁস, বটের, তিতির শিকার করে' গেছেন।

শৈলেন্দ্র নীরব।

হ্যাঁগা, তুমি বন্দুক আন-নি

না।

কেন আনলে না? বেশ ত শিকার করতে। তুমি বুঝি বন্দুক ছুঁড়তে পার না?

শৈলেন্দ্র বিরক্তভাবে কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, একদল ছেলে মেয়ে, পথের ধারে দাঁড়াইয়া হাত তালি দিয়া বলিয়া উঠিল—ওরে, কমলা দিদির বর, ঐ দেখরে।

পাড়াগাঁয়ে কাহার বাড়ী জামাই আসিলে, শুধু সেই বাড়ীতেই নয়; সমস্ত গাঁ-টায় একটা সাড়া পড়িয়া যায়। জাতি ভেদ, বর্ণ ভেদ, অবস্থা-ভেদ—কোন ভেদই প্রায় থাকে না, সকলেই সাগ্রহে জামাতৃ-দর্শনে আসিয়া থাকেন; যাঁহারা আসিতে পারেন না,তাঁহারাও জামাতার প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন।

কমলাদের বাড়ীতে আজ বহু বর্ষিয়সী, বহু যুবতী, বহু তরুণী, বহু কুমারীর শুভাগমন হইয়াছিল। বহির্বাটীতে পুরুষও দুই দশজন আসিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তুলনায় তাহা গোস্পদ-সম। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে রমণীরা শুধু-যে আসিয়াছিলেন তাহা-ই নহে; যাহার গৃহে যে ভাল দ্রব্যটি আছে, তাহা প্রতিবেশীর জামাতার জন্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন। অনেকে আবার পূর্বাহ্নে পাঠাইয়াও দিয়াছিলেন। কেহ এক বাটী উত্তম ক্ষীর, কেহ স্বহস্ত-প্রস্তুত বিবিধ মিষ্টান্ন; কেহ সযত্ন রচিত তাম্বুল ইত্যাদি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। কাহার পুষ্করিণী হইতে সদ্য-ধৃত সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মৎসটি আগে-ভাগে ইহাদের গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছেন; কাহার গাভী প্রসব করিয়াছে, খানিকটা খাঁটী দুগ্ধ পাঠাইয়া দিয়াছেন। কাহার গাছের ফল আসিয়াছে; কেহ গৃহ-প্রস্তুত গব্য

ঘৃত পাঠাইয়াছেন, কেহ ক্ষেত্র-উৎপন্ন উত্তম রাঙ্গাভোগ চাল দিয়াছেন এমনই—কত কি! কত বলিব! আবার যাহার কিছু নাই, কিছু দিতে পারেন নাই—তিনিও আসিয়াছেন। অধরের হাস্য, অন্তরের প্রীতি—প্রতিবেশী কন্যা জামাতার জন্য তিনি তাহাই আনিয়াছেন—তাহাতেও কুণ্ঠা বা দ্বিধা নাই।

বঙ্গের সর্বত্র এ ভাবটি আছে কি না জানি না, তবে আমি এ দৃশ্য দেখিয়াছি, এই স্নিগ্ধ-স্নেহ পবিত্র দৃশ্য আমাদের অন্তরে একটা গভীর রেখাপাত করিয়াছে, তাই কোন এক পল্লীগ্রামের চিত্র আঁকিবার কালে ইহাতে সন্নিবেশিত করিলাম।

অবস্থাপন্ন গৃহস্থও প্রতিবেশীর দান গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিতেন না; বা সেটাকে দান বলিয়াও মনে করিতেন না। বাঙ্গালার পল্লী ছোট বড় মিলিয়া যেন একটা প্রকাণ্ড গৃহস্থের মতই ছিল। আজ বোধ করি দেশের কুত্রাপি এরূপ দৃশ্য দৃষ্ট হইবে না। সভ্যতার যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়তা, সৌহার্দ্য সকলই স্বার্থের তলে আত্মবলি দিয়াছে। অথবা, যদি একেবারে না দিয়া থাকে, দিতেছে।

প্রতিবেশিনী—যাঁহারা কমলাদের গৃহে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা যে নবাগত কন্যা-জামাতাকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন, তাহা বোধ করি না বলিলেও চলে। জামাতা পরমুহূর্ত্তেই বহির্বাটীতে প্রস্থান করিলে, তাঁহারা এই কয়দিনে কমলা কতখানি বাড়িয়াছে তাহার গায়ের রং কলের জলের সংস্পর্শে কি পরিমাণ শুভ্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহার শাশুড়ী প্রদত্ত নূতন অলঙ্কারগুলি তাহাদের স্ব-স্ব স্থানে কিরূপ পরিপাটী মানাইয়াছে, তাহারই আলোচনায় মন দিলেন। এবং

অল্পতর্ক ও ততোধিক স্বল্প গবেষণার ফলেই ইহা প্রমাণিত হইল যে মেয়ে মানষের বাড় কদলীকাণ্ডের বাড়ের সমতুল, বিবাহের জল পড়িলে ত আর কথাই নাই। কলের জলে রং ফর্সা করে সত্য কিন্তু রঙের লালিমাটুকুর অপহ্নব ঘটে, কমলারও যে একটু না ঘটিয়াছে এমন নহে। আর বড় লোকের দেওয়া—নিজ পুত্রবধূকে দেওয়া অলঙ্কার যে ভালই হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি আছে। ডিক্রী ডিসমিস্ এইরূপে শেষ করিয়া রায়ে বলিলেন যে যাহাই হোক, ঐ অলঙ্কারগুলি যেন কমলার অঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া উহাদের জন্ম সার্থক করে। তাঁহাদের দেখিয়াই সুখ হইবে।

তাঁহাদের যে দেখিয়াই সুখ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, জলখাবার দেওয়া হইলে, জামাতার ডাক পড়িবামাত্র এই প্রৌঢ়াযুবতী বৃদ্ধা প্রতিবেশিনীগণ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। প্রথমেই প্রচার করিলেন, জামাই আসিয়া আসনে বসিলে, কমলা স্বহস্তে খাবারের থালা লইয়া যাইবে; তাঁহারা সে দৃশ্য দেখিবেন। তৎপরে, কমলা স্বয়ং তাহার পার্শ্বে বসিবে। একজন বলিলেন—খাইবে। তাঁহারা শুধু দেখিবেন। প্রৌঢ়ারা তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। এক সংশোধিত প্রস্তাব এই উঠিল যে কমলা সামনে বসিয়া থাকিবে, বর যদি তাহাকে খাওয়াইয়া দেয়, কমলা যেন লজ্জা করিয়া সেই উপভোগ্য দৃশ্যটি বিনষ্ট না করে। তাঁহাদের তৃতীয় ইচ্ছা, দ্বারটি মুক্ত রাখিতে হইবে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বন্ধ করিতে পারিবেন কিন্তু অপর পক্ষ তাহার চেষ্টাও করিবে না।

এক তরুণী জরুরী সমন ধরাইয়া, কমলাকে জুরিদের সম্মুখে উপস্থিত

করিল। কমলা. অপরাধী আসাম র মত, আদেশগুলা নতমস্তকে শুনিল। ইহাঁরা আশঙ্কা করিতেছিলেন, কমলা সকলগুলায় সম্মতি দিবে না কিন্তু তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া স্ব-স্ব কর্ণেই শ্রবণ করিলেন, কমলা বলিল,—আচ্ছা গো, আচ্ছা, তাই হবে!

আট হইতে আশী বর্ষ বয়স্কারা যে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। এবং বিস্ময়ের চেয়ে আর একটা বস্তুতে তাঁহারা অধিকাংশই—অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেটি অতীত ও বর্ত্তমানের একটা তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া! তাঁহাদের বিস্ময়, পুলকমিশ্রিত দুঃখভোগের অধিক অবসর না দিয়াই, শৈলেন্দ্র শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে অন্তঃপুরে আসিয়া হাজির হইল। কমলার মাতা, প্রতিবেশিনীগণের সমূহ বিপদ দেখিয়া, স্বামীর উদ্দেশে কহিলেন—তুমি বাইরে যাও গো!

কমলার পিতা ব্যাপারটা কতক অনুমান করিয়া লইয়া—তা যাই—বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

এখন————

কেহ তাম্বুল রাগ রঞ্জিত অধরখানিতে হাসি-রাশি মাখাইয়া, অগ্রসর হইলেন—কি ভাই বর, চিন্তে পার?

অপরা নয়ন-কোণে বিদ্যুৎ চাপিয়া (?) জিজ্ঞাসিলেন—কি ভাই আমাদের কি মনে পড়ে?

আর একজন রসিকা—তোমায় আমায় কত ভাব, না ভাই! সেই—

শৈলেন্দ্র সকলকে সন্তুষ্ট করিতে, সহাস্যে কহিল—আজ্ঞে আপনাদের কি ভোলা যায়?

তরুণী যুবতীদের ভিড় ঠেলিয়া বৃদ্ধারা 'যুদ্ধ-রেখার' কাছেও ঘেঁসিতে না পারিয়া, উভয় পক্ষের যুদ্ধ কৌশল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। শৈলেন্দ্রকে মনোমত উত্তর দিতে দেখিয়া, তাঁহাদের সমর-স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল কিন্তু তরুণী ব্যূহ ভেদ করা তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ব ছিল না, কাজেই সেইস্থানে থাকিয়াই এক রসময়ী গাহিয়া উঠিলেন—

"......ভোলা কি গো যায় ?
নয়ন ত নয়নে নাহি—
তার পথে পথে যায়
ওরে—ভোলা কিরে যায় ?......"

এক ষোড়শী ভিড় ঠেলিয়া, পিছনে আসিয়া রসিকা বৃদ্ধার হাত ধরিয়া, সভা আলোড়িত করিয়া বলিল—তাই ত বলি আমাদের নাগর বরের নাগরী কোথা গেল ? আমরা গরু খোঁজা করে বেড়াচ্ছি, আর তুমি এখানে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছ !

শৈলেন্দ্র বলিল—আপনারা গরু খোঁজা করেছিলেন। মানুষ খোঁজা ত করেন নি, তাই ওঁকেও পান্‌নি। মানুষ খোঁজা করলেন, মিলেও গেল !

বরকে বৃদ্ধার পক্ষে ওকালতি করিতে দেখিয়া কৃত্রিম—কোপে তরুণীদের গণ্ড আরক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারা বৃদ্ধাকে টানিতে টানিতে বলিলেন—নাগর ত ঠিক নাগরী চিনে ফেলেছে।

বৃদ্ধা পূর্ব্ববৎ সরস কণ্ঠে গাহিলেন—

"নাগরী নাগর চিনেছে

বিনি সুতোয় গেঁথে মালা
গলায় দিয়েছে।"

অঙ্গনেই এই সভা বসিয়াছিল—না, না, দাঁড়াইয়াছিল। কমলার মা রান্নাঘরের দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া, সকলই লক্ষ্য করিতেছিলেন, সভা ক্রমেই জমিয়া উঠিতেছে এবং পথশ্রমে শ্রান্ত শৈলেন্দ্রের জল খাওয়ার বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, তিনি কন্যার হস্তে জল খাবারের রেকাবী দিয়া ঘরের দিকে পাঠাইয়া দিলেন!

রান্নাঘর হইতে শয়নকক্ষে যাইতে হইলে, অঙ্গনটুকু পার হইতে হয়। কমলাকে খাবারের থালা হস্তে অগ্রসর দেখিয়া, রসিকারা বলিলেন—"নাও ভাই, বর পাছে বেদখল হয়ে যায়, ঐ ঘণ্টা পড়েছে!" তাঁহারা কমলাকে দেখাইয়া দিলেন।

সেই রসিকা বৃদ্ধা কহিলেন—আমাদেরও পা আছে, যেতে জানি!

না ভাই না, ইচ্ছে হয়, তুমি তোমার আপনার লোকের কাছে যাও, আমরা যাব না; ককৃখন যাব না!

শৈলেন্দ্র বলিল—'বারম্বার যাব না' বলে ভয় দেখাতেই বোঝা যাচ্ছে, আপনারা যাবেনই। তা আসুন, তবে ভাগ পাবার আশা নেই।

না, আমরা যাব না, এই দেখ বসলুম! বলিয়া সত্যই কেহ কেহ বসিয়া পড়িলেন।

তাহ'লে বসুন, আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি, ফিরে আসব। বলিয়া শৈলেন্দ্র কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইল। এবং যেমন সে ঘরে ঢুকিয়াছে, অমনি বাহির দিক হইতে দ্বারটি বিরাট শব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

দম্পতী হাস্য বিনিময় করিল মাত্র। শৈলেন্দ্র আসনে বসিয়া বলিল—তুমি খেয়েছ কমলা?

না, এবার খাব।

শৈলেন্দ্র বলিল—এস একসঙ্গে খাই।

কমলা বলিল—তুমি খাও।

একসঙ্গে—বলিয়া শৈলেন্দ্র নিজে খাইল ও কমলাকে খাওয়াইয়া দিল।

বাহিরে—কাহার যেন মূর্চ্ছা হইয়াছে এইরূপ একটা শব্দ উঠিল। ভিতরে ইহারা দু'জনেই হাসিতে লাগিল। গরুর গাড়ীতে যে একটা মেঘ উঠিয়াছিল তাহা এইক্ষণে হাসির সুবাতাসে উড়িয়া গেল।

প্রতিবেশিনীগণ যে কক্ষের দ্বার জানালার যাবতীয় ছিদ্র অধিকার করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন তাহা ইহারা উভয়েই জানিত; সে দিকে মন দিবে না সঙ্কল্প করিয়া এই দম্পতী আপন মনে আহার ও গল্প করিয়া যাইতে লাগিল।

শৈলেন্দ্র নিজে বলিল—এখন কি করবে কমলা?

কমলা বলিল—তুমি বল দিকিন, কি করব?

শৈলেন্দ্র বলিল—তাস খেলবে বোধ হয়।

কমলা ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিল।

শৈলেন্দ্র বলিল, গল্প—

তাও না।

তবে?

"জেঠাইমার কাছে যাব।" শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে কমলার কণ্ঠস্বর জমাট বাঁধিয়া গেল।

এখন পর্য্যন্ত স্বচক্ষে না দেখিলেও, কমলার কাছে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা যাহা শুনিয়াছিল, তাহাতেই শৈলেন্দ্রের মনটি সশ্রদ্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে কমলা তাঁহার কাছেই যাইবে শুনিয়া বলিল—চল আমিও যাই।

কমলা সাগ্রহে কহিল—যাবে?

হ্যাঁ!

কমলার আনন্দ আর ধরে না। এই জ্যেঠাইমার সামনে সঙ্কোচ, লজ্জা কমলার কিছুই ছিল না। কখনও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে নাই বটে কিন্তু এমনি একটা আশা অতি গোপনে, অতি অসম্ভব জানিয়াও, তাহার মনের মধ্যে মুকুলিত হইয়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। তাহার সেই আশাটি সফল হইবার আভাষে সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল।

বলিল—তা'হলে আর বাইরে যেও না। আমি মা'কে বলে এখনি আস্‌ছি—দু'জনে যাব।

কমলা দ্বার টানিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। হুড়মুড় করিয়া পাঁচ সাতটি রমণী ঘরে ঢুকিয়া দস্তুরমত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন যে, এ কোন্ দেশী আষাড়ে খাওয়া ভাই যে শেষ হ'তেই চায় না।

আর একজন কহিলেন—রেখে ঢেকে খেতে হয় ভাই নইলে পরে যে আপশোষ করতে হবে।

শৈলেন্দ্র বেশ গুছাইয়া জবাব দিল—সেটা আগে বুঝি নি; আপনাদের দেখে এখন বুঝছি।

ঘুরাইয়া বলা হইলেও, হুলটা বিঁধিল এবং রসিকা বৃদ্ধাটি সকলের

মুখপাত্রী হইয়া এ কথার এইরূপ জবাব দিলেন যে দৃষ্টান্ত দেখিয়া গেলেই হয় না, দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা চাই !

শৈলেন্দ্র বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, এখন নিঃশেষে খেয়ে পরে হা ভাত করে না বেড়াতে হয়, দৃষ্টান্ত থেকে সে শিক্ষাটুকু আমার হয়েছে।

রমণীগণ মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন এবং অসংলগ্ন ভাবে যিনি যেরূপে পারিলেন, জোড়া তাড়া জবাব দিবার চেষ্টা পাইলেন এবং রাত্রি হইয়া যাইতেছে, বাড়ীতে ছেলে এবং পুলে (বোধকরি ছেলের বাবাদের 'পুলে' বলা হইয়া থাকে) একেলা আছে মনে পাড়িতেই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা হারি মানিলেন। কাল পুনশ্চ আসিবেন এবং জামাই কত কথা জানে, রসিকতা জানে তাহার পরীক্ষা লইবেন এইরূপ ভীতি প্রদর্শন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কমলা বলিল—আর দেরী নয়, এস।

জ্যেঠাইমা স্বল্প কথায় কিন্তু অকপট স্নেহে তাহাদের কোলের কাছে বসাইলেন। অন্যান্য দুই-চারি কথার পর শৈলেন্দ্রকে বলিলেন —তোমাকে সেই একদিনের একটি কথাতেই আমি চিন্‌তে পেরে-ছিলুম বাবা! তুমি যে মানুষ, তোমার মধ্যে যে মনুষ্যত্ব আছে তা আমি তখনি জেনেছিলুম। আমার কমলা মা'কে সে কথা বলেও ছিলুম।—বলিয়া তিনি কমলার মাথাটিকে কোলের পরে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, সেই যে রে, বাসরে শৈলেন্দ্র একটা গান গাইলে তারপরও ঘরসুদ্ধ লোক 'আবার গাও আবার গাও' করে ত্যক্ত করতে লাগল, উনি বল্‌লেন, আপনাদের মান আমি রেখেছি,

কিন্তু আর আমি পারব না। সবাই বিরক্ত হোল, কিন্তু ওর মত ত বদলাল না। অনেকে বলবে, এ বাড়াবাড়ি, জেদ, একগুঁয়েমি আমি তা বলব না, এই ত ঠিক! ওর কথাটা বুঝি কথা নয়? ওর বুঝি একটা মত নেই? দুর্বলতা, অস্থিরতা, পুরুষের পক্ষে ত শুভ লক্ষণ নয়।

একথা জ্যেঠাই মা সেই দিনই বলিয়া কমলার সংশয় দূর করিয়াছিলেন, কমলার তাহা স্মরণ ছিল।

জ্যেঠাইমা জিজ্ঞাসিলেন—কিছুদিন থাকবে ত বাবা?

শৈলেন্দ্র বলিল—যদি ভাল লাগে।

ও কথা ত ঠিক নয় বাবা! ভাল লাগাত তোমার মানসিক অবস্থার ওপরই নির্ভর করে। তুমি যদি সচ্ছন্দে, সানন্দে নাও এর শ্যামলতা, কোমলতা সবই পাবে। একে ভালবাস, এর লোক জনকে পাড়াগেঁয়ে অসভ্য বলে না ভাব, এদের স্নেহ ভালবাসা. শ্রদ্ধা সবই তুমি পাবে। আর তুমি যদি নিজেকে সব বিষয়েই এদের চেয়ে উচ্চ উন্নত মনে করে মিশতে না চাও, দেখতে না চাও,—কিছুতেই ভাল লাগবে না। যখন এসেছে, তখন আমার এই কথা যে, দেখে যাও, মিশে যাও, চিনে নাও। আপনার করে নাও, আপনার হয়ে যাও।

শৈলেন্দ্র বলিল—আমারও সেই ইচ্ছে।

জ্যেঠাইমা কিঞ্চিৎ মিষ্টিমুখ করাইবার জন্য উঠিলেন, কমলাকে ডাকিয়া, ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিলেন—কমল, আমার বসন এসেছে দেখিছিস্?

[illegible]

কমলা স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

জ্যেঠাইমা হাসিমুখে, সস্নেহে, কমলার চিবুকটী ধরিয়া বলিলেন -ঐ যে মা, ও ঘরে বসন আমার আলো করে বসে রয়েছে!

খোল

চাঁদার খাতা! তোমায় আমি নমস্কার করি! তুমি সর্বত্র বিরাজমান; সর্বশক্তিমান, তোমায় আমি শত শত নমস্কার করি। তুমি না করিতে পার—এমন কাজ নাই, তুমি যাইতে না পার, এমন স্থান নাই; তুমি বধ করিতে অক্ষম, এমন লোক নাই। তোমায় আমি নমস্কার করি। যমরাজের ন্যায় অপ্রতিহত প্রভাব সম্পন্ন চাঁদার খাতা, ধরার কল্যাণ উদ্দেশ্যেই তোমার উদ্ভব, তোমার পত্র-পদে আমি শত সহস্র নতি করি। তোমার কল্যাণে কত নেতার ঘর হইয়াছে, মোটর হইয়াছে; নাম হইয়াছে; যশঃ হইয়াছে। তোমার কল্যাণে কত বোম্বেটে সাধু হইয়াছে; দেশে দশে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। তুমি না থাকিলে কত লোককে যে দানা-পাণিতে বঞ্চিত হইয়া পটল তুলিতে হইত, তাহার আর ইয়ত্তা নাই; তোমাকে না পাইলে ছোকরা-বাবুদের চড়ুই-ভাতি হইত না; পার্টি জমিত না; বাইনাচ হইত না। তুমি অগতির গতি, বেকারের পতি, তোমায় আমি ভক্তি নত-চিত্তে প্রণাম করি। আর যে "কলম্বাস" তোমায় আবিষ্কার করিয়াছে তাহার উদ্দেশ্যে প্রাণের ভক্তি নিবেদন বরিয়া বলি হে অজ্ঞাত মহাপুরুষ, এই এক কীর্ত্তি দ্বারাই তুমি অবিনশ্বর, অক্ষয়, অমর! চিত্রগুপ্তের খাতার মত তোমার পাতার সংখ্যা নাই, শেষ নাই, কায়স্থকুলতিলক চিত্রগুপ্তের 'লেজার' খাতার মতই ভীতিপ্রদ তুমি, ভক্তিতে যদি নাও করে—ভয়ে তোমার স্বস্তিবচন উচ্চারণ না করে এমন লোক কে কোথায়

আছে? দরিদ্র হইতে ধনবান, পণ্ডিত হইতে মূর্খ—তোমাকে দেখিলে, তোমার নাম শুনিলে আঁৎকাইয়া না উঠে কে? যদি তেমন লোক কেহ থাকে, তবে সে একূলে ওকূলে নাই, আছে মাত্র গোকুলে!

হে চাঁদার খাতা! তুমিই বেকার-সমস্যা-ভঞ্জনের প্রকৃষ্ট পন্থা। অরক্ষনীয়া কন্যার বিবাহে তুমিই বড় ঘটক; রাস্তা বাঁধান, পুকুর কাটান, অতিথিশালা নির্মাণ, লাট বেলাটকে ভোজদান, শালা-শালীকে তত্ত্ব প্রেরণ, গৃহিণীর গয়না গড়ান. মোটর ক্রয়, বাড়ী নির্মাণ—সর্ববিধ কল্যাণকর কর্মের একমাত্র সহজ, সরল ও সাধু প্রয়োজক, তুমি দিনে দিনে পুষ্টিলাভ কর; তোমার বংশ বৃদ্ধি পাক্; তুমি যুগে যুগে অবিনাশী আত্মা লইয়া ধরায় বিচরণ করিতে থাক। আমি তোমাকে প্রণাম করিয়া এবং মমালয়ে দীন-ভবনে তোমার শুভাগমন নিবারণ করিয়া আসল কথা বিবৃত করি।

রাত্রির মধ্যেই সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল যে কমলার বর শৈলেন্দ্র আসিয়াছে। তাহারা কলিকাতার ডাক সাইটে ধনী; তাহার দাদা হাকিম; সে-নিজেও একটি হবু-হাকিম। যুবক,উদার, ভদ্র ও মিশুক। যাত্রার আটচালায় "হনু অবতার"-এর আখড়া বসিয়াছিল; গাঁজায় দম মারিয়া হনু ইঁটের উপর বসিয়া কারণ পান রত রাবণ রাজাকে ধিক্কার দিতেছিল, বুঝি একটা দখিণা বায়ুই শুভ সংবাদটা তাহাদের কাণে কাণে কহিয়া দিয়া গেল। হনুমান গাঁজার কলিকা ফেলিয়া সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল; রাবণ কারণ-পাত্র ফেলিয়া চণ মন করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই একখানা পালা-লেখা খাতার সাদা পাতাগুলি ছিঁড়িয়া লইয়া একটি ক্ষুদ্র চাঁদার খাতা প্রস্তুত হইল; বুদ্ধিমান 'রামদাসের'

পরামর্শ-অনুযায়ী গোটা কতক আজে-বাজে নাম ও চাঁদার পরিমাণ লিখিত হইল। ইংরেজী জানা 'রাম', নামগুলার পাশে পাশে paid (পাওয়া গিয়াছে) লিখিয়া ইনিসিএল (সহি) করিল। তারপর কল্য প্রভাতে অবশ্য প্রাপ্য চাঁদা হইতে পোষাক কেনা হইবে অথবা দে-পুকুরের মাঠে 'বিদ্যা'-রূপিনী বাগদিনীর মানসিক-করা পূজাটাই ষোড়শোপচারে দিয়া ফেলা যাইবে, তাহার মীমাংসা বৈঠক বসিল।

যে-সময়ে যাত্রার আখড়ায় ঐ কাণ্ড চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে বাবা ভোলানাথ-মন্দিরের সংস্কার সমিতিতে চৌকী চেটাই সম্মিলনে সভ্যগণ সেই রাত্রেই সহুরে বাবুটিকে গ্রেপ্তার করা যায় কি-না তাহারই পরামর্শ করিতেছিলেন। তাঁহাদের নিকট চাঁদার খাতা ছিল না, তৎপরিবর্ত্তে একটি তালা-আঁটা, ছিদ্রকাটা কাঠের বাক্স ছিল। জন-সমাজে প্রচার, চাবিটি সহরের কোন একজন দেশপ্রসিদ্ধ নেতার জিম্মায় থাকে; ইঁহারা মাসান্তে দুই একবার তাঁহার কাছে গিয়া বাক্সটি কেবলমাত্র খালি করিয়া আসেন। অর্থাৎ তাঁহারা আদায়ের অধিকারী মাত্র, খরচের নহেন। যেমন কর্ম করাই মানুষের ধর্ম,—ফলাফল তা বাবা ভোলানাথের! কিন্তু আসলে ইহা সত্য নহে। কর্মফল হাতে-হাতেই পাওয়া যায়! এই বাক্সটির চাবিও তদ্রূপ নকুড় কামারের কোমর-লগ্ন ঘুনসীতে আবদ্ধ থাকে।

থিয়েটারের আড্ডায় আয়োজনটা কিছু জমকালো রকমের। তত্রত্য কলাবিদগণ স্থির করিয়াছেন, ধনাঢ্য ব্যক্তিটিকে রিহার্স্যালে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, খাতা ধরিতে হইবে; চাই কি, একখানা হস্ত লিখিত অভিনন্দন পত্রও দিতে পারা যায়। কিন্তু অধিকাংশের

ভোটে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়া গেল। পূর্বাহ্নেই অভিনন্দনখানি পাইয়া লোকটি যদি পাঁচসিকা ন'সিকার উপর দিয়াই চলিয়া যায় তবে বড়ই অপ্রস্তুত হইতে হইবে। তাহার চেয়ে কাল সকালে তাহাকে বিধিমত উপায়ে ধৃত করিয়া আসিয়া, প্রীতিভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া মাছের তৈলে মাছ ভর্জিত করিলেই হইবে। এই প্রস্তাবই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইল। সভ্যগণ স্ব-স্ব আলয়ে নিশা যাপন করিতে গমন করিলেন।

এইরূপে রাস্তা বাঁধান, পুকুর কাটান, নৈশবিদ্যালয় গঠন প্রভৃতি সমিতি-অধ্যক্ষগণও রাত্রের মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া উঠিলেন।

সকালে, প্রত্যেকেই আমরা আগে গিয়া কাৎলা ধৃত করিব এই শুভ সঙ্কল্প লইয়া যাত্রা করিয়াও দেখিল, অপর দল তাহাদের পূর্বেই আসিয়া হাজির হইয়াছে। অর্থাৎ কমলাদের বাড়ীর সদর দরজা খুলিবার বহুপূর্ব হইতেই লোক জমায়েত হইয়াছে।

কমলার পিতা সকলকেই বসিতে বলিয়া, অন্তঃপুরে জামাতাকে সংবাদ দিতে গেলেন। শৈলেন্দ্র চা খাইতেছিল, শ্বশুর আসিয়া বলিলেন—বাইরে ক'টি ছেলে তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে বসে আছে।

শৈলেন্দ্র তখনি যাইতে উদ্যত হইল, শ্বশুর মহাশয় কহিলেন—চা-টা খেয়ে নাও বাবা; আমি তাদের বসিয়ে এসেছি; একটু দেরী হলেও ক্ষতি হবে না।

শৈলেন্দ্র চায়ের বাটী তুলিয়া লইল।

শ্বশুর মহাশয় বলিলেন—দেখ বাবা, ওদের দল বেঁধে আসা আর বগলে খাতা দেখেই বুঝেছি, এত সকালেই এখানে হানা দেবার

উদ্দেশ্যটা কি ! ওরা কেউ যাত্রাদলের পাণ্ডা, কেউ বারোয়ারির চাঁই; কেউ থিয়েটারের মোড়ল। কিছু কিছু—চায় আর কি ! বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

শৈলেন্দ্র হাসিয়া বলিল—ও।

হ্যাঁ। যা তুমি সন্তুষ্ট হয়ে দেবে, তাই নিয়ে হাসিমুখে চলে যাবে। তবে কিছু দিতেই হবে ! বুঝলে না বাবাজী, তোমাদের নাম ডাক শুনেছে, কিছু না নিয়ে যাবে না। যাকে যেমন খুসী, কিছু কিছু দিয়ে দিও।

শৈলেন্দ্র বলিল—যে আজ্ঞে।

তবে হ্যাঁ, তাও তোমাকে বলে রাখি বাবাজী, ওদের সব টাকাই যে সদ্ব্যয় হয়—তা মনে করো না। ভাল মন্দ লোক সব যায়গাতেই আছে। কতক সত্যিকার ভাল কাজেই লাগে; আর কতক একেবারেই আজে-বাজে নষ্ট হয়। কিন্তু সে বিচার করে' বার-করা বড় শক্ত। আর তাতে বড় মনের অ-সরস-ও হয়। তার চেয়ে আমি বলি কি, ও দু'টো একটা করে টাকা দিয়ে দেওয়াই ভাল।

শৈলেন্দ্র কথা কহিল না বটে; তবে তাহার মুখের ভাবে ইহা পষ্টই বুঝা গেল যে ইহাই সে সমর্থন করিতেছে। চা-খাওয়া হইয়া গিয়াছিল, শৈলেন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিল।

শ্বশুর মহাশয় কাছে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—তা বলে বেশী কতকগুলো খরচ করে ফেল না যেন বাবা।

আজ্ঞে না—বলিয়া শৈলেন্দ্র মৃদু হাস্য করিয়া, বহির্বাটীর দিকে চলিয়া গেল।

এবং আমার পাঠক-পাঠিকা বিশ্বাস করিবেন কি-না জানি না, সে বহির্বাটীর সেই কক্ষটিতে প্রবেশ করিবামাত্র যে সোরগোলটা পড়িয়া গেল, তাহা সাধারণতঃ কোন রাজারাজড়ার আগমনে, রাজসভাতেও দেখা যায় না। যাত্রার দলের লোকেরা কিছু অধিকমাত্রায় বিনয়ী; তাহারা একেবারে ভূমি চুম্বন করিয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। 'রাস্তা বাঁধান ও পুকুর কাটা' সম্প্রদায় সাষ্টাঙ্গে না হইলেও ভূমিতে লুণ্ঠিত হইল বটে! থিয়েটার আখড়ার ছেলেরা মাঝে মাঝে সহরে-টহরে গিয়াছে; আদব কায়দা কিছু জানেও; তাহারা নতমস্তকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

শৈলেন্দ্র সকলকে বসিতে বলিয়া নিজে বসিল। এবং একটি কথঞ্চিৎ সভ্য-ভব্য সুবেশ যুবকের দিকে চাহিয়া তাহাদের আগমনের কারণ জানিতে চাহিল। যুবকটি থিয়েটার সম্প্রদায়ের 'এ্যাকট্রেস্'। অথবা অভিনেত্রী।

সে উত্তর দিবার জন্য হাঁ করিয়াছে, যাত্রার দলের চাঁই প্রবীন চকোত্তী ঠাকুর দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন—আজ্ঞে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে, ভ্রমর যেমন...

শৈলেন্দ্র বলিল—আপনাদেরও পরে শুন্‌বো!—বলিয়া সেই যুবকটির উদ্দেশে কহিল—হ্যাঁ বলুন ত, ব্যাপার কি!

যুবক হাঁ করিয়া দলের-বেদলের সকলের দিকে চাহিয়া যেন সানুনয় দৃষ্টিতে ভাষা ভিক্ষা করিতে লাগিল। বাস্তবিক যুবকটি অত্যন্ত মুখ-চোরা, নিরীহ, বেচারা-ভাল মানুষ। থিয়েটারে ফিমেল পার্টে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না কিন্তু তাহাতে ত নিজের

ভাষা ব্যবহার করিতে হয় না। তোতাপাখীর মত মুখস্ত করা পার্টটি 'বেড়ে' বলিয়া যায়। এখানে আসিবার আগে কেহই ত তাহাকে রিহার্সাল দিয়া আনে নাই, সেই হইয়াছে তাহার মুস্কিল। রিহার্সাল দেওয়া থাকিলে তাহার যেরূপ তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি, তাহাতে সে কাহারই তোয়াক্কা রাখিত না। যুবাপুরুষটি সকলের, বিশেষ করিয়া তাহাদের রিহার্সাল-মাষ্টার তারক হালদারের উপর ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিল।

রিহার্সাল মাষ্টার তারকনাথ বাবু ছাত্রের চেয়ে যে কিছুমাত্র স্বস্তিতে অবস্থান করিতেছিলেন এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। বহুক্ষণ পূর্বেই তিনি ছাত্রকে বসাইয়া, নিজেই বক্তৃতা দিতে উঠিতে পারিতেন কিন্তু কিয়ৎপূর্বদৃষ্ট চক্কোর্ত্তী মহাশয়ের অবস্থাটা মনে হইতে, দাঁড়াইবার শক্তিও তাঁহার পদদ্বয়ে সঞ্চিত হইতেছিল না।

শৈলেন্দ্র যুবকের অবস্থাটা মনে মনে অনুমান করিয়া, প্রসন্ন হাস্যে কহিল—কি ব্যাপার বল্লেন না যে!

এবার যুবক গলদঘর্ম হইয়া এক নিঃশ্বাসে কহিল—আমাদের থিয়েটারে চাঁদা দিতে হবে।

রিহার্সাল মাষ্টার তারকবাবু ও অপেরা মাষ্টার সলিলবাবু আর পারিলেন না, একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—গর্দভ! গর্দভ!

শৈলেন্দ্র একবার মাত্র তাহাদের পানে ফিরিয়া, যুবককেই জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় আপনাদের থিয়েটার?

আপনার জনগণ কর্ত্তৃক জঘন্য সম্ভাষণে অভিহিত হওয়ায় যুবক আর কথা কহিবে না ভাবিয়াছিল; তাই চুপ করিয়াইছিল। এক্ষণে

মাষ্টারদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই দেখিল তাঁহারা চক্ষুরেঙ্গিতে তাহাকে উৎসাহিত করিতেছেন। অগত্যা যুবক কহিল—আজ্ঞে, গরাইদের চণ্ডীমণ্ডপে থিয়েটার।

শৈলেন্দ্র বলিল—আচ্ছা আমি বিকেলে গিয়ে দেখব; আপনারা সব থাকবেন।

যাত্রার দল, নৈশবিদ্যালয়, মন্দিরকমিটি সকলকেই ঐ ভাবে জবাব দিয়া শৈলেন্দ্র পুষ্করিণী খনন সমিতি ও রাস্তা বাঁধান কমিটির লোকদের বলিল—চলুন, আপনারা কোথায় কি কাজ করছেন দেখে আসি।

তাহারা সোৎসাহে কহিল—চলুন।

থিয়েটার প্রভৃতির সভ্যগণ সাগ্রহে কহিল—আজ্ঞে আমাদের ঐ দিক দিয়েই ত পথ, একবার পায়ের ধূলো দেবেন নাকি?

শৈলেন্দ্র বলিল—না। সন্ধ্যেবেলা থাকবেন, সেই সময়েই আমি যাব।

একজন বলিল—আমরা এসে নিয়ে যাব কি?

শৈলেন্দ্র হাসিয়া কহিল—বেশ ত, আসবেন।

আবার সকলে নমস্কার আদি করিয়া প্রস্থান করিল।

শৈলেন্দ্র সারা দুপুর অভুক্ত থাকিয়া সমস্ত গ্রামটা ঘুরিয়া বেড়াইল। বাস্তবিক ইহাদের কার্য্যাবলী দেখিয়া সে খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাই আহার নিদ্রা বিশ্রামের কথা ভুলিয়া তাহাদের সঙ্গে একটির পর একটি পথ ঘাট দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। বেলা যখন দুইটা, একজন সঙ্গী-যুবকের হুঁস হইল, বলিল—দু'টো বেজে গেছে, রদ্দুর হয়ে গেছে, চলুন আপনাকে বাড়ী রেখে আসি।

শৈলেন্দ্র বলিল—রদ্দুর বুঝি একলা আমারই জন্যে হয়েছে। আপনাদের গায়ে লাগবে না ?

যুবক হাসিয়া বলিল—আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। আমরা ত রোজই তিন প্রহর পর্য্যন্ত রদ্দুরে থাকি ; এই সব করি।

শৈলেন্দ্র বলিল—আমারও অভ্যেস করার ইচ্ছে হয়েছে। কাল থেকে আপনারা আমাকেও আপনাদের সঙ্গী করবেন। আজ যে সময়ে গেছলেন, সেই সময়ে গেলেই হবে, আমি তৈরী হয়ে থাকব। আর আপনাদের চাঁদা আমি যা পারব, তা ত দেবই ; উপরন্তু আপনারা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে যাতে ভাল রকম সাহায্য বরাবরের জন্যে পান, আমি দাদাকে দিয়ে তারও ব্যবস্থা করাবার চেষ্টা করব।

—বলিয়াই সে বিপরীত দিকে, শ্বশুরালয়ের পানে চলিতে আরম্ভ করিল। যুবক চতুষ্টয় তাহার অনুগমন করিতেছে দেখিয়া বলিল—আপনাদের আর আসতে হবে না ; আপনারা বাড়ী যান।

আপনি পথ চিনে...

তা পারব। যে পথে এসেছি, সেই পথে গেলেই পৌঁছুতে পারা যাবে ত! আপনারা অনর্থক কষ্ট পান্ কেন ?

তা হোক্। এতে আমাদের কোন কষ্ট নেই...

শৈলেন্দ্র হাসিয়া বলিল—কিন্তু আমার কষ্ট আছে। আপনারা কি আমাকে এতই 'সহুরে' পেলেন যে কেউ সঙ্গে না গেলে আমি পথ চিনে যেতে পারব না! দোহাই আপনাদের, আপনারা আমাকে এতটা ভুল বুঝবেন না। নমস্কার। কাল সকালে।

এ কথার পর আর যুবকগণ তাহার অনুসরণ করিল না। নমস্কার

করিয়া ও সকালে আসিবে প্রতিশ্রুতি দিয়া, তাহারা ভিন্নপথে গমন করিল। একজন কিয়দ্দূর তাহার সঙ্গে চলিল; সেই পথেই তাহার বাড়ী।

পথে আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। বিস্তর বেলা হইয়া গিয়াছে; শ্বশুর বাড়ীর লোক উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছেন; নূতন জামাইয়ের পক্ষে এরূপ কার্য্য শোভন নহে এই সকল কথা মনে পড়িয়া শৈলেনকে কিঞ্চিৎ বিব্রত করিয়া তুলিতে ছিল। এ যে নিছক লজ্জা, অপর কিছুই নহে—তাহা বুঝিয়াও সে স্বস্তি পাইতেছিল না। তবে ইহাও সত্য যে আজ সে এক অননুভূত-পূর্ব ও অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছে; বাস্তবিক সে অজ্ঞাত অপরিচিত এই পল্লীটির কতকগুলি লোকের সহিতও আত্মীয়তা করিতে পারিয়াছে; কল্যকার রাত্রে দৃষ্ট শুভ্রবাসা, শয্যাশায়িতা দেবী প্রতিমা-সমা মূর্ত্তিটির আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া ধন্য হইয়াছে। কমলার মনে তাহার সেই বিধবা জ্যেঠাইমার অপ্রতিহত প্রভাবের কথা শৈলেন্দ্রের মনে পড়িতে লাগিল; কমলা সর্ব সময়ে সর্বকার্য্যে তাঁহারই আদেশ মানিয়া চলে। শৈলেন্দ্রের তখনি মনে হইল, অতঃপর তাহাকেও তাহাই করিতে হইবে। ক্ষুদ্র কথায়, ক্ষুদ্র জিনিষের দ্বারা তিনি যে কত বড় কার্য্য করাইতে পারেন, নিজ অন্তরে তখনও সদ্য সদ্য ঝঙ্কৃত হইতেছিল বলিয়া শৈলেন্দ্রের মনে দ্বিধার অবসর এতটুকু ছিল না।

গৃহ-সন্নিকটে আসিয়া যুবকটি অভিবাদন করিয়া তাহাকেই কিছু বলিল; কিন্তু তন্ময়-চিত্ত শৈলেন্দ্র তাহা শুনিতে পাইল না। সে আপন মনেই চলিতে লাগিল।

পথ জনশূন্য; দূরে দূরে গোচারণের মাঠে রৌদ্র ঝলকিত-পৃষ্ঠা গাভীগুলি চরিতেছে; বৃক্ষছায়ায় বসিয়া রাখালেরা গান গাহিতেছে; বাঁশের বাঁশী বাজাইতেছে—অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট সেই ধ্বনি আসিয়া শৈলেন্দ্রের একাগ্রতা ভঙ্গ করিল।

আপনি বাড়ী গেলেন না?—বলিতে বলিতে পিছন ফিরিয়া যাহাকে উদ্দেশ করিয়া, কথাগুলা বলিল, তাহাকে দেখিতে পাইল না।

তখন আবার একবার পশ্চিম-গগন-আরোহী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দ্রুতপদে পা চালাইয়া দিল।

সতেরো

দুই দিনের মধ্যেই পাড়াগাঁয়ের বৃদ্ধ, যুবক, বালক, এককথায় সকলের সঙ্গেই এমন ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলিল যে, সে-যে সেই গ্রামেরই অধিবাসী নহে, আগন্তুকমাত্র এবং পাড়াগাঁয়ের লোক না হইয়া সহরের অধিবাসী—ইহা ভুলিতে কাহারই বিলম্ব হইল না। গায়ে জামা নাই, দিন-রাত্রি নাই, জল কাদা নাই—শৈলেন্দ্র তাহার নবলব্ধ বন্ধু-গণের সহিত টঙস্ টঙস্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সকল কাজে সকল দলে, সকল বৈঠকে, শৈলেন্দ্র ক্রমেই অচ্ছেদ্য হইয়া উঠিতেছে।

একদিন বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়া গেল। সকালে চা খাইয়া নিত্য যে রকম বাহির হয়, সেদিনও শৈলেন্দ্র সেই রকমই বাহির হইয়াছিল। কিন্তু এক মহাহাঙ্গামায় পড়িয়া, তাহাকে পার্শ্ববর্ত্তী এক ভিন্ন গ্রামে চলিয়া যাইতে হওয়ায় রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্বে সে গৃহে ফিরিতে পারিল না।

হাঙ্গামাটা হইয়াছিল এইরূপ। মোটা রকমের চাঁদা প্রাপ্ত বারোয়ারির দল শৈলেন্দ্র গ্রামে থাকিতে থাকিতেই ঘটা করিয়া একটা বারোয়ারি পূজা, যাত্রা গান প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প করিয়া কলিকাতা হইতে সুবিখ্যাত "হরি রায়ের" 'দল' বায়না করিয়া আসিয়াছিল। শুক্রবার গান আরম্ভ হইবে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পূর্বেই 'দল' আসিয়া শিবতলায় গোলপাতা নির্মিত আট চালায় ছাউনী ফেলিবে এইরূপ স্থির ছিল। বৃহস্পতিবার রাত্রে হঠাৎ সংবাদ

পৌঁছিল, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের শীতলা পূজা উৎসব উপলক্ষে তথাকার অধিবাসীগণ যাত্রার দলটিকে পথ হইতে ভাঙাইয়া লইয়া গিয়াছে। এই দুই গ্রামের মধ্যে একটা রেষারেষির ভাব অনেক কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ন্যায় অথবা অন্যায় উপায়ে একটি, অপরটিকে লোকচক্ষুতে বৈধ অথবা অবৈধরূপে 'খেলো' করিবার চেষ্টা বরাবর করিয়া থাকে; কখন কখন সফলকামও হয়। অপর পক্ষের জেদ তাহাতে বাড়িয়াই চলে।

গত বৎসর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে একটা মনসার গানের বৈঠকে গিয়া নানারূপে ইহারা তত্রত্য অধিবাসীগণকে অবজ্ঞা দেখাইয়া আসিয়াছিল। এবার সেই অপমান সুদ-সুদ্ধ ফিরাইয়া দিতে বদ্ধ পরিকর হইয়া তাহারা পথ হইতে যাত্রার দলকে দল লোপাট করিয়া দিয়াছে। যাত্রাওয়ালারাও (প্রায় সমস্ত?) এমনই ধর্ম্মপরায়ণ যে একপক্ষের নিকট হইতে পূর্ব্বাহ্নে অগ্রিম বায়না লইলেও অকারণে চুক্তি ভঙ্গ করিতে কোনদিনই দ্বিধা বোধ করেন না। মোট কথা মান অপমান, লজ্জা ঘৃণা মনের মধ্যে বজায় থাকিতে, কেহ যাত্রার দল করে না। কথায় বলে "যাত্রার দল।" তাহারা যত্রতত্র ভোজনে দ্বিধাযুক্ত নহে; হট্টমন্দিরে শয়নে ভীত নহে; এবং বহু কথ্য অকথ্য কৃচ্ছ্র সাধনেও পরাঙ্মুখ নহে। সুতরাং তাহারা চুক্তিভঙ্গ করিলেও, আদালতের অথবা অপমানের ভয়ে বিচলিত হইবে এরূপ অপবাদ তাহাদের শত্রুরাই রটনা করিতে সক্ষম। আশা করি মিত্রজ্ঞানে তাঁহারা এই নিছক সত্য কথাগুলির ক্রুটী গ্রহণ করিবেন না।

বৃহস্পতিবার শেষরাত্রে সংবাদ আসিল যে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের "দস্যু-দুর্ব্বৃত্তগণ" যাত্রার দল ট্রেণ হইতে নামিবামাত্র মোট মাটরা সহ দলকে

দল কুলপী করিয়া ফেলিয়াছে। বন্দরে নৌকা লাগিলে মুটেরা যেমন কাহারও আদেশের অপেক্ষা না করিয়া কোম্পানীর মাল মাথায় মাথায় সাফ করিয়া দেয়, তাহারাও তেমনি দলের মানুষ এবং মোট মাটরা মাথায় মাথায় পাছার করিয়া দিয়াছে। অধিক অর্থ প্রাপ্তির আশা অধিকারী যেমন দমন করা কোন মতেই উচিৎ বোধ করিলেন না; মনুষ্য-মস্তকে বাহিত হইয়া যাইবার প্রলোভন তেমনি দলের লোকেরাও সামলাইবার কোন কারণ দেখিলেন না। অধিকারী মহাশয় বড় জোর ভাবিলেন, একটু খেচামেচি হইবে—ফুঃ! আর দলের লোকরা সর্ব্বত্রই ঘাস জল সুনিশ্চিৎ জানিয়া, চিন্তা করিয়া মস্তিষ্ক অপব্যয় করিবার দরকার বুঝিলেন না। সন্দেশবহ সবিস্তারে সংবাদ দিয়া গেল। শুনিয়া তপ্তৈতেলে তরী তরকারীর মত গ্রামশুদ্ধ লোক চড়বড় করিয়া উঠিল। সাধ্যাতীত না হইলে তন্মুহূর্ত্তেই তাহারা মারণ মন্ত্র প্রয়োগে-পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামখানিকে একটা বিরাট ও ভয়াবহ শ্মশানে পরিণত করিয়া ফেলিত। সাধ্যাতীত কর্মে মননিবেশ না করিয়া, তাই তাহারা কিরূপে চোরের উপর বাটবাড়ী করিয়া পরলোক হইতে দলের অধি-কারী স্বর্গীয় হরিরায় মহাশয় সমেত দলটিকে স্বগ্রামে আনয়ন করিতে পারে—তাহারই যুক্তি নির্দ্ধারণে নিযুক্ত হইল। কিন্তু গোয়ালা প্রধান (অনেক পল্লীগ্রামে গোপগণ অদ্যাপি লাঠিয়াল বলিয়া প্রসিদ্ধ) গোপ-গ্রাম হইতে দল আনয়ন করিবার উপযোগী যুক্তি নির্ণয় করিতে পারিল না। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া পাশ-করা ও হাকিম ভ্রাতা শৈলেন্দ্রের দ্বারস্থ হইল। শৈলেন্দ্র বলিলেন—আমাদের একবার দলের কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করা দরকার।

তাহাতে কোন উপায় হইবার আশা নাই; দাঁড় করাইয়া গণিয়া সহস্র জুতা উপহার প্রদান করিলেও যাত্রার অধিকারী কথাটি বলিবে না সুতরাং গোপগ্রামে ভিক্ষুকের বেশে যাইয়া, নিরাশাপীড়িত হৃদয়ে প্রত্যাগমন করিতে বড়ই ক্লেশ পাইতে হইবে, এসকল নিষেধ বচন শুনিয়াও, শৈলেন্দ্র বলিল—তবু, এছাড়া আর উপায়ও নাই।

শৈলেন্দ্র বলিল—দেখা করলেই কাজ যে হবেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই বটে, তবে দেখা না করেও ত কিছু বোঝা যায় না। তোমরা দু'চারজন আমার সঙ্গে চলো, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।

শৈলেন্দ্রের আনুগত্য করাটা ইহাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল; তাহারা আর আপত্তি করিল না।

আধঘণ্টার মধ্যেই শৈলেন্দ্র সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া, চা খাইয়া, ভোরের বেলাতেই বাহির হইয়া গেল। গোপ-গ্রাম যতই নিকট হইতে লাগিল, ইহারা ততই যেন মুষড়িয়া পড়িতেছিল, শৈলেন্দ্র নানা কথায়, নানা গল্পে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে করিতে চলিল। কিছুক্ষণ মধ্যেই শৈলেন্দ্রকেও স্বীকার করিতে হইল যে ইহাদের কুণ্ঠিত হইবার কারণ ছিল। এরূপ অবস্থায় সভ্যজগতে বিরুদ্ধ দুই যোদ্ধায় কি হয় জানি-না, দেখি নাই, পল্লীগ্রামে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের একপক্ষকে নিরস্ত্র ও সন্ধিপ্রার্থী হইয়া আসিতে দেখিলে প্রতিপক্ষ যে বিধিমত ভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে কার্পণ্য করে না, তাহা ভাল করিয়াই প্রত্যক্ষ করা গেল। শৈলেন্দ্রকে কেহ কিছু বলিল না বটে, কিন্তু যে ভাবে ও যে ভাষায় তাহার সঙ্গীগণকে অভিনন্দিত

করিল, তাহাতে শৈলেন্দ্রও উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তবে নাকি রাগ দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিবার দুরাশা বহন করিয়া সে আসে নাই, তাই অতি কষ্টে অপমানগুলা হজম করিয়া চলিল।

সর্বাঙ্গে দ্রদ্রু, তাহা হইতে সমবেগে তৈলের ক্বাথ ও রস নির্গত হইতেছে, এক অতি কৃষ্ণকায় প্রৌঢ়ব্যক্তি একখানি নরম-সরম পকমিলের ইষ্টকাসনে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিল; পার্শ্বে বসিয়া এক কাফ্রী-দেশের সুদর্শনবালক সেই স্থূলকায় ব্যক্তিটির অঙ্গে তৈল—সম্ভবতঃ দদ্রু বিনাশক তৈলই প্রয়োগে নিযুক্ত, শৈলেন্দ্রের সঙ্গীরা সেই স্থূলকায় প্রৌঢ় ব্যক্তিটিকে দলের অধিকারী 'আয় মহাশয়' বলিয়া সনাক্ত করিল।

সেই কদাকার মূর্ত্তি দর্শনে শ্রদ্ধা সম্মানের বিপরীত জ্ঞান জন্মিলেও, ভদ্রতার অনুরোধেই শৈলেন্দ্র তাহাকে একটা নমস্কার করিয়া বলিল—আপনিই অধিকারী ?

দদ্রুবান ব্যক্তি নিঃশব্দে ও গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িলেন।

শৈলেন্দ্র বলিল—আমারা কোথাথেকে এসেছি, বুঝতে পারছেন বোধহয়।

শৈলেন্দ্রের সঙ্গীগণের পানে পলকের দৃষ্টি ফেলিয়াই, অধিকারী মহাশয় তাহাদিগকে মর্মে মর্মে চিনিতে পারিয়াছিলেন, সদা সত্য কহিবে এই শাস্ত্রানুশাসনেই অধিকারী নির্বিকার ভাবে পুনঃ শিরঃ সঞ্চালন করিলেন।

শৈলেন্দ্র বলিল—আপনাদের এ কিরূপ আচার ম'শায় ? আপনারা আজ থেকে তিনদিন আমাদের ওখানে যাত্রা করবেন লেখা পড়া করলেন, টাকা নিলেন, আর দিব্যি এখানে এসে বসে আছেন।

অধিকারী মহাশয় উদাস কণ্ঠে কহিলেন—আমরা ত আসি নি।

শৈলেন্দ্র অবাক! লোকটা পাগল নাকি।

অধিকারী সস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, কথা বলিলেন না।

এই ন্যাকামী অসহ্য! শৈলেন্দ্র বলিল—এসে বসে তামাক টানছেন আবার দাঁত বার করে বলছেন, আসিনি ত!

অধিকারী অতি শীতল প্রকৃতির লোক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। পূর্ববৎ ধীর স্থির ও শান্ত স্বরে বলিলেন—আজ্ঞে না, আমরা আসি-নি।

শৈলেন্দ্র ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—আসেন নি ত! বেশ, আদালতে তাই বলবেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বলব বই কি! মিথ্যে বলা আমাদের স্বভাব নয়। নিশ্চয় বলব, আমরা আসি-নি। হাজারটা লোক সাক্ষীও আছে যে আমরা আসি-নি। এরা আমাদের মাথায় করে এনেছে। পাঁচখানা গাঁয়ের লোক দেখেছে, সবাই কিছু মিথ্যে সাক্ষ্য দেবে না,—অবশ্যই বলবে যে যাত্রাওলাদের পোঁটলা পুঁটলী, বাক্‌স পেঁটরা থেকে দলের একটা প্রাণীকেও এরা নিজে আস্‌তে দেয় নি। সব হুড় হুড় হুড় হুড় করে' মাথায় চাপিয়েছে আর এই খেনে এনে নামিয়ে দিয়েছে।

বলিয়া রায় মহাশয় একটুক্ষণ থামিয়া, ভ্রূক্ষ নিঃসৃত কাথের পানে করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, সহাস কণ্ঠে কহিলেন, আমি দিব্যি করে বলতে পারি ম'শয়, যদি আপনি তেমন অবস্থায় পড়তেন, আপনাকেও আসতে হো'ত! গাড়ী থেকে নেমে, দেখছেনই ত এই মোটা

শরীর নিয়ে যেই এলাটফরমটিতে দাঁড়িয়েছি, কোত্থেকে যমদূতের মত দু'টো ষণ্ডাগুণ্ডা লোক এসে একেবারে পাঁজা কোলা করে না ধরে মাথায় তুলে ফেল্লে। ব্যাপার কি, বাপু, ব্যাপার কি যতই বলি, আহা বাবু বুড়ো মানুষ আমি, রোগের শরীর আমার, ওকি কর—তা কথাই কয় না ম'শাই! না রাম না গঙ্গা! চেয়ে দেখি, আমার দলের সবাইকারই ঐ অবস্থা! মাথার ওপর বসে' আমরা যত করি হেই, হেই, এরা ততই করে—হুম্, হুম্—আর দৌড়োয়; বলি, বাপু, দৌড়োস নে; আস্তে আস্তে চল, পড়ে যাব, রোগের শরীর, ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে—তা কে কার কথা কাণে তোলে বলুন? একদমে, এই খেনে নামিয়ে বল্লে, আয় মশাই, এ গাঁয় গাওনা না করে' যেতেটি পাচ্ছ না! আমি বল্লুম, বাপু ও গ্রামে গাওনা সেরে' এগাঁয়ে আসব; তা বল্লে কি জানেন বাবু, ঘোষ গাঁয়ের লাঠির বহরটা ঠাউরে তবে এখান থেকে নড়বেন, আয় মশাই! এখন আপনিই বলুন বাবু, যাত্রার দল নিয়ে কি লাঠির গুঁতোয় প্রাণটা দেব? আপনারা লেখা পড়া জানা বিদ্বান্ লোক আমি আপনারই ওপর বিচারের ভার দিলুম।

রায় মহাশয়ের বলিবার ভঙ্গিটি এতই সরল ও হাস্যোদ্দীপক যে শৈলেন্দ্র এতক্ষণ অতিকষ্টে হাস্য সম্বরণ করিতেছিল। কিছুক্ষণ পূর্বে এই লোকটার প্রতি যে অশ্রদ্ধা ও বিরক্তির ভাব তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

রায় মহাশয় বলিলেন—দ্বিজুরায় মহাশয়ের একটি গান আছে

আহা তিনি স্বর্গীয় হয়েছেন, মহাপুরুষ লোক,—গানটার ধুয়ো হয়েছে "অমন অবস্থায় পড়লে, সবারই মত বদলায়"—মহাকবি লোক তিনি, ভুল লেখা কি আর তাঁর কলম থেকে বেরুতে পারে?—কখনই না। বেড়ে ধুয়োটি—অমন অবস্থায় পড়লে, সবারই মত বদলায়! ঠিক, বদলায়ই ত! কি বলেন বাবু, বদলায় না?

শৈলেন্দ্র সস্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

রায় মহাশয় তাহার মনের ভাবটি অনুমান করিতে করিতে কহিলেন—এদের এখানে তিন রাত্তির গাওনা হবে, এখান থেকে, সোজা আপনাদের ওখানেই যাব বাবু! কেষ্ট বিষ্ণু মহেশ্বর এলেও এবার আর নড়চড় হবে না, দেখে নেবেন বাবু!

শৈলেন্দ্র এইবার কথা কহিল; বলিল—রায় ম'শায়, আপনি বোধ করি বুঝতে পারছেন, দু'টো গাঁয়ে একটা জোর রেষারেষি চল্‌ছে; এ চায়—ওকে অপমান করবে, ও চায়—ওকে অপমান করবে। এমন অবস্থায় আপনি আমাদের গাঁ'র বায়না আগে নিয়ে, এখানে আগে যাত্রা করে তারপর আমাদের গাঁয়ে গেলে, আমাদের গাঁয়ের বড্ড অপমান হবে। চাই কি, এই নিয়ে একটা মারামারি, লাঠালাঠি কাটাকাটিও হতে পারে। সেটা কি উচিৎ হবে, আপনিই বলুন। এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে যদি রক্তারক্তি হয়—হবেই, নিজের কথা আমি ধরি নে, যদি একটা রক্তারক্তি হয়, সেটাই কি ভাল হবে?

রক্তারক্তির নামে প্রবল প্রতাপ রায় মহাশয়ের পদনখ হইতে কেশাগ্রভাগ পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তিনি মনশ্চক্ষে সুস্পষ্টই দেখিতে পাইলেন, তাঁহার মাথাতেও এক ঘা লাঠি পড়িয়াছে এবং সেই

একটি ঘায়েই তিনি কীচক বধ হইয়া গিয়াছেন। রায় মহাশয়ের কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া আসিল এবং তাহা হইতে একটি শব্দও বাহির হইতে পারিল না। তৈল ম্রক্ষণ-নিযুক্ত বালকের হাত দু'টা ঠেলিয়া দিয়া তিনি স্বয়ং সজোরে ও সশব্দে শ্মশ্রু ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শৈলেন্দ্র বলিল—আমি দলাদলি, রেষারেষি পছন্দ করিনে; এই একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মারামারি কাটাকাটি হয় —তা আমি একেবারেই চাই নে। আমি আপোষে বিনাগণ্ডগোলে মিটমাটই চাই। তাই গাঁয়ের লোকের এক রকম অমতেই আমি এসেছি। এরা আমার কথা শোনে, আমার মনে হয়— উভয়পক্ষ একটু নরম হলেই মিটমাট করে দিতে পারি।

রায় মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন—কি রকম, কি কর্‌তে চান?

বল্‌ছি! তার আগে এখানকার দু'একজন মাতব্বরকে ডাকুন। তাঁরাও আমার বক্তব্য শুনুন। কোন্‌টা তাঁদের ভাল লাগছে, কোন্‌টা লাগছে না, তা সঙ্গে সঙ্গেই আমারও জানা দরকার হবে।

রায় মহাশয় নিজেই উঠিলেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যে কয়েকজন লোককে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। শৈলেন্দ্রের সম্ভ্রান্ত রূপ-দর্শনে আকৃষ্ট হইয়াই তাহারা তাহাকে নমস্কার করিয়া ফেলিল। নহিলে সে যাহাদের প্রতিনিধি ও যে উদ্দেশ্যে তাহার আগমন তাহাতে তাহাকে কোনরূপ সম্মানদান ত দূরের কথা, সম্মানরক্ষা করাই তাহা-দের পক্ষে কষ্টকর হইত। শৈলেন্দ্র প্রতি-নমস্কার করিয়া আনুপূর্বিক সকল কথা বলিয়া, বলিল—এখন একটা মীমাংসা যাতে হয়, তাই

আপনাদের করতে হবে। সেইজন্যই আমি আপনাদের কাছে এসেছি।

একথায় একপক্ষ যেরূপ আত্মপ্রসাদ লাভ করিল; অপরপক্ষ তদ্রূপ কিম্বা ততোধিক অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু শৈলেন্দ্র কোন-পক্ষের দিকেই লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল—আপনাদেরও মান থাকে, ওদেরও অসম্মান না হয়, এমনই একটা মীমাংসা হয় এই আমি চাই। আমি কোন কথা বলব না, আপনারা যা ঠিক ক'রে দেবেন, তাতেই রাজী হ'য়ে আমি চলে যাব।

এ কথায় গোপগ্রামের অধিবাসীদের মনগুলি ভিজিয়া গেল। এতখানি বিনয়, সৌজন্য, ভদ্রতায় তাহারা অভ্যস্ত ছিল না; মনে মনে কেমন সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়া কহিল—এর আর কথা কি বাবু! আপনি যখন এসেছেন, তখন মীমাংসা ত হয়ে গেছে বল্লেই হয়।

শৈলেন্দ্র বলিল—না বাপু, একথাটি ঠিক হ'ল না,—সেরকম ভদ্রতা রক্ষা করা মীমাংসা আমি চাইনে। আমি কি চাই জান, তোমরা এমন একটা মীমাংসা ক'রে দাও, যা দেখে ও গাঁয়ের লোকেরা মুখে বলুক, আর নাই বলুক, মনে ভাববে যে, হ্যাঁ, আমরা বিপন্ন হয়ে পড়েছিলুম, আমাদের কষ্ট দিতে পারি,—জেনেও গোপ-গাঁ আমাদের মান রেখেছে, প্রতিবেশীর যোগ্য কাজ করেছে। শুধু ওরা নয়, যে শুনবে, সেই যেন বলে, গোপ-গাঁয়ে মানুষ আছে বটে; গোপ-গাঁ ভদ্দর গাঁ বটে।

এ কথায় গোপ-গ্রাম একেবারে গলিয়া গেল। বলিল, যাক্

বাবু, আপনি যা বলবেন, আমরা তাইতেই রাজী। আপনি ওনা-দেরও বন্ধু, আমাদেরও বন্ধু। দু'দলের মর্য্যাদা থাকে, এমন কাজ আপনি যা করে দেবেন, আমরা তাতে টুঁ-শব্দটিও করব না।

শৈলেন্দ্র জিজ্ঞাসিল—দেখ! এর নড়চড় হবে না ত?

সেকি বাবু! আমরা কথা দিচ্ছি, নড়চড় করে কার সাধ্যি!

তা'হলে শোন, আমি যা বলি। রায় ম'শায়! আপনার দলের এমন দু'খানা পালা আছে কি, যা একসঙ্গে দু'জায়গায় হতে পারে?

একসঙ্গে দু'জায়গায় হতে পারে,—এমন পালা! দাঁড়ান, ভাবি।—রায় মহাশয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দলের দুই চারিজন লোক আসে-পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহারাই প্রবল আপত্তির স্বরে বলিয়া উঠিল,—তেমন পালা আমাদের নেই।

শৈলেন্দ্র হতাশভাবে রায় মহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

রায় মহাশয় বলিলেন,—আছে। বৃত্রাসুর আর কংসবধ। হ্যাঁ, তা চলে।

"কংস" তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন—চলে ত বল্লেন, বৃত্রাসুরও যে আমায় করতে হয়।

কেন, নীলমণি ত রয়েছে।

'কংস' কিছু মলিন হইলেন; কিন্তু হাল ছাড়িলেন না, কহি-লেন—অতো দৌড় ঝাঁপ কে করবে মশাই।

সঙ্গে সঙ্গে দলের আরও দুই তিনজন লোক বলিয়া উঠিলেন,—সে ম'শায় আমরা পারব না।

রায় মহাশয় দলের অধিকারী; ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল দল

চালাইতেছেন। তিনি তাহাদের কথায় কাণ না দিয়াই শৈলেন্দ্রের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—কখন, কি রকম কি হবে বাবু কিছু ভেবেছেন?

না, তা ভাবি-নি। তবে এক সময়ে দু'জায়গায় গাইতে পারবেন জানলে সব ঠিক করে ফেলি।

হাঁ বই যখন পেইছি, তখন গাইব বই কি!

শৈলেন্দ্র বলিল—আজই এখানে গাওনা আরম্ভ হ'বার কথা ত! নাগাদ সন্ধ্যে হবে বোধ হয়?

হাঁ. তাই।

তা হ'লে ওখানেও নাগাদ সন্ধ্যে আরম্ভ করতে হবে। কেবল কথা এই, ওখানে যখন আরম্ভ হবে, এখানকার দু'পাঁচজনকে সেখানে গিয়ে আরম্ভ করিয়ে গিয়ে আস্‌তে হবে। আর এখানে আমি নিজে এসে বোমায় আগুন দেব। কি বলেন!—বলিয়া সে গোপ-গ্রামের মাতব্বরগণের পানে চাহিল।

"বোমায় আগুন দোব" কথাটার অর্থ সকলে হয়ত জানেন না। পল্লীগ্রামে রীতি আছে, যাত্রা আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে দু'টি তিনটা বোমা ফাটাইয়া, আওয়াজ করা হয়। প্রথমটি লোককে জানাইয়া দেয় যে আর দেরী নাই; দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য ওগো এস, গাওনা যে আরম্ভ হইয়া গেল।

শৈলেন্দ্র বলিল—কেমন এই রকম বন্দোবস্ত ঠিক নয়?

কেহই কোন কথা কহিল না।

শৈলেন্দ্র তাহার সঙ্গীদের উদ্দেশ করিয়া বলিল—কি হে তোমাদের কোন আপত্তি আছে না-কি আমার বন্দোবস্তে?

শৈলেন্দ্রের আনুগত্য করা এবং তাহার কথার বিরুদ্ধে কথা না বলাই তাহাদের অভ্যাস হইয়াছিল। আজিকার কোন বন্দোবস্তই তাহাদের মনঃপূত হয় নাই বটে কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা তাহারা বলিতে পারিল না। এবং ইহাও যেন তাহারা মনে মনে বুঝিতেছিল যে শৈলেন্দ্র যাহা করিবে, তাহাতে তাহাদের ভাল ছাড়া মন্দ হইবে না।

শৈলেন্দ্র আবার জিজ্ঞাসিল—কিগো তোমরা যে কথা বলছ না? তবে বুঝি তোমাদের মত নেই? কিন্তু অমতের ত কোন কারণ দেখি না। গোপ গাঁয়ের লোকেরা তোমাদের সঙ্গে যথেষ্ট ভদ্র-ব্যবহার করছে, তারা আজই তোমাদের গাঁয়েও গাওনা হতে দিচ্ছে, তবু যদি তোমাদের অমত হয়, তা'হলে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলব বল? লোকে চিরদিন তোমাদেরই নিন্দে করবে, বলবে—দু'টে গাঁয়ে এই যে রেষারেষি, মনকষাকষি গোপ গাঁ ত মেটাতে চেয়েছিল, তোমরাই মেটাতে দাও নি। পাশাপাশি দু'খানা গাঁ, প্রতিবেশী, জ্ঞাতি বল্লেই হয়, বহুদিনের ঝগড়া বিবাদের পর মিলনের সুযোগ এল, তাতেও যদি তোমরা উদ্যোগী হয়ে বাধা জন্মাও, মিলন হতে না দাও—কলঙ্ক তোমাদেরই।

আমরা ত অমত করিনি বাবু!

শৈলেন্দ্র উল্লসিত হইয়া কহিল—করনি ত! তা'হলেই হ'ল। গোপ-গাঁও অমত করবে না, এ আমি জানি!

গোপ-গ্রামের মাতব্বরগণ বলিয়া উঠিল—আমরা ত গোড়াতেই বলে

দিইছি বাবু যে আপনি মধ্যস্থ হয়ে যা ক'রে দেবেন, আমরা বুঝব যে আমাদের ভালর জন্তেই আপনি তাই করেছেন।

শৈলেন্দ্র বলিল, বেশ কথা। সত্যিই আমি তু'খানা গাঁয়েরই ভাল চাই। শুধু তু'খানা কেন, যদি পঞ্চাশখানা গ্রাম আর-পঞ্চাশখানা গ্রামের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ঝগড়াঝাঁটি করত, আমি, তু'দলে যাতে মিলন হয়, তাই করতুম। ঝগড়াঝাঁটি অনেক হয়ে গেছে, পৃথিবীর যেখানেই দেখবে, দেখবে ঝগড়াঝাঁটিতে যত অনিষ্ট, যত অপকার হয়েছে, এমন আর কিছুতে নয়। সমস্ত পৃথিবীই আজ মিলনের জন্ত চেষ্টা করছে, এ-সময়ে ঘরের কোণে আমাদের ঝগড়া রাখা কি উচিত?

প্রায় একসঙ্গেই সকলে বলিয়া উঠিল—তা কি আর উচিৎ?

শুনে সন্তুষ্ট হ'লুম। ত'হলে রায় মশাই, গাড়ীটাড়ী আপনার কখানা কি চাই, আপনি আমাদের এখানকার বন্ধুদের বলবেন, এঁরাই সব বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন।—বলিয়া সে গোপ-গাঁয়ের মাতব্বরদের দেখাইয়া দিয়া বলিল—আমাদের অবস্থা ওঁরা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, তু'চার ঘণ্টার মধ্যে আমাদের আসরে কোথায় আলোরে, সতরঞ্চরে—সব যোগাড় করে' ফেলতে হ'বে, আমরা গাড়ীটাড়ির কোন ব্যবস্থাই করে উঠতে পারব না। কেমন ভাই, আমাদের এ উপকারটিও তোমরা করে দেবে ত!

ভ্রাতৃ সম্বোধনে তাহাদের প্রাণের ভিতর আনন্দের তুফাণ বহিয়া গেল; বলিল—আজ্ঞে হাঁ্যা, আমরা নিজেরা পৌঁছে দিয়ে যাব।

তাহ'লে আর দেরী নয়, উদ্যোগ আয়োজন করতে হবে,

আমরা যাই। এখানকার যা কিছু করতে হবে, তোমরা ও রায় মশায় আমাদের হয়ে করে নিও। বলিয়া তাহারা বিদায় লইল। গোপগ্রামের মাতব্বরগণ ও রায় মহাশয় বহুদূর পর্য্যন্ত তাহাদের অনুসরণ করিয়া চলিল।

এ গ্রামের তখনকার অবস্থা যথাযথ বর্ণন করিতে পারি সে শক্তি আমাদের নাই। এককথায় বিষাদ ঢাকা গ্রাম বলিলে আমার পাঠক পাঠিকা যদি কিছু বুঝিয়া লইতে পারেন, তবে তাহাই তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। কারণ আমার বলিবার আর কিছুই নাই।

শৈলেন্দ্র ও তাহার সঙ্গীগণ যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সন্ধ্যা হইতে আর বড় বেশী দেরী নাই; ইহাদের মুখে সংবাদ জানিয়া সকলেই যে সন্তুষ্ট হইল, তা নয়, তবে অদ্য এবং একটু পরেই এখানেও যাত্রাগান হইবে জানিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইল মাত্র। বয়োবৃদ্ধ এবং জট পাকাইতে পরিপক্ক ব্যক্তিগণ আপোষ নিতান্ত অপমানকর হইয়াছে বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে যখন গোপ-গ্রামের মাতব্বরগণ নিজেরা গরুর গাড়ীর চালক হইয়া রায় মহাশয়ের দলবল ও বাক্স পেঁটরা হাজির করিয়া দিতে আসিল তখন আর একপ্রাণীর মনেও কোন সঙ্কোচ রহিল না এবং আপোষ সম্মানজনকই হইয়াছে, প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে তাহা প্রচারিত করিতেও কাহারও দ্বিধা রহিল না।

শৈলেন্দ্র এতক্ষণ পরে অন্তঃপুরে ঢুকিল। ঢুকিয়াই দেখিল, সেই রুগ্না, শয্যাশায়িনী জ্যেঠাইমা কমলার হাত ধরিয়া দ্বারমুখে দাঁড়া-

ইয়া, তাঁহাকেই প্রত্যুদ্গমন করিতে আসিয়াছেন। শৈলেন্দ্র নতজানু হইয়া প্রণাম করিতেই, তিনি কমলাকে বলিলেন—মা কমলা, ছেলে আমার রাজ্য জয় করে ফিরে এসেছেন; তোরা শঙ্খধ্বনি কর!

কমলা করিল না বটে; তবে কে বা কাহারা অলক্ষ্যে ঘনঘন শঙ্খনিনাদ করিতে লাগিল।

কমলা একান্তে স্বামীকে পাইয়া বলিল,—আজ দশখানা গাঁয়ের লোক তোমার সুখ্যাতি করছে। আজ আমার মত সুখী কে?

শৈলেন্দ্র বলিল—কেন, তোমার সুখে যে সুখী, তোমার দুঃখে যে দুঃখী, সেই—আমি!

সম্পূর্ণ।